চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২৬ বৈশাখ – ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ঃ ১০ মে – ১৬ মে, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 28, 10 May - 16 May, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রকাশিত হল ২০২৫ সালের মাধ্যমিকের ফল। পাশের হার

৮৬. ৫৬ শতাংশ। এবার ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪২৫ জনের মধ্যে ফেল করেছে ১ লক্ষ ২০ হাজারের উপর পড়ুয়া। ৬০ শতাংশর উপর নম্বর পেয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার।

রবিবার : আর্থিক খয়রাতির ভার সামলাতে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে

সব ধরণের উৎসাহ ছাড় প্রত্যাহার করে নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। একে এ রাজ্যে শিল্পের আকাল, তার উপর এই সিদ্ধান্ত শিল্পে উৎসাহ অনেকটাই কমিয়ে দেবে বলে মত শিল্প মহলের।

সোমবার : মুর্শিদাবাদ সফর করে সেখানকার ঘটনায় রাজ্যের

ভূমিকা ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্ন তুলে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হতে পারে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

মঙ্গলবার : বন্ধের নোটিশ দিয়ে ভাঙা হবে কেন? পার্কস্ট্রিটের

একটি ছাদ রেঁস্তোরাকে ভুল ধারায় নোটিশ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হল কলকাতা পুরসভাকে। পরবর্তী শুনানী পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হল ভাঙার কাজ।

বুধবার : পরদিনের অসামরিক মহড়ার অপেক্ষা নিয়ে ভারতবাসী

যখন গভীর ঘুমে তখন ভোর রাতে ২৫ মিনিটের নিখুঁত অপারেশনে ভারত গুঁড়িয়ে দিল পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে লালিত পালিত হওয়া ৯ টি জঙ্গী ঘাঁটি। সঙ্গে নিকেশ বহু জঙ্গী। অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর'। স্বস্তি পেল সিঁদুর হারানো ভারতের মা–বোনেরা।

বৃহস্পতিবার : পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারতের মিসাইল

হামলায় সংসদ, মুম্বাই, পুলওয়ামা, পাঠানকোট হামলার মাস্টারমাইন্ড জইশ–ই–মোহাম্মদের প্রধান আন্তর্জাতিক জঙ্গী মাসুদ আজাহারের পরিবারের ১০ সদস্য সহ ৪ সঙ্গী।

শুক্রবার : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর যুদ্ধকালীন

পরিস্থিতিতে এ রাজ্যে খাদ্যে কালোবাজারি রুখতে এক প্রশাসনিক বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এটা রোজগারের সময় নয়।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রুদ্র তাণ্ডব

পাক ভূখণ্ড ফের টুকরো হতে চলেছে?

ওঙ্কার মিত্র

ভারতীয় শাস্ত্রে যে কটি তাণ্ডবের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রুদ্র তাণ্ডব অন্যতম। রুদ্রর উৎপত্তি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে। এই তাণ্ডবে শিবরুপী রূদ্র সংহার নৃত্যের মাধ্যমে জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে পরিক্রমা করেন এবং ধ্বংসকে অনিবার্য ও নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলেন। ঠিক এই ভাবেই সৃষ্টিভূমির ক্রোধ রুদ্রের তাণ্ডব চলছে পাকিস্তান নামে পরিচিত ভারতেরই এক ভূখণ্ডে। সৃষ্টির কীটদের নির্মম ধ্বংসলীলা চলছে নতুন সৃষ্টির সন্ধানে।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভারতীয় মা বোনেদের সিঁদুর উজাড় হওয়ার পর 'অপারেশন সিঁদুর' নামে পাক ভূখণ্ডে ভারতীয় সেনার যে তাণ্ডব শুরু হয়েছে তাতে ফের পাকিস্তান কয়েক টুকরো হবে বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। ভারত সরকারিভাবে এখনও একে যুদ্ধ না বলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করলেও সংসদে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বর্তমান ভারত সরকারের কর্তাব্যক্তিরা যে কাশ্মীরের অধিকৃত অংশকে মুক্ত করতে ঝাঁপাবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। সরকারিভাবে এই বিষয়ে কোনো না উল্লেখ করলেও পিওকের মুক্তি নিয়ে ভারতবাসীর আশা ক্রমেই প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছে। সত্যি যদি শেষ পর্যন্ত তাই হয় তাহলে পাকিস্তান শুধু ভূমি হারাবে না চূর্ণ হবে দর্পও।

এত গেল দখল করা ভূখণ্ডের কথা। পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশেও অস্থিরতা চরমে যার মধ্যে সবচেয়ে সাড়া ফেলেছে বালুচিস্তান। এখানকার আদি বাসিন্দারা এখন 'বালুচ লিবারেশন আর্মি' গড়ে লড়াই চালাচ্ছেন নিজেদের স্বাধীনতার জন্য। বালুচিস্তান হল ইরানীয় মালভূমির রুক্ষ ঊষর পূর্বপ্রান্ত। প্রথম ঈঙ্গ–আফগান যুদ্ধের পর ১৮৭৬ সালের চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে যুক্ত হয় বালুচিস্তান। ১৯৪৭ সালে যুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। রাজধানী কোয়েটা। আয়তন ৩,৪৭,১৯০ বর্গ কিলোমিটার যা পাকিস্তানের ৪৮ শতাংশ। উপকূল ৯৬৫ কিলোমিটার। সমুদ্র বন্দর গোয়াদার। পাকিস্তানের প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোচ্চ যোগানদার বালুচিস্তান। ভারতের প্রত্যাঘাতের সুযোগে বালুচরা এখন স্বাধীনতার জন্য মরিয়া। কিছুদিন আগে একটি ট্রেন হাইজাক করে, পাক সেনাদের মেরে সাড়া ফেলে দিয়েছিল তারা। এখন একের পর এক সেনা ঘাঁটি দখল করছে তারা। কেটে দিয়েছে গ্যাসের লাইন। সরকারিভাবে না জানানো হলেও শোনা যাচ্ছে পাক সেনারা নাকি ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছে এবং কোয়েটার দখল নিয়েছে বহুকাল ধরে পাকিস্তানের হাতে অত্যাচারিত বালুচরা। বিশেষজ্ঞমহলের মহলের ধারণা বালুচিস্তানের স্বাধীনতা এখন সময়ের অপেক্ষা।

পাকিস্তানের আর একটা ক্ষত খাইবার পাখতুনখোয়া। গান্ধার সভ্যতার অংশ এই পাখতুনখোয়ার আয়তন ১,০১,৭৪১ বর্গকিলোমিটার। রাজধানী পেশোয়ার। অধিবাসী জাতি পশতু। ব্রিটিশরা একে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হিসাবে তৈরী করে। পাকিস্তানের অধীন স্বশাসিত প্রদেশ পাখতুনখোয়ার আলাদা পতাকা, আলাদা শীলমোহর। পাকিস্তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পশতুনরাও এখন সোচ্চার। বর্তমান টানাপোড়েনে তারাও খুঁজছে স্বাধীনতা। জানিয়ে দিয়েছে ভারত আক্রমণ করলে তারা সমর্থন জানাবে ভারতকে। অস্থিরতা সিন্ধ প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যেও। তারাও চায় পাকিস্তান থেকে নিজেদের আলাদা করতে।

আসলে এসবই পাকিস্তানের কুশাসনের ফল। জঙ্গীদের হাতে পড়ে পাকিস্তান একটি অত্যাচারী দেশ বলে পরিগণিত হয়েছে। ইসলাম মৌলবাদই হয়ে উঠেছে এর মূল মন্ত্র। ভারতে জঙ্গী হামলার পাশাপাশি নিজেদের প্রদেশগুলোকেও করেছে অত্যাচারের টার্গেট। লাহোরকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক অত্যাচার চালিয়েছে বালুচিস্তান, পাখাতুনখোয়া, সিন্ধে। ভারতের সাহসে ভর করে এরা এখন মুক্তির জন্য উদগ্রীব। ভারতও তাই অন্যতম প্রধান টার্গেট করে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে লাহোরকে। ধ্বংস করে দিচ্ছে অত্যাচারের কেন্দ্রকে। ফলে পাকিস্তান এখন সম্পূর্ণ দিশাহারা। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা পাকিস্তান টুকরো টুকরো হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

ভারতবাসীর আশা অপারেশন সিঁদুরই শেষ করবে দেশভাগের পাপের ফলভোগ। আরও মসৃন করবে ভারতের অগ্রগতি। লক্ষ্য রাখছে সবাই। ভারতের উত্থান যাদের গায়ে জ্বালা ধরায় তারা চেয়ে আছে এই লড়াইয়ের ফলের দিকে। যারা প্রকাশ্যে ভারতের পীঠ চাপড়ায় অথচ পর্দার আড়ালে অন্য চাল দেয় তারাও খুব টেনশনে। ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যদি প্রশ্নাতীত রাজনৈতিক শক্তি লাভ করে তাহলে অনেকের সর্বনাশ। এক প্রত্যাঘাতে অনেককে উত্তর দিতে চলেছে ভারত। তাই শেষ না দেখে থামার উপায় নেই। ভারতীয় সেনার জন্য এখন একটাই বার্তা, চরৈবেতি।

৩ টুকরো হবে গুমনামী সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎবাণী

ড.জয়ন্ত চৌধুরী

গুমনামী সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অধিকাংশ ভারতবর্ষের মধ্যে সন্দেহের আবিলতা আর নেই। ১৯৪৫–এর ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি মারা যাননি তা সরকারি মান্যতা না পেলেও আজ জনমানুষে প্রতিষ্ঠিত সত্য। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরের নেপথ্যে তিনি ছিলেন– এ কথাও নানা সূত্রে জানা যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে তিনি নানা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ চারণিক ও অনুগামীদের। বিভিন্ন সময় চারণিকরা ভগবানজী বা গুমনামি বাবার ডেরায় যেতেন। 'ওই মহামানব আসে' বইতে চারণিক গুমনামী সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন ব্যাপারে কথাবার্তাগুলি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশন তার রায়ে জানিয়েছিল নেতাজির তথাকথিত ওই বিমান দুর্ঘটনা আদৌ ঘটেনি। একটি তথ্যচিত্রে মুখার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছিলেন যে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে ওই সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্র বসুই ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির নেপথ্যে নানা কথা তিনি জানিয়েছিলেন। পাকিস্তান যে আগামীদিনে আরো টুকরো হবে সে কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। 'ওই মহামানব আসে' গ্রন্থের একটি জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে ভগবানজীর ভাষ্যে– 'ঘটনাগুলির ব্যাপকতা ও ইন্টিগ্রেসি তোমরা ভাবতেও পারো না। শুনলে তোমাদের ব্রেইন রিল করবে। কোথায় ইস্ট বেঙ্গল, কোথায় ওয়েস্ট পাকিস্তান, কোথায় তিব্বত, কোথায় চীন, কোথায় এনডব্লিউএফপি, কোথায় বালুচিস্তান, কোথায় ইন্দোনেশিয়া, কোথায় আফ্রিকা– এতগুলি ঘটনা নিয়ে খেলা করা, তুমি ধারণা করতে পারো! তোমরা জানো না কার ছায়া এশিয়ার উপর রয়েছে– মাইটি ক্রোনাস এর! নেমেসিস নেমে আসবেই।' ১৯৭২ সালের মে মাসে প্রথম জয়শ্রী পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। গঙ্গা–যমুনা–সিন্ধু–পদ্মা দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। গুমনামি সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎবাণী আজ বাস্তব হয়ে উঠছে বর্তমান প্রেক্ষিতে। তিনি একদা বলেছিলেন, 'দেবতাদের জাগাতে না পারলে তিনি দানবদের জানাবেন। পাকিস্তান আবারো ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়িয়ে। বালুচিস্তান তাদের স্বাধীনতার লড়াই লড়ছে। তাদের স্বাধীনতা হয়তো শুধু সময়ের অপেক্ষায় আজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোভিয়েত রাশিয়া যে ভেঙে যাবে সে সম্পর্কে তিনি বহু আগে বলেছিলেন। ১৯৯০ সালে বিশাল সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বহু দেশ বেরিয়ে যায়, এখন শুধুই রাশিয়া।

স্থল বন্দরের ব্যবসা তলানিতে

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগণার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলো একাধিকবার খবরের শিরোনামে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা প্রায় ২ হাজার ২৮৩ কিমি। তার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণায় রয়েছে প্রায় ১ হাজার কিমি। ভৌগোলিক কারণে উত্তর ২৪ পরগণার পুরো সীমান্ত এলাকায় উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে অনেক জায়গাই এখনও উন্মুক্ত অবস্থায় আছে। যদিও উত্তর ২৪ পরগণার বাগদা থেকে হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই এলাকায় ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থার কথা বলা হলেও বেশ কিছু জায়গায় এখনও তা নেই। বাগদা থানা এলাকায় প্রায় ৫৮ কিমি সীমান্তের মধ্যে প্রায় ২০ কিমি এলাকায় কোনও ফেন্সিং নেই। গাইঘাটা থানা এলাকায় প্রায় ৩০ কিমি সীমান্তের মধ্যে রয়েছে ফেন্সিং ও ইচ্ছামতি নদী। পেট্রাপোল থানা এলাকার প্রায় ৪৪ কিমি সীমান্তের মধ্যে প্রায় ১০ কিমি ফেন্সিং বিহীন। স্বরূপনগর থানা এলাকার ৪৩ কিমি সীমান্তের মধ্যে রয়েছে গোবিন্দপুর, বিথারি–হাকিমপুর, বালতি–নিত্যানন্দকাটি ও কৈজুরি এই চারটে গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। মোট সীমান্ত এলাকায় কোথাও ফেন্সিং আবার কোথাও প্রায় জলশূণ্য সোনাই নদী। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু জায়গায় জঙ্গলের অসুবিধা।

বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগণার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা

জুড়ে চোরাচালান, অনুপ্রবেশের পাশাপাশি মাদক পাচার চলছে রমরমিয়ে। যার মধ্যে ফেন্সিডিল উল্লেখযোগ্য। ভারতের ফেন্সিডিল এখন মাদক চক্রীদের কাছে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। এর পাশাপাশি আবার মায়ানমারের তৈরি ইয়ারা নামক নেশার ওষুধও আসছে ভারতে। এমনটাই জানাচ্ছেন, নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক সীমান্তবর্তী বাসিন্দারা। তাদের দাবি, এইসব উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকাগুলো পাচার, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশকারিদের কাছে এক প্রকার স্বর্গরাজ্য আর এই এলাকাগুলোই বিশেষ করে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কাছে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাগদা থেকে হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত সীমান্ত সুরক্ষা মজবুত করার জন্যে কেন্দ্রের তরফে বিএসএফের নজরদারির এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা যাবে।'

এরপর পাঁচের পাতায়

বীরভূমে ধৃত ২ জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ মে গভীররাতে বীরভূম জেলার মুরারই থানার চাতরা এবং নলহাটি থানার চণ্ডীপুর থেকে ২ জামাত–উল–মুজাহিদিন জঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। ধৃতরা হল– আজমল হোসেন(২৮) এবং সোহেব আলি খান(২৮)। ধৃতদের বাড়ি থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় বই, ল্যাপটপ, মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২জনই দেশের নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত–উল–মুজাহিদিনের সদস্য। ধৃতদের বিরুদ্ধে মুসলিম তরুণদের মগজধোলাই করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে ধৃতদের ১৪দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ । ৭ মে নলহাটি থানার মদনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে একটি পরিত্যাক্ত বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার করেছিল ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ।

ভারতের টার্গেট শুধুই জঙ্গি

কুনাল মালিক

জল্পনার অবসান হল। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হানার ১৭ দিনের মাথায় ভারত প্রত্যাঘাত করল। যে প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিকে দুরমুস করে দেওয়া হয়েছে এয়ার স্ট্রাইকের মাধ্যমে। ৭ মে রাত ১টা বেজে ৪ মিনিট থেকে ১ টা ৩০ মিনিটের মধ্যে মাত্র ২৫ মিনিটের ব্যবধানে ভারতীয় স্থলবাহিনী ও নৌ বাহিনী অকস্মাৎ পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের মধ্যে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলোকে 'পিন পয়েন্ট টার্গেট' করে একদম সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সূত্রের খবর যা জানা যাচ্ছে, এই এয়ার স্ট্রাইকে কম করে ১০০–এরও বেশি জঙ্গি নিকেশ হয়ে গিয়েছে। সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং সেনাবাহিনীকে আক্রমণ না করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে ভারতের লড়াই তা গোটা বিশ্বের কাছে জানান দিতে শুধুমাত্র বেছে বেছে জঙ্গি ঘাঁটিগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের এই অপারেশনের নাম ছিল 'সিঁদুর'। এই অপারেশনের নামকরণ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই নামকরণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞমহল। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ধর্ম জেনে বেছে বেছে ২৬ জন নিরীহ হিন্দু পর্যটককে খুন করেছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। অনেক মা বোনের মাথার সিঁদুর মুছে গিয়েছিল। সেই মুছে যাওয়া সিঁদুরের বদলা নিতেই অপারেশন সিঁদুর। তবে ভারতের এই রণকৌশলে সারা বিশ্ব হতবাক হয়ে গিয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি রাশিয়া–ইউক্রেন কিংবা ইজরায়েল–প্যালেস্টাইনে যে সমস্ত যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে নিরীহ মানুষরাও মারা যাচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

অমানবিক পাকিস্তানকে ছারখার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কথায় বলে 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। পাকিস্তানেরও এখন সেই অবস্থা। পহেলগাঁওয়ে বেছে বেছে ধর্ম দেখে ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে হত্যা করার পর ১৭ দিনের মাথায় ভারত অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে তাদের যে মূল লক্ষ্য সন্ত্রাসবাদ তাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি ঘাঁটিতে এয়ার স্ট্রাইক করে। গোটা বিশ্ব তা দেখে চমকে উঠেছে। এরপরেও পাকিস্তানের শিক্ষা হয়নি। পরেরদিনই ভারতের ১৫টা শহরের নিরীহ নাগরিক এবং ভারতীয় সেনা ছাউনিকে টার্গেট করে হামলা চালায় মিসাইল–ড্রোনের মাধ্যমে। কিন্তু ভারতের সামরিক শক্তি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এতটাই শক্তিশালী সেটা পাকিস্তান তথা গোটা বিশ্ব ভাবতে পারেনি। পাকিস্তান থেকে উড়ে আসা ১৫টি শহরকে টার্গেট করা মিসাইল এবং ড্রোনকে ভারতের এস–৪০০ 'সুদর্শন চক্র' ছারখার করে দিয়েছে। এই সুদর্শন চক্র যে মিসাইল রাশিয়া থেকে কিনেছিল ২০২১ সালে ভারত। এমনই শক্তিশালী সুদর্শন চক্র ভারতের আকাশে কোন দেশ থেকে কোন মিসাইল যদি ছুটে আসে ৬০০ কিলোমিটার আগে থেকেই

এরপর পাঁচের পাতায়

খনালগ্নে অপারেশন সিঁদুরে হতবাক আলেকজান্ডার

সুবীর পাল

খনার বচন বলে কথা, মঙ্গলে ঊষা বুধে পা!

মোদীর নেকড়ে সেনা পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি ছিন্নভিন্ন করে দিল চকিত প্রত্যাঘাতে।

সেই ব্রহ্মমুহূর্ত। মঙ্গল গড়িয়ে ঊষার নিশি হাতছানি ইশারায় বুধের নক্ষত্র পাততাড়ি গোটানো সাক্ষীতে।

২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গির বুলেট দংশনে মারা গিয়েছিলেন ১ জন স্থানীয় মুসলিম যুবক সহ ২৬ জন হিন্দু পর্যটক। লাজে রাঙা সিঁথির সিঁদুর সেদিন উজাড় হয়ে গিয়েছিল শীলা রামচন্দ্রন, কাজলবেন পারমার, শীতল কালাথিয়া, ঐশণ্য দ্বিবেদী, প্রগতি জগদালে, জেনিফার নাথানিয়েল, জয়া মিশ্র, হিমাংশী নারওয়াল ও সোহিনী অধিকারীর পাক উগ্রপন্থার পৈশাচিক আস্ফালনে। ওনারা পহেলগাঁওয়ের সৌন্দর্য উদারতা আত্মস্থ করতে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ফিরতে বাধ্য হলেন বৈধব্যের বিবর্ণ চিহ্ন সঙ্গে নিয়ে। সমগ্র দেশের ১৪০ কোটির মহামানবের সাগরতীরে বৈধব্য বেদনাতুর স্বভিমানের মহাসুনামিতে মন্থিত হয়েছে তাই একটাই সমুচ্চারিত গর্জন, চাই চূড়ান্ত প্রত্যাঘাত।

দেশবাসীর নার্ভের স্পদন অনুভব করতে দেরি করেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। তিনি বারেবারে আশ্বস্ত করেছেন, এই হামলায় জড়িত প্রতিটি জঙ্গিকে ও তাদের মদতদাতাকে কল্পনাতীত শাস্তি দেওয়া হবেই হবে। হ্যাঁ ভারতের এই রাষ্ট্রনায়ক কথা রেখেছেন। খনার বচনের টাইম ফ্রেমে। একেবারে নিখুঁত নিশানায়। কোন সামাজিক, সামরিক ক্ষয়ক্ষতি না হেনে। পড়শী দেশের বিভিন্ন স্থানের ৯টি জঙ্গি ছাউনি তছনচের কার্যসিদ্ধিতে। পাকিস্তানের চেনাব নদীর উপকণ্ঠে শিয়ালকোটে শুধু পাল্টা প্রত্যাঘাতের নাম এই অপারেশন সিঁদুর নয়, এই নামের মর্মস্পর্শী জাতীয়তাবাদ বৈসরণের রক্তাক্ত মাটি ছুঁয়ে আছড়ে পড়ছে দিল্লির সাউথ ব্লকের পিএমও দপ্তরের ফাইলেও। তাইতো ভারতের দাবাং জেমস বন্ড জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সহচর্যে অপারেশন সিঁদুরের নামকরণ থেকে প্রতিশ্রুতি পালনের প্রতিটি ব্লু প্রিন্ট এযাবৎ চূড়ান্ত গোপনীয়তায় সম্পন্ন করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

অপারেশন সিঁদুর প্রকৃতই যে সদ্যবিবাহিতা নন্দিনীর চোখের জলের প্রতীক, মাটিতে লুটিয়ে পড়া মৃত স্বামীর পাশে বসে থাকা ললনার মর্মরমূর্তির প্রতীক, তা বুধের সকালেও দুনিয়াবাসীকে ফের চোখে আঙুল দিয়ে সরকারি স্তরে দেখিয়ে দিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। আমাদের দেশ পাকিস্তানের জঙ্গি আস্তানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, এই প্রেস ব্রিফ যখন দিচ্ছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি ঠিক তখন মিডিয়ার পুরো ফোকাস চুষে নিয়েছেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। সাংবাদিক সম্মেলনে পৃথক ধর্মাবলম্বী দুই নারীকে অবতীর্ণ করে সরকার এই মেসেজটাই পৃথিবীর কাছে আবার জানান দিল, অপারেশন সিঁদুর আসলে ভারতীয় নারী মর্যাদা রক্ষার এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী তীব্রতর ব্রহ্মাস্ত্র সিঁদুরের বদলা সিঁদুর। একাত্মতার এক বৃন্তে দুটি কুসুম মন্ত্রগুপ্তিতে।

প্রত্যাশিতভাবেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'পাকিস্তানে হামলা চালিয়েছে ভারত। পাকিস্তান পাল্টা জবাব দিতে আরম্ভ করেছে।'

পাকিস্তানের অভিনেত্রী হানিয়া আমির বলেছেন, 'অপারেশন সিঁদুর পাকিস্তানের উপর অমানবিক আক্রমণ করেছে। এই কাপুরুষোচিত আক্রমণ থেকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। পাকিস্তানী হিসেবে এটাতো তারা বলবেনই। এখানে অবাক হবার কিছু নেই।'

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থনীতি

অপারেশন সিঁদুর এবং বাজারে সিঁদুরে মেঘ?

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহ থেকে প্রত্যেকটা ভারতীয় অপেক্ষা করছিলেন প্রত্যাঘাতের। আজ এই লেখা যখন শুরু করছি তখন অপারেশন সিঁদুর নামাঙ্কিত প্রত্যাঘাত সম্পূর্ণ। বাজার শুরুতে নার্ভাস থাকলেও এই মুহূর্তে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটী ২৪,৪০০ এর কাছাকাছি।

গত সপ্তাহে আমরা যে রেঞ্জ দিয়েছিলাম সেটা ছিল ২৪,৮০০ থেকে ২৩,৫০০ এবং এখনো পর্যন্ত বাজার সেই রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে। খুব বড় অঘটন না ঘটলে আগামী সপ্তাহে নীচের দিকে যে লেবেল সেটা অপরিবর্তিত থাকবে এবং উপরের দিকে ২৫,০০০ পর্যন্ত বাজার যেতে পারে। যথারীতি পাকিস্তান প্রচার করে চলেছে জঙ্গি ঘাঁটি নয় সাধারণ মানুষের উপর আঘাত হানা হয়েছে। তবে মুভিজ এর যে ভিউ সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের আর্থিকভাবে সেই সক্ষমতা নেই যে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। সত্যি কথা বলতে গেলে ভারত যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে প্রকারান্তরে এটাও মেনে নেওয়া যায় চিন পাকিস্তানকে যে মদত দিচ্ছে সেটা গতকাল মাঝরাতে ফেল করেছে। একইভাবে ভারত সুপরিকল্পিতভাবে সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে যেন যেকোনও সম্ভাব্য মোকাবেলা থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখা যায়। এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা কিংবা জঙ্গি নিকেশের প্রচেষ্টা আগামী সপ্তাহেও নিশ্চিতভাবে শেয়ার বাজারকে প্রভাবিত করবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি খুচরো বিনিয়োগকারীরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেরা বাজার থেকে দূরে থাকলেও বড় বড় ফান্ড কিন্তু কিনেই চলেছে সেটা নিশ্চিতভাবে বাজারকে স্থিতিশীল রাখার জন্য খুব জরুরি পদক্ষেপ।

ব্যাঙ্কে ৫০০ অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বরোদা: ব্যাঙ্ক অফ বরোদা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (পিওন) পদে ৫০০ জন লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকা দরকার। বয়স হতে হবে ১-৫-২০২৫"এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ৬ মাস প্রবেশনে থাকতে হবে। মূল মাইনে : ১৯,৫০০-৩৭,৮১৫ টাকা। শূন্যপদ: পশ্চিমবঙ্গ ৩ ১৪টি (জেনাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ৩)। অসম ৪টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি.১)। ঝাড়খন্ড ১০টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। বিহার ২৩টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৬, ই.ডব্লু.এস. ২)। ওড়িশা ১৭টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. -২, ই.ডব্লু.এস. ১)। আন্ধ্রা প্রদেশ ২২টি, চন্ডীগড় ১টি, ছত্তিশগড় ১২টি, দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি ১টি, দমন অ্যান্ড দিউ ১টি, দিল্লি ১০টি, গোয়া ৩টি, গুজরাত ৮০টি, হরিয়ানা ১১টি, হিমাচল প্রদেশ ৩টি, জম্মু ও কাশ্মীর ১টি, কর্ণাটক ৩১টি, কেরল ১৯টি, মধ্য প্রদেশ ১৬টি, মহারাষ্ট্র ২৯টি, মণিপুর ১টি, নাগাল্যান্ড ১টি, পঞ্জাব ১৪টি, রাজস্থান ৪৬টি, তামিলনাড়ু ২৪টি, তেলেঙ্গানা ১৩টি, উত্তর প্রদেশ ৮৩টি, উত্তরাখন্ড ১০টি। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতে একমাত্র কলকাতায়। ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : সাইকোমেট্রিক টেস্ট (রিজনিং)- ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ- ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, এলিমেন্টারি অ্যারিথমেটিক-২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৮০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে গ্রুপ ডিসকাশন ও সাইকোমেট্রিক টেস্ট হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: BOB/HRM/REC/Advt/2025/05. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৩ মে"র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.bankofbaroda.co.in <http://www.bankofbaroda.co.in> অনলাইনে দরখাস্ত করার সময়ে বৈধ ই-মেল আইডি, থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর পরীক্ষা ফী বাবদ ৬০০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ক্যাশ কার্ড বা, মোবাইল ওয়ালেটে জমা দেবেন। এরপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট আউট বের করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। কোনো প্রমাণপত্র ডাকে পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যয়িত জেরক্স নিয়ে যাবেন।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে ৫০০ অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ক্রেডিট) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (আই.টি.) পদে ৫০০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ক্রেডিট): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। ফিনান্স স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে এম.বি.এ., এম.এম.এস., পি.জি.ডি.বি.এম. বা পি.জি.ডি.এম. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও.বি.সি., প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। পি.এস.বি. বা, বি.এফ.এস.আই. সংস্থায় কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে ২২ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৮,৪৮০-৮৫,৯২০ টাকা। শূন্যপদ: ২৫০টি (জেনাঃ ১০৩, তঃজাঃ ৩৭, তঃউঃজাঃ ১৮, ও.বি.সি. ৬৭, ই.ডব্লু.এস. ২৫)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ৩, অস্থি প্রতিবন্ধী ৩, অন্যান্য ২। পোস্ট কোড: 1) অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (আই.টি.): কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, আই.টি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ডাটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং অ্যান্ড এ.আই. কিংবা সাইবার সিকিউরিটির ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি.টেক.) কোর্স পাশরা যোগ্য। এম.এসসি. (আই.টি.), এম.সি.এ., বা, এম.এস. কোর্স পাশরাও যোগ্য। আই.টি. সংক্রান্ত কাজে অন্তত ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২২ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৮,৪৮০-৮৫,৯২০ টাকা। শূন্যপদ : ২৫০টি (জেনাঃ ১০৩, তঃজাঃ ৩৭, তঃউঃজাঃ ১৮, ও.বি.সি. ৬৭, ই.ডব্লু.এস. ২৫)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ৩, অস্থি প্রতিবন্ধী ৩, অন্যান্য ২। পোস্ট কোড: 2) দুই ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১-৪-২০২৫"এর হিসাবে। তপশিলী, ও.বি. সি.রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে দু"টি পার্টে। প্রথম পার্টে ৭৫টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-২৫ নম্বর, রিজনিং-২৫ নম্বর, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-২৫ নম্বর। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। সময় থাকবে ৭৫ মিনিট। দ্বিতীয় পার্টে ১৫০ নম্বরের ৭৫টি প্রশ্ন হবে প্রফেশনাল নলেজ সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর।

নেগেটিভ মার্কিং আছে। সফল হলে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ। পরীক্ষা হবে কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২০ মে"র মধ্যে। এই ওয়ে বসাই টে www.unionbankofindia.co.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ ১,১৮০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১৭৭) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইটে।

ইন্ডিয়ান অয়েলে ১,৭৭০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই: ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের রিফাইনারি ডিভিশন পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের অফিসে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস, টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর) হিসাবে ১,৭৭০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য: টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন কেমিক্যাল: কেমিক্যাল, পেট্রোকেমিক্যাল, কেমিক্যাল টেকনোলজি, রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। কোন রিফাইনারিতে ক"টি শূন্যপদ: গুয়াহাটি ২৭টি (জেনাঃ ১৩, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৭)।

বারাউনি ৯টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ২. ও.বি.সি. ২)। গুজরাট ৫৮টি (জেনাঃ ২৩, ই.ডব্লু.এস. ৬, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৯, ও.বি.সি. ১৬)। হলদিয়া ৭০টি (জেনাঃ ২৮, ই. ডব্লু এস. ৭, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৪. ও.বি.সি. ১৫)। মথুরা ৩০টি (জেনাঃ ১৪, ই.ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ৮)। পানিপথ ৯৮টি (জেনাঃ ৪৩, ই.ডব্লু.এস. ১০, তঃজাঃ ১৮, ও.বি.সি. ২৭)। ডিগবয় ৯টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। বঙ্গাইগাঁও ১৫টি (জেনাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৪)। পারাদ্বীপ ৪০টি (জেনাঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৪, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৯, ও.বি.সি. ৫)। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন-মেকানিক্যাল: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। কোন রিফাইনারিতে ক"টি শূন্যপদ: গুয়াহাটি ১৫টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৪)। বারাউনি ৯টি (জেনাঃ ৪, ই. ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ২)। গুজরাট ৩৯টি (জেনাঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৪, তঃজাঃ, ৩, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ১০)। হলদিয়া ২০টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪)। মথুরা ২০টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ৬)। পানিপথ ২৫টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ৩, তঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ৭)। ডিগবয় ১০টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৩)। বঙ্গাইগাঁও ২০টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫)। পারাদ্বীপ ১১টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন ইলেক্ট্রিক্যাল: ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। কোন রিফাইনারিতে ক"টি শূন্যপদ : গুয়াহাটি ১৫টি (জেনাঃ ৬, ই. ব্লু. এস. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৪)। বারাউনি ৮টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। গুজরাট ৪৯টি (জেনাঃ ২০, ইক্রু. এস. ৫, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ১৩)। হলদিয়া ১৬টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)। মথুরা ২০টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ৬)। পানিপথ ৮৩টি (জেনাঃ ৩৭, ই.ডব্লু এস. ৮, তঃজাঃ ১৬, ও.বি.সি. ২২)। ডিগবয় ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। বঙ্গাইগাঁও ১৫টি (জেনাঃ ৭. ই. ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৪)। পারাদ্বীপ ৩২টি (জেনাঃ ১২, ই.ডব্লু.এস. ৩, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪)।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন ইন্সট্রুমেন্টেশন: ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। কোন রিফাইনারিতে কটি শূন্যপদ: গুয়াহাটি ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। বারাউনি ৮টি (জেনাঃ ৪, ই.ডক্রু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। গুজরাট ২৫টি (জেনাঃ ১১, ইক্রু. এস. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ৭)। হলদিয়া ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। মথুরা ২০টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ৬)। পানিপথ ২১টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ৬)। ডিগবয় ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। বঙ্গাইগাঁও ১০টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)। পারাদ্বীপ ১০টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফিটার)- মেকানিক্যাল মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্সে মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে হলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। কোন রিফাইনারিতে ক"টি শূন্যপদ: গুয়াহাটি ৫টি (জেনাঃ ২. তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। বারাউনি ৯টি (জেনাঃ ৪, ইডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)। গুজরাট ৪২টি (জেনাঃ ১৭, ই.ডব্লু.এস. ৪, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ১২)। হলদিয়া ২০টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু. এস. ২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪)। মথুরা ২০টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ৫)। পানিপথ ৯৪টি (জেনাঃ ৪২, ই.ডব্লু. এস. ৯, তঃজাঃ ১৮, ও.বি.সি. ২৫)। ডিগবয় ১টি (জেনাঃ)। বঙ্গাইগাঁও ৬টি (জেনাঃ ২, ই. ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পারাদ্বীপ ১১টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১)।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর) (স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার্স): উচ্চ চমাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আর ডোমেস্টিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের স্কিল সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। কোন রিফাইনারিতে ক"টি শূন্যপদ : গুয়াহাটি ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। বারাউনি ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। গুজরাট ৭টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লুএস. ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। হলদিয়া ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। মথুরা ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পানিপথ ৫টি (জেনাঃ ২, ই.ডক্রু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ডিগবয় ১টি (জেনাঃ)। বঙ্গাইগাঁও ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পারাদ্বীপ ৩টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩১-৫-২০২৫"র হিসাবে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। দরখাস্ত দেখে বাছাই প্রার্থীদের তালিকা বেরোবে ৯ জুন। এরপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে ১৬ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.iocl.com দরখাস্ত করার আগে এইসব প্রমাণ পত্র স্ক্যান করবেন: (ক) জন্ম-সার্টিফিকেট, (খ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, (গ) কাস্ট সার্টিফিকেট, (ঘ) সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে সিগনেচার করে স্ক্যান করবেন, (ঙ) এখনকার তোলা ১ কপি পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এবার সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.iocl.com, www.iocrefrecruit.in <http://www.iocrefrecruit.in>

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

১০ মে – ১৬ মে, ২০২৫

মেষ রাশি : অযাচিত মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধ সম্বরণ করার চেষ্টা করুন নতুবা বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধু কর্তৃক উপকৃত হতে পারেন। বিবাহে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ হলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রতিকূলতা সৃষ্টি হলেও অগ্রগতির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। অর্থের অপব্যয়।

প্রতিকার : হনুমানজীকে নানা ফুল দিয়ে পুজো করুন।

বৃষ রাশি: শেয়ারে বা ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগীতা বৃদ্ধি। অন্যমনস্কতার দরুণ কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। উচ্চশিক্ষার ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। আর্থিক উপার্জন হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ঈশ্বরের আরাধনায় সাদা ফুল অর্পণ করুন।

মিথুন রাশি: পারিবারিক উপার্জনে বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। সন্তানের গবেষণায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য না হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সবুজ শাকসবজি ভক্ষণ করা প্রয়োজন।

কর্কট রাশি: বিনোদন জগৎ তথা অভিনয় নৃত্য-গীত প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত উপাজনের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। বন্ধ-কতৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। হৃদজনিত রোগের বৃদ্ধি। আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। বিবাহের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে যেতে পারে। অন্য মনস্কতার দরুণ অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দুগ্ধ সেবন করা প্রয়োজন।

সিংহ রাশি: সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। ভাই-বোনের জন্য আর্থিক ব্যয়। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। বহুজাতিক সংস্থার কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ আসতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে যোগাযোগের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন সূর্যদেবকে প্রণাম করুন।

কন্যা রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য হলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগের সাফল্য। প্রশাসনিক স্তরে কর্মরত ব্যক্তিদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের তুলনায় সাফল্যে বিলম্ব। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বুধের মন্ত্র পাঠ করা প্রয়োজন।

তুলা রাশি: ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। ভাগ্যোন্নোতির সম্ভাবনা। ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণের সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। পরিশ্রম সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে অসম্মানিত হতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। বিকল্প পথে কর্মের সন্ধান প্রয়োজন। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি

বৃশ্চিক রাশি : সাংসারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলার জন্যে উদ্বেগ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অসহযোগীতা দরুণ দক্ষতা সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। বিষয়আশয় নিয়ে সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হনুমান চল্লিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি। জমি-জমা ক্রয়-বিক্রয়ে নথিপত্র যাচাই করার প্রয়োজন। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় আশানুরুপ সাফল্য লাভ হতে পারে। সম্পতি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ বৃদ্ধি। আর্থিক ব্যায় বৃদ্ধি সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হলুদ মিষ্টান্ন দিয়ে পুজো করুন।

মকর রাশি: সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে ঝামেলা চরম পর্যায়ে যেতে পারে। সাংসারিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে বাধা। সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিদেবের আরাধনা করুন।

কুম্ভ রাশি: শারীরিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হতে পারেন। স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। পারিবারিক কারণে ব্যয় বৃদ্ধি। মাতৃকূল থেকে উপহার পেতে পারেন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। পারিবারিক ব্যবসায় সফল্যে বাধা।

প্রতিকার : নীল বস্ত্র পরিধান করুন।

মীন রাশি: অন্যমনস্কতার দরুন যে কোনও কাজে বিপত্তি ঘটতে পারে। ব্যবসায় অর্জিত অর্থ সন্তান দ্বারা অর্থের অধিক ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে মানসম্মানহানীর সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে। সমাজকল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্যে বিলম্ব। সন্তানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। ধর্মীয় কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন শাস্ত্র, জ্যোতিষ, বেদ, উপনিষদ গঠনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ হলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সাদা মিষ্টি দিয়ে পুজো করুন।

শব্দবার্তা ৩৪৩

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সমর্থ ২। সতেজ, প্রচণ্ডতা ৪। সখী– কাহারে বলে ৫। দর্সিত্ব স্বীকারের দলিল ৭। নিষ্পত্তি, মিটমাট ৯। গ্রীষ্ম, গরম ১২। ধর্মঘট ১৪। খচিত ১৫। শবাধার ১৬। বিয়ের বাদ্যি।

উপর–নীচ

১। চালের গুঁড়ো ২। দানাওয়ালা ৩। হুঁশ, খেয়াল ৪। অন্ন ৬। সহিত, যুক্ত ৮। পায়রা ১০। পরিবারের লোক ১১। সন্দেহ, সংশয় ১২। মন্দ ১৩। যুদ্ধ, সংগ্রাম।

সমাধান : ৩৪২

পাশাপাশি : ১।অধিরাজ ৩। লবনেশ ৫। তিরস্কার ৭। সমতল ৯। টাকা করা ১০। মানস্তাপ।

উপর–নীচ : ১। অবনতি ২। জলকর ৪। শরকেত ৬। রগচটা ৭। সবিরাম ৮। লকআপ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে সমাজ কল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

জেনে রাখা দরকার

বিখ্যাত প্রথম

মানব ইতিহাসে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাইল-ফলক সৃষ্টি করেছে। একদিকে প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করা– তা সে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ই হোক বা অন্তরীক্ষে উড়ান– অন্যদিকে নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণ রয়েছে বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে। এখানে তারই এক ঝলক।

গণতন্ত্র

সময়কাল: ৫৯৪-৪৬২ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ

প্রাচীন গ্রিকরা প্রথম গণতান্ত্রিক কাঠামোর সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এথেন্সের রাষ্ট্রনেতা সোলন (৫৯৪ খ্রিপূঃ), ক্লিসথেনেস (৫০৮ খ্রিপূঃ), এফিয়ালটেস (৪৬২ খ্রিপূঃ) প্রমুখদের বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ার কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন ঐতিহাসিকেরা।

বিশ্ববিদ্যালয়

বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা: ১০৮৮)

কয়েকশ এমনকী কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এই উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলি যেমন প্রাচ্যে তেমনি পাশ্চাত্যেও গড়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতা থেকে শুরু করে প্রাচীন ভারতীয় উপমহা-দেশ- কোনও স্থানই এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বের প্রাচীনতম চালু বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায় ইতালির ইউনিভার্সিটি অব বোলোগনা। লাতিন ভাষায় Nowrishing Mother of Studies এই বিশ্ববিদ্যালয়। আজও পূর্ণোদ্যমে চালু রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। শুরুতে এখানে শুধু গবেষণার কাজ ও ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হত। বর্তমানে শিক্ষার সব স্তরেই নানান পাঠ্যক্রম রয়েছে এখানে। বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৮৭,৭৬০/এর মধ্যে ৬,৪০০ জন ছাত্রছাত্রী বিদেশি।

দূষণ আইন

সময়: ১৩০৬

চতুর্দশ শতকেও লন্ডন শহর পরিবেশগত দিক থেকে সুরক্ষিত ছিল না। সেই সময় লন্ডনে বায়ুদূষণের পরিমাণ এতটাই বেড়ে যায় যে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ড লন্ডনে কয়লা পোড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তবে রাজার জারি করা এই ডিক্রি বিশেষ কাজে আসেনি। পরবর্তীকালে রাজা দ্বিতীয় এডোয়ার্ড কয়লা পোড়ানোর জন্য কঠোর শাস্তিও বলবৎ করেন। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি, কারণ ঘর গরম রাখার অন্য কোনো উপায় সেই সময় লন্ডনবাসীর হাতে ছিল না।

প্রথম প্রিন্টিং প্রেস

সময়: ১৪৪০

বিশ্বের প্রথম ছাপার যন্ত্র বা প্রিন্টিং প্রেসের উদ্ভাবন করেন জোহানেস গুটেনবার্গ। তাঁর এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে একসঙ্গে অনেক বই ছাপা সম্ভব হয়। গুটেনবার্গের আবিষ্কার ছাপার যন্ত্রে কাঠের ব্যবহার বন্ধ করে ধাতুর ব্যবহার শুরু করে। এর ফলে ছাপার খরচ অনেক কমে যায়, কমে যায় ছাপার সময়। এই কমার ফলে বিভিন্ন সংবাদ দ্রুত অন্যত্র পাঠানোরগ সুবিধার সৃষ্টি হয়। এর হাত ধরেই সূচনা হয় গণ-মাধ্যমের।

(আগামী সংখ্যা)

ছাত্র ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি ২ নং ব্লকের ভাগলদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ৬৫০ টাকা, কলা বিভাগ (ভুগোল সহ) ৮০০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য ১০০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে ৬ মে বিদ্যালয়ে ডেপুটেশন দেয় এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই। তাদের অভিযোগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তির জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ঘাটতি চলছে তাই বাইরে থেকে গেস্ট টিচারদের এনে পড়াতে হচ্ছে। অতিরিক্ত টাকা থেকে গেস্ট টিচারদের বেতন দিতে হচ্ছে তাই ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। অতিরিক্ত টাকা নিতে বারণ করায় গেস্ট টিচাররা যে সাবজেক্টগুলো পড়ান সেই সাবজেক্টগুলো বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক বলে অভিযোগ এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই সদস্যদের। যদিও পরে তা অস্বীকার করেছেন তিনি। ভাগলদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলতামাস কবির বলেন, 'এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই সদস্যরা এসেছিল তাদের কথা শুনেছি। বিষয়টা নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিদ্যালয়ে শিক্ষক ঘাটতির কথা জেলা শিক্ষা দপ্তরে জানিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক বলেন, আমি সবে একমাস আগে দায়িত্ব নিয়েছি। বুধবার দুপুর ১২:১৫ নাগাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ড: সুজিত সামন্তকে ফোন করা হলে ফোন ধরে ১ ঘন্টা পরে ফোন করতে বলেন। পরে ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি বিদ্যালয় পরিদর্শক ড: সুজিত সামন্তের। সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে অভিভাবকদের নিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই।

২নম্বর প্লাটফর্মের অবস্থান যেকোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে

কুনাল মালিক

রেল স্টেশনের হাল–হকিকৎ/৭ (টালিগঞ্জ)

শিয়ালদহ–বজবজ শাখার মধ্যে অবস্থিত টালিগঞ্জ স্টেশনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। কারণ এই স্টেশনের কাছেই অবস্থান করছে মেট্রো রেলওয়ে। রবীন্দ্র সরোবর রেলস্টেশন। দক্ষিণ শহরতলীর দুদিক থেকেই অর্থাৎ বজবজ এবং শিয়ালদহ থেকে রেল যোগে নিত্যযাত্রীরা এই টালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে মেট্রো রেলওয়ে ধরে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করে থাকেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই টালিগঞ্জ স্টেশনে নানান পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়ে গেছে। মূল এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে যে ২নম্বর প্লাটফর্মটা আছে তার অবস্থান যথেষ্ট সমস্যা বহুল। কারণ বজবজ থেকে যখন শিয়ালদহ অভিমুখে ট্রেন আসে সেই ট্রেন থামে ২নম্বর প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু সেই ২নম্বর প্ল্যাটফর্মটি ১ নম্বর প্লাটফর্মের সমান্তরাল নয়। ২নম্বর প্লাটফর্মটি অনেকটা এগিয়ে গিয়ে শুরু হয়েছে। যার ফলে নিত্যযাত্রীরা ওই ২নম্বর প্লাটফর্মে নেমে ১ নম্বর প্লাটফর্মে আসার মাথারদিকে যে ফুট ওভার ব্রিজ আছে সেটা ব্যবহার করে না। কারণ অধিকাংশ নিত্যযাত্রীরা মেট্রো রেল ধরার জন্য মেট্রো রেলের দিকে যায় রাস্তার রেলের ট্রাক ধরে। এর ফলে অন্যদিক থেকে যখন ডাউন ট্রেন আসে তখন লোক পারাপার হলে যেকোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। প্রায় চোখে পড়ে যখন ভিড় করে লোকজন রেলের ট্রাক ধরে রাস্তা পারাপার করে ১ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে তখন অপেক্ষারত যাত্রীরা চিৎকার করে বলতে থাকেন 'সরে যান সরে যান ট্রেন' আসছে। অনেক সময় আবার ডাউনের দিকে ট্রেন ছাড়ার সময় অতিক্রম হলেও যাত্রী পারাপার করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ঘনঘন হর্ন দেওয়ার পর তবে যাত্রীরা লাইন থেকে সরে যায়। নিত্যযাত্রীদের দাবি মাথার দিকে যেমন ১টি ফুটওভার ব্রিজ আছে এর মাঝামাঝি ২নং প্ল্যাটফর্মের প্রথম দিকে আরও ১টি ফুটওভার ব্রিজ করা হোক কিংবা ২নং প্ল্যাটফর্মটি ১ নং প্লাটফর্ম লাগোয়া সমান্তরাল ভাবে করা হোক। তার ফলে মানুষের যাতায়াত করতে সুবিধা হবে। এছাড়া ১ নং প্ল্যাটফর্মে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত্রতত্র অবৈধভাবে নানা দোকান স্টল গজিয়ে উঠেছে। সেখানে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিস রান্নাও হচ্ছে। যেকোনও সময় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এদিকে জিআরপিএফের কোনও লক্ষ্য নেই। একটা সুলভ শৌচাগার আছে ১ নং প্লাটফর্মে কিন্তু তা ঠিক সময়ে সংস্কার করা হয় না সেজন্য আবর্জনা এবং গন্ধময় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ১ নং প্লাটফর্ম চত্বরটিও রোজ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করা হয় না সেজন্য যত্রতত্র আবর্জনা ও জঞ্জালও আছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা অনেকদিন আগের রেল দপ্তর কর্তৃক যেটা করা হয়েছিল সেটাই আছে। এখানেও নিত্যযাত্রীরা দাবি করছেন যে পানীয় জলের গুণগতমান পরীক্ষা করা হোক।

ছবি : অরুণ লোধ

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

কৃষি শিক্ষার নামে সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ২৫টি ব্লকের ২৫ জন কৃষককে হাতেকলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অসময়ে এই ধরণের পরিকল্পনা কার্যকরী করার ফলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা ব্যাধি ও অসহ্য গরমের কবলে পড়ে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভোগ করেছে। সংবাদে প্রকাশ, শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কৃষিবিভাগের দুজন পদস্থ কর্মচারীকে নিয়ে ২৫ জনের একটি দল গত ৮ই এপ্রিল যাত্রা করে। কটক, অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী, তামিলনাড়ু, গুন্টুর, কইম্বাটোর, কেরালা প্রভৃতি প্রদেশ ফিরে আসে। জানা গেল, ১৮ দিনের এই ভ্রমণে পথিমধ্যে অনেকে সফর করে ২৫শে এপ্রিল দলটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং অসহ্য গরমে সবাই খুবই কষ্ট পেয়েছেন। আরও জানা গেল, এই সময়ে উল্লিখিত কয়েকটি রাজ্যে চাষ আবাদের কাজ ব্যাপকভাবে হয় না। সেজন্য শিক্ষার্থীদের কৃষিকাজ দেখার সুযোগ ঘটেনি। সংশ্লিষ্ট মহলে খবর নিয়ে জানা গেল, আর্থিক বছরের শেষ সময়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বাবদ অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ আসাতে সময়মত এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট দপ্তর আরও জানালেন, প্রতিবছরের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য সরকারের অনুমতি পেলে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সময়মত পরিচালনা করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল জন প্রতিনিধিরা বাজেট পাশ করলেন মার্চ মাসে। বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ হল কিন্তু আমলাতান্ত্রিক শাসনে লাল ফিতার জট ছাড়িয়ে কাজের নির্দেশ সময়মত কখনই আসে না। দপ্তরে দপ্তরে ফাইল চালাচালির ঠেলায় কোন কাজকে বাস্তবে সার্থকভাবে রূপদান করা সম্ভব হয় না। ফলে অর্থের অপব্যয় হয় এবং জনস্বার্থ হয় ব্যাহত। এই চিরন্তন অপশাসন ঘোচাতে জনপ্রতিনিধিগণ আর কত–কাল ভাঁওতা দিয়ে যাবেন।

৯ম বর্ষ, ১০ মে ১৯৭৫, শনিবার, ২৪ সংখ্যা

দুর্ঘটনা

হালখাতার মিষ্টি খেয়ে অসুস্থ ৩০

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গা বাজারে ২ মে রাতে বিপুল মণ্ডলের মাংস দোকানে হালখাতা হয়েছিল সেই মিষ্টি খাওয়ার পর শনিবার একে একে প্রায় ৩০ জনের মতন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদেরকে তড়িঘড়ি সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। সাগর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ওই মাংস বিক্রেতাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। অপরদিকে, হাসপাতলে চিকিৎসার পর অসুস্থ ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ৩ জনের অবস্থা আর আশঙ্কাজনক হওয়ায় রবিবার সকালে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, 'মিষ্টি থেকে বিষক্রিয়া হওয়ায় অনেকেই অসুস্থ হয়েছে। তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ার পর কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বাকিদেরকে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তৎকালীন পুলিশ প্রশাসন ওই মিষ্টির দোকানদারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পুলিশ গ্রহণ করবে।'

সাইকেল বাইক সংঘর্ষে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ৭ মে রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুমিরমারী এলাকায় সাইকেল–বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন ২ বাইক আরোহী খাদিবুর সেখ ও সাহাবুর সরদার। সাহাবুরের বাড়ি বাসন্তীর খেড়িয়া এলাকায়। অন্যদিকে, খাদিবুরের বাড়ি জীবনতলা থানার মঠেরদিঘী এলাকায়। ওইদিন রাতে বাইক চালিয়ে তারা বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় রাতের অন্ধকারে একটি সাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রা জখমদের রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন খাদিবুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।

বাস উল্টে মৃত ১, জখম ২০

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ মে সকালে সিউড়ি থানার নগরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতরা গ্রামের ডাঙালপাড়ায় বেহাল রাস্তার কারণে উল্টে গেল এক বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস। বাসটি গামারকুন্ডু থেকে সিউড়ির দিকে যাবার পথে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে ২০ জন জখম অবস্থায় সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তারমধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

বিজেপি নেতাদের বাড়ি ছাড়া করতে হবে : রেজাউল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া: ২০২৬–র বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির চ্যাংড়া নেতাদের বাড়ি ছাড়া করার হুঁশিয়ারী দিয়ে এবার বিতর্কে জড়ালেন ইন্দপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি রেজাউল খান। ইন্দপুর ব্লক কমিউনিটি হলে দলের অঞ্চলে 'আঁচল' কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহিলা কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে রেজাউল বলেন, 'গ্রামে যদি বিজেপি ভোট প্রচার করতে যায় উপযুক্ত জবাব আপনাদের দিতে হবে। আপনারা যদি সঙ্গে থাকেন যেভাবে পঞ্চায়েত, লোকসভা আর উপ–নির্বাচন করেছিলাম, বিজেপির কয়েকটা চ্যাংড়া নেতা আছে সেই নেতাগুলোকে বাড়ি ছাড়া করবো। তবে এই কাজ দলের কর্মীরা সঙ্গে থাকলেই সম্ভব।' তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক আপনারা। ওনার কেউ বদনাম করলে তাকে ঝাঁটা পেটা করবেন।' পরে এবিষয়ে রেজাউল খানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি রাজনৈতিকভাবে ঘর ছাড়া করার কথা বলেছি। পঞ্চায়েত, লোকসভা আর উপনির্বাচনের ফলাফল সে কথাই বলছে বলেও তিনি দাবি করেন।' এর প্রতিক্রিয়ায় বাঁকুড়া জেলা বিজেপির সম্পাদক দেবাশীষ লায়েক বলেন, 'আমাদের আন্দোলন দেখে ওরা ভীত, তাই এই সব কথা বলছে। তবে তৃণমূল বিরোধী আন্দোলনেই আমরা আছি।'

তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ মে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে কাঁকরতলা থানার ওসি মহম্মদ সাকিব পান সাহাপুর–কল্যাণপুর গ্রাম লাগোয়া এলাকার মধ্যে জার ভর্তি বোমা মজুদ রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একটি ঝোপের মধ্যে প্লাস্টিকের জার ভর্তি ২৫টি তাজা বোমা মজুদ ছিল। সেগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য খবর দেওয়া হয় বোম ডিসপোজাল বিভাগে। বিকেলেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোম ডিসপোজাল টিম এবং মজুদকৃত বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করে। বোমা নিষ্ক্রিয় করার সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন কাঁকরতলা থানার ওসি মহম্মদ সাকিব সহ দুবরাজপুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তর থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন এবং নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক সহ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। মাস কয়েক আগে জামালপুর গ্রামে বালির তোলাবাজি নিয়ে শুরু হয় বোমাবাজি। যার ফলে ১ জনের একটি পা উড়ে যায়। বোমাগুলোকে বা কারা ওই এলাকায় মজুদ করেছিল এবং কি উদ্দেশ্যে মজুদ করা হয়েছিল ইতিমধ্যে তার তদন্তে শুরু করেছে কাঁকড়তলা থানার পুলিশ।

আলিপুরে বিজেপির ধরনা ও ডেপুটেশন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: ৫ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সদর আলিপুরে দক্ষিণ ২৪পরগনা ও দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির উদ্যোগে এক ধরনা ও ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানের মদতে ২৬ জন ভারতীয়র প্রাণ অকালে চলে গিয়েছে। তারপর ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সর্বত্র নির্দেশ জারি করেছে, অবিলম্বে পাকিস্তানিদের খোঁজ করে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। সেই দাবিতেই সোমবার আলিপুরে বিজেপি ধরনা ও ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী এবং বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁর নেতৃত্বে এদিন ধরনা ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিজেপির ধরনা ও ডেপুটেশন উপলক্ষে এদিন আলিপুরে জেলাশাসকের দপ্তরের কাছে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক সময় কিছুটা উত্তেজনা দেখা দিলেও পরে তা প্রশমিত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩টি বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি এবং অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্রাইম ডেস্ক

গোসাবায় ছিন্ন ভিন্ন দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ মে সকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের আমতলি পঞ্চায়েত এলাকার রয়েছে চন্দ্রখালের পাশেই ফাঁকা মাঠে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে বছর ৬৪ বয়সের এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ। খবর পেয়ে দেহাংশগুলো একত্রিত করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাত মাস আগে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত আমতলি পঞ্চায়েত এলাকায় বছর ৬৪ বয়সের এক ভবঘুরের আবির্ভাব হয়। ভদ্র এবং শান্ত প্রকৃতির। এমনকী এলাকার সকলকে 'মামা' বলেই ডাকতো ওই ভবঘুরে। তাদের অভিযোগ, ওই ভবঘুরে সম্ভবত কোন বড় দুষ্কৃতি চক্রে জড়িত। এমন কোনও তথ্য হয়তো জানতো কিংবা দুষ্কৃতি দলের সাথে বেইমানি করেছে, যার ফলে এমন নৃশংসভাবে খুন করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর মৃতের নাম খগেন্দ্র মণ্ডল, বাড়ি শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের মিত্রপুরে। পরিবারের দাবি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। বাড়ি থেকে হুটহাট বেরিয়ে পড়তো। দীর্ঘদিন পর মন চাইলে ফিরতো।

বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ মে দুপুরে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে নলহাটি থানার পানিশালা এলাকার মদনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকগুলির মধ্যে রয়েছে ৩৬ বাক্স জিলটিন স্টিক। প্রতি বাক্সে ২০০ পিস করে জিলটিন রয়েছে যার পরিমাণ ৭২০০ পিস। ৬ প্যাকেট ডিটোনেটর উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতি প্যাকেটে ১৫০০টি করে ডিটোনেটর রয়েছে। মোট ৯০০০ পিস ডিটোনেটর এবং ৬৬ বস্তায় ৫০ কেজি করে ৩৩০০ কেজি অ্যামোনিয়া নাইট্রেট উদ্ধার করা হয়েছে। অবৈধভাবে বিষ্ফোরক মজুত রাখার অভিযোগ উঠেছে শাহে আলম ওরফে বিকি র বিরুদ্ধে।

জরাজীর্ণ ও কাঠের সেতু সংস্কারের দাবি

অরিজিৎ মণ্ডল, মগরাহাট : জরাজীর্ণ কাঠের সেতু তার কোথাও উঠে গেছে কাঠের পাঠাতন আবার কোথাও বা ভেঙে পড়েছে দুপাশের রেলিং। আর সেই সেতুর ওপর দিয়েই প্রাণ হাতে করে নিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত কয়েক হাজার মানুষের। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার মগরাহাট ও উত্তর রাধানগর গ্রামের সংযোগকারী এই কাঠের সেতু। দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে এই কাঠের সেতু। সেই কাঠের সেতুর কোথাও ভেঙে পড়েছে কাঠের পাঠাতন আবার কোথাও বা দুপাশের রেলিং ভেঙে গিয়েছে। এই কাঠের সেতুর ওপর দিয়েই মগরাহাট রাধানগর বেরেলিয়া সহ প্রায় ৪ থেকে ৫টি গ্রামের সাধারণ মানুষের যাতায়াত। পাশেই রয়েছে মগরাহাট কলেজ, প্রতিদিন এইভাবেই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ পড়ুয়া প্রত্যেককে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনকে বললেও কোন ফল লাভ হয়নি। এমনকী কোন রোগী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা অনেকটাই সমস্যা হয়। অগত্যা ৫ থেকে ৬ কিলোমিটার ঘুরে নিয়ে যেতে হয় রোগীদেরকে। এই সেতুর ওপর দিয়েই টোটো থেকে শুরু করে ভ্যান সমস্ত কিছুই যাতায়াত করে কিন্তু নিত্যদিনই কাঠের পাঠাতনের ভাঙ্গা অংশে চাকা আটকে গিয়ে ঘটে দুর্ঘটনা। স্থানীয়দের দাবি, এলাকার প্রতিনিধি থেকে বিধায়ক প্রশাসনকে জানিয়ে কোন ফল লাভ হয় না আপাততভাবে মেরামত করলেও স্থায়ী কোনও বন্দোবস্ত কোন দিনই করেনি শুধু ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি মিলেছে। আমাদের দাবি এই সেতু পাকাপোক্তভাবে করে দেওয়া হোক।

বিষয়টি নিয়ে মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহাও কাঠের সেতুর বেহাল দশা স্বীকার করে নেন। তিনিও জানান, 'বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও পর্যন্ত জানিয়েছি তারপরেও কোনও ফল লাভ হয়নি। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা সড়ব হয়েছে। তাদের দাবি আগামীদিনে এই বেহাল সেতু মেরামত করা না হলে পথ অবরোধ ও বিডিও অফিস ঘেরাওয়েরাও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

সমবায়ের ক্ষমতায় এল শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে চলছে সমবায় নির্বাচন। দীর্ঘ ৪৮ বছর এসইউসিআইয়ের ক্ষমতায় থাকা দক্ষিণ বারাশত সমবায় ব্যাংকের ক্ষমতা এবার এলো তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। ৪ মে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত সমবায় ব্যাংকের মোট ৩০টি আসনের ভোট পর্ব ৯ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩ টি আসন ও হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ টি আসন নিয়ে এই ভোট হয়। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৫ হাজার। ১৯৪৫ সালের প্রতিষ্ঠিত এই সমবায়ের গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৯ হাজার। গণনার ফলাফলে দেখা যায় ৩০ টি আসনের মধ্যে ২০ টি আসনে জয়লাভ করেছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও ৪টি আসনে জয়লাভ করেছে এসইউসিআই এবং বাকি ৬টি আসনের ফলাফল অমীমাংসিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, 'প্রথমে কংগ্রেস ও তারপরে দীর্ঘদিন ধরে এসইউসিআইয়ের হাতে থাকার পরে এলাকার উন্নয়নে সমবায় উন্নয়নের দিকে পিছিয়ে পড়ে। আমরা এতদিন এখানে ঢুকতে পারিনি। এবারে আমরা মানুষের রায়ে ক্ষমতায় এসেছি। সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ হবে।'

তবে তৃণমূল ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ছাপ্পা ও জয়ী এসইউসির প্রার্থীদের সার্টিফিকেট ছিনিয়ে নিয়ে বেআইনিভাবে জিতেছে বলে ৫ মে অভিযোগ করেন এসইউসিআইয়ের জেলা কমিটির সদস্য সুবীর দাস।

উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের পর শিক্ষিকা হতে চায় শেখ তাকান্নিয়া

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সুন্দরবনের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জয়নগর থানার ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি গ্রাম। তিলপি কামালিয়া হাই মাদ্রাসা হাইস্কুলে থেকে ২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল শেখ তাকান্নিয়া। স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে তাকান্নিয়া শেখ। দারিদ্র্যতার আধারে জন্ম নিয়েও মেধার আলোয় পথ দেখাচ্ছে তিলপি'র দরিদ্র পরিবারের এই মেয়ে। চলতি বছর কামালিয়া হাইমাদ্রাসা থেকে ৮৫ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। তাকান্নিয়া সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬১ নম্বর। ৯২.২%, নম্বর পেয়ে সকলকে চমকে দিয়েছে। এছাড়া তাকান্নিয়া সহ তার কয়েকজন সহপাঠী ব্যাপক ফলাফল করেছে। জারিনশেখ ৪৫৬ (৯১%), ফিরদাউস ৪৫১ (৯০%), আশিক ইকবল মোল্লা ৪৪৮ (৮৯.৬%), সহিদ মণ্ডল ৪৩০ (৮৬%)।

এমন সাফল্যের পরেও তাকান্নিয়া সামনে দাঁড়িয়ে কঠিন এক বাস্তব অভাবের চিত্র। বাবা শেখ মহম্মদ আবু জামাল পেশায় একজন কৃষক, মা গৃহবধূ। তাকান্নিয়া পড়াশোনার পাশাপাশি মায়ের কাজে সাহায্য করে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী তাকান্নিয়া বাবার উপর নির্ভর করে। কোনওমতে সংসার চলে। তাকান্নিয়া'রা ২ ভাই ও ২ বোন। সামান্য উপার্জনে কোনও ক্রমে চলে সংসারে। তাকান্নিয়া উচ্চশিক্ষার খরচ চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে পরিবারের। অথচ তাকান্নিয়া স্বপ্ন সে শিক্ষক হতে চায়। তাকান্নিয়া জানিয়েছে,ভালো কলেজে পড়তে চাই। বাবার আর্থিক সমস্যায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা।' অন্যদিকে, মেয়ের এমন অভাবনীয় সাফল্যে কপালে চিন্তার ভাঁজ আবু জামালের। তার কথায়, মেয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায়। সেই সামর্থ্য নেই। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান সময়ের পো দাঁড়ায় তাহলে হয়তো ওর স্বপ্ন সফল হবে। তা না হলে অচিরে হারিয়ে যাবে স্বপ্নগুলো!' তিলপি কামালিয়া হাই মাদ্রাসা'র প্রধান শিক্ষক কুতুবউদ্দিন বলেন, 'তাকান্নিয়া বরাবরই পড়াশোনায় মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্রী। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে স্বপ্ন দেখতে জানে। অদম্য ইচ্ছা শক্তিই পারে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিতে। উচ্চমাধ্যমিকে ৪৬১ নম্বর পেয়ে সেটাই প্রমাণ করেছে কৃষক পরিবারের মেয়ে। আগামী দিনে আরো বেশি সাফল্য পাবে সেটা এক প্রকার নিশ্চিত।'

ভারতের প্রত্যাঘাতে বিশ্বাসী উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম রূপায়ণ

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : ৭ মে দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে রূপায়ণ পালের মনের মণিকোঠায়। পহেলগাঁও ঘটনায় প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানকে এদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমুচিত জবাবে দেশব্যাপী খুশিতে শামিল হওয়া। অন্যদিকে, এদিনই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রকাশিত মেধাতালিকায় এরাজ্যে প্রথম স্থান লাভের আনন্দ। দু'য়ে মিলে উচ্ছ্বসিত বর্ধমান সিএমএস হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্র রূপায়ণ পাল। এবারে সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯৭(৯৯.৪%) নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সে ৬৮৮(৯৮.২৮%) নম্বর পেয়ে রাজ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করেছিল। পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে এবারে উচ্চ মাধ্যমিকের রাজ্য মেধা তালিকায় রূপায়ণ পাল সহ মোট ৭ জন স্থান পেয়েছে। কাটোয়া কাশীরাম দাস ইনস্টিটিউশনের ঋদ্ধিত পাল (পঞ্চম), ভাতাড় মাধব পাবলিক হাইস্কুলের কুন্তল চৌধুরি (পঞ্চম), কাটোয়া ডিডিসি গার্লস হাইস্কুলের দেবদত্তা মাঝি(ষষ্ঠ), মেমারী ভি এম ইনস্টিটিউশনের জয়দীপ পাল(ষষ্ঠ), বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের শুভম পাল(সপ্তম) এবং অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়(দশম) জেলার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বর্ধমান শহরের সুভাষপল্লীর বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ পাল এবং জয়শ্রী পাল দু'জনই শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত। তাদের কৃতী সন্তান রূপায়ণের কাছে রাজ্যে শীর্ষ স্থান দখলের ভাবনা কিন্তু অপ্রত্যাশিতই ছিল এবং সেকথা সে অকপটে স্বীকারও করেছে। এমন অপ্রত্যাশিত খবরে স্বাভাবিকভাবেই সে আপ্লুত। তার এই শুভদিনে দেশের সেনাবাহিনী যে কায়দায় পাকিস্তানকে মুখের মতো জবাব দিয়েছে সেই খবরেও রূপায়ণ বেশ উচ্ছ্বসিত। এদিন বর্ধমানে সে বেশ কিছুক্ষণ সংবাদমাধ্যমের সামনাসামনি হয়ে তার ছাত্রজীবনে এযাবৎকালের সাফল্য সহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। সে নিজেকে একজন সুচিকিৎসক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তবে, অনেকের মতো তার মধ্যেও যে দেশপ্রীতি রয়েছে সেটাও এদিন রূপায়ণের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। দেশের সুরক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকা তাকে উদ্বুদ্ধ করে। ৭ মে গভীর রাতে পাকিস্তানের সর্বাধিক ১০০ কিমি ভিতরে ঢুকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাতের খবরাখবরে সেও একজন সচেতন নাগরিকের মতো সকাল থেকেই চোখ রেখেছিল। দেশনায়কদের সাফল্যের খবরে সে এতটাই বুঁদ হয়েছিল যে এক বন্ধুর কাছ থেকেই প্রথম টেলিফোনে উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে শীর্ষস্থান দখলের কথা জানতে পারে। তারপর থেকেই অভিনন্দনের বন্যা বয়ে চলেছে। রূপায়ণ এদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানকে তীব্র আক্রমণ করে বলে 'ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের ওপর যে প্রত্যাঘাতটা নিয়েছে এটা তো প্রত্যেকটা ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান পরবর্তীকালে ভারতের ওপর এরকম জঘন্য হামলা করতে ভয় পাবে।' সর্বসমক্ষে এধরনের বক্তব্য সচরাচর শোনা যায় কোনও নেতা–মন্ত্রী–জনপ্রতিনিধিদের গলায়। সেখানে নিজের আকাশছোঁয়া সাফল্যলাভের আনন্দঘন মুহূর্তেও রূপায়ণের দেশপ্রীতি আমজনতাকে মুগ্ধ করেছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ১০ মে – ১৬ মে, ২০২৫

যুদ্ধ যখন শান্তির জন্য

সুস্থ মানুষ যুদ্ধ চায় না। সুখ শান্তির আবহে যুদ্ধ বিরোধী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দেশের নাগরিকদের মান সম্মান জীবন বিপন্ন হয় তখন বৃহত্তর স্বার্থে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। জহরলাল, জিন্না ও মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার ফসল ছিল দেশ ভাগ এবং দুই ভূখণ্ডের সৃষ্টি। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ড. সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সম্পূর্ণ বাংলাকে পাকিস্তানি হাতে চলে যাবার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের পাশেই তৈরি হয়েছিল আজকের পশ্চিমবঙ্গ। সেই পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা পশ্চিম পাকিস্তানের নির্মম বর্বর অত্যাচার থেকে বাঁচতে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় স্বাধীন বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে। ১৯৪৭সালের দেশভাগের অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে খণ্ডিত ভারতবর্ষকে। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিকতাকে প্রাধান্য দিলেও প্রতিবেশী পাকিস্তান কোনদিনই শান্তিতে থাকতে দেয়নি ভারতবর্ষের মানুষকে। পেশাদার জঙ্গিদের বিশ্বাসী পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সারা বিশ্বে তারা খ্যাত। অস্ত্র ব্যবসায়ী বৃহত্তরশক্তিগুলির কাছে ক্রেতা হিসাবে পাকিস্তান বরাবরই খাতির পেয়ে এসেছে। ভারত একাধিকবার পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ জড়িয়েছে এবং তাদের পরাজিত করেছে। তৎকালীন রাষ্ট্র সংঘের বদান্যতায় ও সিমলা চুক্তির মান্যতায় কাশ্মীরের অনেকটা ভূখণ্ড হাতছাড়া হয়েছে ভারতের। ধর্মীয় মুখোশের আড়ালে ভারতের মাটিতে জঙ্গি তৎপরতায় মদতদান করে গিয়েছে প্রত্যেকটি পাকিস্তানি সরকার। মুম্বাই আক্রমণ, পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণ এবং কাশ্মীরে কাপুরুষচিত জঙ্গি আক্রমণে ভারতের মাটি বারংবার রক্তাক্ত হয়েছে। পর্যটক খুনে হিন্দু ধর্মের মানুষকে হত্যা করা হয়েছে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করবার লক্ষ্য নিয়ে। জঙ্গিরা শুধু নারীদের মাথার সিঁদুর মুছে দেয়নি, ভারতের আত্মাকে অপমান করেছে। প্রধানমন্ত্রী এই মর্মেই দেশবাসীর কাছে বক্তব্য রেখেছিলেন। অপারেশন সিঁদুর– দেশবাসীর হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। দেশভাগের সময় থেকেই এদেশের মধ্যে দেশদ্রোহীর সংখ্যা কম ছিল না। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার অনুসঙ্গে বলা যায় আজও যারা গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বয়ে বেড়ায় তাদের এই সময় চুপ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে এক শ্রেণীর বামপন্থী দাবিদার এ দেশের মুষ্টিমেয় কিছু নাগরিক দেশবিরোধী নানা স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠেন মাঝে মাঝে। কাশ্মীরে নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরলে তারা মৌন থাকেন অথচ ভারতীয় সেনা পদক্ষেপ নিলে 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' বলে পথে নামেন কিংবা সমাজ মাধ্যমে ঝড় তোলার চেষ্টা করেন। দেশদ্রোহীদের মুখোশ খুলে যাচ্ছে দ্রুত। বৃহত্তর শান্তির জন্যই প্রয়োজন হয় যুদ্ধের।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

তুমি কর্তা নও। সুতরাং কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ কর। একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, অন্য কেউ ক্রিয়াকারী নেই। তাহলে অহঙ্কার বুদ্ধি নিরর্থক। কিন্তু জীবের পক্ষে একেবারে অহঙ্কারবিহীন হওয়া দুস্কর। কিঞ্চিৎ কর্তাভিমান না থাকলে পৌরুষ প্রয়োগ ক'রে বিচার, অভ্যাস, বিবেকসাধন ইত্যাদি সম্ভব হয় না। তাই তুমি আসক্তিবিহীন ও নিরভিমান কর্তা হয়ে অবশ্য কর্তব্য সম্পাদন কর। তাহলে সেই নিরাসক্ত ও কিঞ্চিৎ অভিমান বৈশিষ্ট্য অজ্ঞজনোচিত না হয়ে বরং তোমাকে ব্রহ্মে অনুরক্ত ক'রে তুলবে। সবই যখন ইন্দ্রজালের মত মায়াময় এবং অবস্তু, তখন সেসবের আসক্তি পরিত্যাগ করাই মঙ্গল। জগৎ–বাসনা মৃদু হলেও তীক্ষ্ণ। তরঙ্গ সাগরে বিলীন হয়েও আবার উদিত হয়। মোহদায়িনী মনোবাসনা উচ্ছিন্ন হয়েও পুনর্বার উদিত হতে পারে। সুতরাং সাধুকে সাবধান হতে হয়। পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভে বাসনা উদ্ভূত হয়, এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে বাসনা নির্মূল হয়। বাসনা আপাতঃ সুন্দর হলেও পরিণামে দুঃখপ্রদ। চিৎ–আলোকের সংস্পর্শে বাসনা নির্জীব হয় এবং তমোগুণে স্ফুরিত হয়। বাসনার প্রভাবে যেভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য জীব ভ্রমচক্রে ঘুর্ণিত হয়ে চলেছে, তা আশ্চর্য্যজনক। এমনকি বাসনার প্রভাবেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মে জগৎ–চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়ে ব্রহ্মকে জড়–জগৎ প্রতিপন্ন

করায়। যার ফলে কদাকার জগৎ সত্যরূপে প্রতীত হয়। এহেন অবিদ্যার অসাধ্য কিছুই নেই। সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য প্রতিপন্ন করাই অবিদ্যার কৃতিত্ব। একমাত্র বিবেকজ্ঞানেই অবিদ্যা চিরতরে নির্মূলিত হয়। অবিদ্যার নিরোধে মনও অবিদ্যাশুণ্য হয়ে চিৎস্বরূপে বিশ্রান্ত হয়। সূর্য্যের উদয়ে তুষারকণা বিগলিত হয় যেমন, তেমনই আত্মজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা ধ্বংস হয়ে যায়। অবিদ্যায় বিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে যতদিন না আত্মদর্শনের ইচ্ছা জন্মে, অবিদ্যা ততদিন দেহাভিমানী অহঙ্কারীকে নাচিয়ে সদাব্যস্ত করে রাখে। আত্ম–অনুভবের সঙ্কল্প হলে শুভেচ্ছা ধারণ করে অবিদ্যা নিজের সদাচঞ্চলভাব নিয়ন্ত্রণ করে। পরে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে অবিদ্যা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। কামনামাত্রেই অবিদ্যা। মনে কোন কামনা–বাসনা–চঞ্চলতা ইত্যাদি অবিদ্যার বৈশিষ্ট্য না থাকাই প্রকৃত মুক্তি। রাম বললেন, যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সবই তো অবিদ্যা।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

'টেলিপোর্টেশন' মোটেই অলৌকিক নয়

সুকন্যা পাল

টেলিপোর্টেশন! সেটা কি কাল্পনিক জগতের শুধুমাত্র মিথ? নাকি বাস্তবের ইন্দ্রজালে এ এক অবিশ্বাস্য গমণ? প্রকৃতপক্ষে প্রসঙ্গটা এমনই, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

কল্পবিজ্ঞান কাহিনী অবলম্বনে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত বই দি ম্যান উইদাউট এ বডি, যার লেখক এডওয়ার্ড পেজ মিচেল। সম্ভবতঃ এটিই টেলিপোর্টেশন সম্পর্কিত পৃথিবীর প্রথম প্রকাশিত বই।

বিজ্ঞানের পরিভাষায় এযাবৎ কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশনে পদার্থ কেন্দ্রিক সাফল্য করায়ত্ব হলেও এখনও পর্যন্ত তা মনুষ্য পর্যায়ে সফলতার মুখ দেখেনি।

কিন্তু কথায় আছে, যেখানে বিজ্ঞান শেষ সেখানে দর্শন শুরু। আবার এটাও সত্য, দর্শনভিত্তিক বিভিন্ন ধর্ম ও তার বিবিধ সাধক সাধিকার অলৌকিক টেলিপোর্টেশন উপাখ্যান আজও উচ্চ মর্যাদায় বিশ্ববন্দিত। প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু ধর্মের অন্তরাত্মায় টেলিপোর্টেশনের উজ্জ্বল উপস্থিতি কিন্তু বৈদিক যুগেও পাওয়া যায়। প্রায় ৫ হাজার বছর আগে পুরাণ মতে ২ ঋষি কন্যা ঊষা ও চিত্রলেখা ছিলেন পরস্পরের অন্তরঙ্গ সখী। একদিন স্বপ্নে ঊষা দর্শন পেলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র অনিরুদ্ধর। সখীর প্রেমমগ্ন সেই স্বপ্নপূরণের মনোবাসনা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ চিত্রলেখা সম্মুখ সাক্ষাৎ করেন অতিদূরস্থিত অনিরুদ্ধর সঙ্গে। আবার নারদ তো সর্বদা নারায়ণ নারায়ণ মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র মূহর্মুহূ বিচরণ করতেন সত্যযুগে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এসবই তো টেলিপোর্টেশনকেই মান্যতা দেয়। এমনকী হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণে ইন্দ্রজিতের ভূমিকাতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। যখন তিনি মেঘের মধ্যে আকস্মাৎ আত্মগোপন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেটাও তো আলোচিত বিষয়কে সঙ্গত দেয়।

তর্ক হতেই পারে, এধরণের উপমাগুলি তো আদতে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসভিত্তিক। কিন্তু এর বাস্তব প্রতিফলন কোথায়? উত্তর হল, হিন্দু ধর্মে সাক্ষাৎ মানুষের অবিশ্বাস্য টেলিপোর্টেশন বিভিন্ন সাধকের জীবনচক্রে

গভীরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ হিসেবে কিংবদন্তি যোগীসাধক স্বামী ত্রৈলঙ্গস্বামী মহারাজের জীবনীতেও এমন টেলিপোর্টেশন রহস্য আজও ভক্তদের বিস্মিত করে বৈকি। বারানসীর গঙ্গা প্রবাহিত দশাশ্বমেধ ঘাটে একদিন সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পরিভ্রমণ করছিলেন এই সিদ্ধসাধক। পুরম পুরুষের এমন অবস্থা স্বচোখে দেখে ফেলেন তদানীন্তন স্থানীয় ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট। রীতিমতো রুষ্ট হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক নির্দেশে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে নিক্ষেপ করে দেন গারদে। কিন্তু সকলকে অবাক করে পরদিন সকালে সাধক পুরুষ ফের একই স্থানে পূর্বাবস্থায় হাঁটাচলা করতে থাকেন। একদম মুক্ত অবস্থায়। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে ম্যাজিস্ট্রেট ফের ওই যোগী পুরুষকে কারাগারে নিজের হাতে এবার বন্দি করলেন। কারাগারের গেটের চাবি রেখে দেন নিজস্ব হেফাজতে। কিন্তু হিন্দু মতে যিনি যোগ সাধনায় বলীয়ান হয়ে স্থূল দেহ বর্জন করে সূক্ষ্ম দেহে যত্রতত্র ইচ্ছেমতো স্থানান্তর বিদ্যা আয়ত্ব করেছেন, তাঁকে জেলে আটকায় কার সাধ্য। সুতরাং ফলস্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট কিছু পরেই পরখ করলেন, ত্রৈলঙ্গস্বামী আদালতের এক প্রান্তে ঘুরছেন একেবারে নিজস্ব মেজাজে। এমন ঘটনাকে কি বলা যেতে পারে? তবে কি এটা যথার্থ মনুষ্য টেলিপোর্টেশন?

এমনতর নিদর্শন আরও রয়েছে। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর জীবনী ঘিরে। কর্মসূত্রে তিনি তখন গাজিপুরে বসবাস করতেন। সেখানে একদা তাঁর ঊর্ধ্বতন সাহেব বসে ছিলেন। হতাশাগ্রস্থ হয়ে। যোগীসাধক জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন ব্রিটেনের বাড়িতে উনার স্ত্রী অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। এমনটা বুঝতে পেরে যোগীরাজ ফিরে যান নিজের ঘরে। আধঘন্টা পর ফিরে এসে সাহেবকে আশ্বস্ত করলেন, উনার স্ত্রী এই মুহূর্তে সুস্থ আছেন এবং এখন ম্যাডাম আপনাকে একটা চিঠি লিখেছেন। এমনকী চিঠিতে কি লিখেছেন তাও তিনি বলে দিলেন। সাহেব আদৌ এসব বিশ্বাস করেননি প্রাথমিকভাবে। কিন্তু ভুল ভাঙলো যখন ডাকযোগে স্ত্রীর চিঠি সপ্তাহ খানেক বাদে সাহেব হাতে পেলেন। দেখলেন চিঠির ভাষা ও শ্যামাচরণ লাহিড়ীর বক্তব্য হুবহু এক। চমক আরও অপেক্ষা করছিল যখন কয়েক মাস পরে উনার স্ত্রী গাজিপুরে এলেন। সেখানে যোগীরাজকে দেখে চমকে গিয়ে ম্যাডাম বলে উঠলেন সাহেবকে, ইনিই তো আমার ব্রিটেনে অবস্থিত গৃহে গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। জানতে চান আমি কেমন আছি। মাত্র ৩০ মিনিটের তফাতে শ্যামাচরণ লাহিড়ী কর্মস্থল থেকে স্বগৃহে গেলেন। অফিসে ফিরলেন। তারমধ্যে আবার গাজিপুর থেকে ব্রিটেন গেলেন এবং সেখান চলেও এলেন। কীভাবে তিনি সম্পন্ন করলেন এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাবলী। বাস্তবিক অর্থে, এমনতর মনুষ্য টেলিপোর্টেশনের অদ্ভুতুড়ে ঘটনার প্রকৃতই বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

হিন্দু ধর্মের মতো বিশ্বের অন্যান্য ধর্মেও এর শিকড় রোপণ করা আছে অনেক গভীরে। ইসলাম মতে মিরাজ হল এক অতি পবিত্র আধ্যাত্মিক অধ্যায়। কোরান বর্ণিত অনুসারে পরম নবী মুহাম্মদ (সা) মহান আল্লাহ'র নির্দেশ মেনে এক রাতের মধ্যে মক্কা থেকে জেরুজালেম পরিভ্রমণ করেছিলেন। এরপর তিনি আকাশে উঠে যান মহান আল্লাহর সঙ্গে সন্মুখ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। আবার খ্রীষ্ট ধর্ম পুস্তক অনুযায়ী, প্রভু যীশু মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা একটি বদ্ধ ঘরে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে আচমকা প্রভু যীশু উপস্থিত হয়ে সবাইকে চমকে দেন (মথি ১৪: ২২–৩৩)। বাইবেলের (প্রেরিত ১: ৯–১১) বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রভু যীশু শিষ্যদের সামনে থেকে আকস্মাৎ আকাশে অদৃশ্য হয়ে যান। উনার এই অদৃশ্য হওয়ার ঘটনাকে খ্রিস্টানরা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করেন। পাশাপাশি জৈন ধর্মের মধ্যেও কিছু অলৌকিক বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভগবান মহাবীর অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসেবে পুজিত হন জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে। তিনি ছিলেন জৈন ধর্মের ২৪ তম তীর্থঙ্কর। কঠোর ধ্যান সাধনের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে হামেশা শরীর চক্র উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হতেন। এমনকী নিজের পছন্দসই স্থান ইচ্ছে মতো যখন খুশি বিদ্যুৎ গতিতে পাল্টাতে পারতেন বলে জৈনরা আধ্যাত্মিক পর্যায়ে বিশ্বাসও করে থাকেন। একইরকমের মত পোষণ করেন বৌদ্ধরাও। ধর্মগুরু গৌতম বুদ্ধের জীবনীতেও অতিলৌকিক উৎকর্ষের নানাবিধ সূক্ষ্ম অতিক্রমণের নজির স্থান পেয়েছে।

অবশেষে এটুকু বলাই যায়, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যেখানে টেলিপোর্টেশন আপাতত স্রেফ কোয়ান্টাম অক্ষেই সীমায়িত ঘূর্ণায়মান, সেখানে ধর্মীয় দর্শনের অতিন্দ্রীয় বিচরণে সে যে যুগ যুগান্তরকারী মহানিষ্ক্রমণের সূক্ষ্ম দেহের জীবন্ত পরিব্রাজক।

দেশ দেশান্তরে

ভূমিকম্পে কাঁপল আর্জেন্টিনা–চিলি

সুমন্ত ভৌমিক

চিলি ও আর্জেন্টিনার দক্ষিণ উপকূলে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছে। চিলির জাতীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ ও উদ্ধারবিষয়ক সংস্থা জানিয়েছেন দেশটির দক্ষিণের ম্যাগালেনাস অঞ্চল ও দেশটির অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলের ভূখণ্ডে সুনামি ঝুঁকির কারণে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। পুয়ের্তো উইলিয়ামস শহরসহ কয়েকটি এলাকার কয়েকশো মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে কোন ক্ষয়ক্ষতি

বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এতে চিলির সরকারি কর্তৃপক্ষ সুনামি সতর্কতা জারি করেছে এবং উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বের দক্ষিণের শহর হিসেবে বিবেচিত আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া শহরের বিগল চ্যানেলে অন্তত তিন ঘণ্টার জন্য সব ধরনের জলযান চলাচল ও জলেতে নামার কাজ বন্ধ করে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মূলত উশুয়াইয়া শহরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এবং অন্যান্য এলাকায় কিছুটা কম মাত্রায় অনুভূত হয়েছে।

চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিচ বলেছেন, ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় দেশের সক্ষমতার সবটুকু ব্যবহার করা হবে।

এক বার্তায় জানান, আমরা ম্যাগালেনাস অঞ্চলের পুরো উপকূল থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব হলো প্রস্তুত থাকা এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানায়, ভূমিকম্পটি কেপ হর্ন ও অ্যান্টার্কটিকার মধ্যবর্তী ড্রেক প্যাসেজে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত এনেছে। ম্যাগালেনাস চিলির সবচেয়ে বড় ও সর্বদক্ষিণের এলাকা। এটি দেশটির অন্যতম কম জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলও। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০১৭ সালে এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ ৬৬ হাজার জন। চিলির হাইড্রোগ্রাফিক ও ওশানোগ্রাফিক সার্ভিসের ধারণা, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সুনামির ঢেউ অ্যান্টার্কটিকার বিভিন্ন স্থাপনা ও চিলির দক্ষিণাঞ্চলের শহরগুলোতে পৌঁছে যাবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পদধুলি ধন্য বাটানগর ক্রমশ নিষ্প্রাণ হচ্ছে

কুনাল মালিক

কবি পক্ষের এই শুভক্ষণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণ শহরতলীর মহেশতলা থানার অন্তর্গত বাটানগরের এক অজানা ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। বাটানগরের এক সময় নাম ছিল মীরপুর। ভারতে বাটা ১৯২৮ সালে ব্যবসা শুরু করলেও ১৯৩৬ সালে কলকাতার কাছে গঙ্গার ধারে মীরপুরে কারখানা স্থাপন করে নাম দেন বাটানগর। এখানে কারখানার স্থাপনের পূর্বে কোন্নগরে

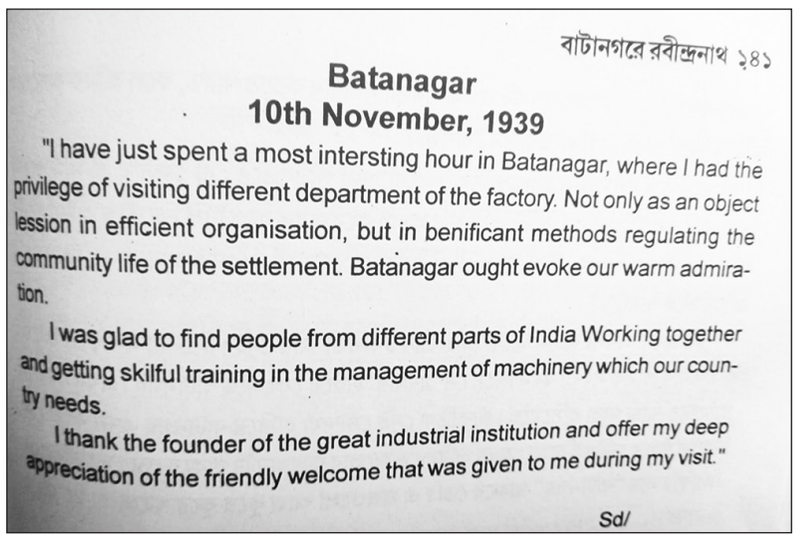

বাটানগরে রবীন্দ্রনাথ ১৪১

Batanagar
10th November, 1939

"I have just spent a most intersting hour in Batanagar, where I had the privilege of visiting different department of the factory. Not only as an object lession in efficient organisation, but in benificant methods regulating the community life of the settlement. Batanagar ought evoke our warm admiration.

I was glad to find people from different parts of India Working together and getting skilful training in the management of machinery which our country needs.

I thank the founder of the great industrial institution and offer my deep appreciation of the friendly welcome that was given to me during my visit."

Sd/

প্রথম কারখানা ছিল। মীরপুর অঞ্চলে নুঙ্গী তখন এক নগণ্য গ্রাম। বার্ন কোম্পানির ইট খোলা ও প্রচুর আখের ক্ষেত ছিল নুঙ্গীতে। নুঙ্গী রেল স্টেশন থেকে সুরকি রাস্তা কাসিমুদ্দিন রোড। তার আশেপাশের গাছগুলি লালে লাল হয়ে থাকতো। বর্তমান মল্লিক বাজার দিকের গেটটি ছিল প্রধান গেট। তখন বাটা জুতো কোম্পানিতে ১৪–১৫ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। সকলের থাকার জন্য আলাদা আলাদা কোয়াটার ছিল। জমজমাট ছিল বাটানগর। তখন এই অঞ্চল বজবজ থানার অন্তর্গত ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৪১ সালের ১৯ এপ্রিল প্রশাসনিক সুবিধার জন্য মীরপুর অঞ্চল সহ বজবজ থানার কিছু অংশ কেটে মহেশতলা থানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রসঙ্গত বজবজ এলাকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা সূত্র ছিল দীর্ঘদিন ধরে।

রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ছিলেন বজবজ থানার নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা কিশোরীমোহন সাঁতরা। যিনি কালিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। মেধাবী ছাত্র কিশোরীবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত ও রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মুদ্রণসচিব। তারই দায়িত্বে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সূত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও কিশোরী মোহন সাঁতরার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ বৎসল ছিলেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২১ সালের জুন মাসে চেকোস্লাভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট মশারিজের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান। দ্বিতীয়বার অষ্টম বিদেশ যাত্রায় ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ আবারো চেকোস্লাভাকিয়ায় যান। ওই অন্যতম বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল জুতো রপ্তানি। পাহাড়ের উপর ছোট্ট একটি গ্রাম ছিল।

জুতো ব্যবসার পুরোধা টমাস বাটার জন্মস্থান এখানেই। তারই প্রচেষ্টায় এই জিলমে গড়ে ওঠে এক শিল্প নগরী। ১৯৩২ সালের মধ্যে বাটা স্বশাসিত সংস্থার কারখানা গড়ে তোলে বিশ্বের ১৪টি দেশে। তাই চেক জাতির মানুষ বাটা কোম্পানির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। ১৯৩২ সালে প্লেন দুর্ঘটনায় টমাস বাটার জীবন অবসান হয়। পরবর্তী সময়ে তার ছেলে ভারত সহ অন্যান্য জায়গায় বাটা জুতো কোম্পানি প্রবর্তন করেন। চেকোস্লাভাকিয়ার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক খুব নিবিড় ও সুন্দর ছিল।

চেক সরকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৎকালীন ২৪ পরগনার বাটানগরের জুতো কারখানা পরিদর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অসুস্থ শরীরে কবি ১৯৪৯ সালের ১০ নভেম্বর বাটানগর কারখানা পরিদর্শনে এসেছিলেন। প্রায় ২ঘণ্টা সমগ্র কারখানার কাজকর্ম তিনি ঘুরে দেখেন হুইল চেয়ারে করে। বাটানগরের জুতার কারখানার পরিবেশ দেখে কবি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। ভিজিটরস বুকে তিনি তার মূল্যবান মন্তব্যটিও লিখে গেছেন যেটা আজও সংরক্ষিত আছে বাটা কোম্পানির কাছে। রবীন্দ্রনাথের পদধূলি ধন্য বাটা কারখানা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম এবং সুন্দরতম শিল্প নগরীতে ধীরে ধীরে পরিণত হয়। এখানে মনোরম ভূখণ্ড জুড়ে ছিল পদমর্যাদা অনুসারে শ্রমিক কর্মচারীদের আবাসন গৃহ। ছিল পর্যাপ্ত আলো, জল, পাঠাগার, সমবায়, চিপ ক্যান্টিন, মার্কেট, স্টেডিয়াম, সিনেমা হল এবং উন্নতমানের বিদ্যালয় ও হাসপাতাল। বাটানগরে অনেক সাহিত্য পত্রিকা নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যা জেলায় সুনাম অর্জন করে। সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় লড়াই করে সুব্রত কাপ ট্রফি জিতেছে বাটানগরের ফুটবলাররা।

এক কথায় শিল্প সংস্কৃতি ক্রীড়া সমস্ত ক্ষেত্রেই এখানকার মানুষজনের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বাটানগরের প্রাণ চঞ্চলতা ক্রমশ কমতে শুরু করে। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ তাঁর বজবজ পরিচয় গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন– বর্তমানে অবশ্য বাটানগরের সেই প্রাণচঞ্চলতা আর নেই। সিনেমা হল উঠে গেছে। কারখানার শ্রমিক সংখ্যা কমতে কমতে সে গ্ল্যামার হারিয়ে ফেলেছে বাটানগর। এখন সেখানে প্রোমোটাররাজ থাবা বসিয়েছে। প্রাকৃতিক সেই সৌন্দর্য হারিয়ে বাটানগর এখন কংক্রিটের নিষ্প্রাণ শহরে পরিণত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে জুতোর কারখানাটা আদৌ থাকবে তো? দূর ভবিষ্যতে এলাকার নাম বাটানগর থাকবে তো? এই প্রশ্নগুলো আজ কুরে কুরে খাচ্ছে স্থানীয় মানুষজনের কাছে।

গ্লোবাল ইমপ্রেশন্স তৃতীয় প্রিন্ট বেনিয়াল ইন্ডিয়া ২৬ কলকাতায়

প্রিয়ম গুহ

কলকাতায় এবার প্রথম 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্ট বেনিয়াল–এর আয়োজন করছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ললিত কলা অ্যাকাডেমি জাতীয় শিল্প অ্যাকাডেমি উদ্যোগে। এই দ্বিবার্ষিক মুদ্রণ অনুষ্ঠান আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলবে।

বেনিয়াল–তে প্রথাগত ও আধুনিক সব ধরনের প্রিন্ট টেকনিক প্রদানের লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের পেশাদার শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এখানে শিল্পীদের ৫ টি বিশেষ আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থ মূল্য ২ লক্ষ টাকা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৬ হাজার মুদ্রণ শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

ললিত কলার উদ্যোগ

প্রিন্ট বেনিয়ালের কমিশনার সি. এস. কৃষ্ণ সেট্টি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা হনুমান কাম্বলি, বিজয় বগোদি, আর. এম. পালানিয়াপ্পান, দত্তাত্রেয় আপ্তে, আনন্দময় ব্যানার্জি, ললিত কলা একাডেমির সহ–সভাপতি ড. নন্দলাল ঠাকুর কলকাতায় ৮ মে এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হন।

সি এস কৃষ্ণ সেট্টি বলেন, ২০১৮ সাল থেকে এই দ্বিবার্ষিক মুদ্রণ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালে দিল্লি এবং ২০২১ সালে মুম্বাইয়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এবছর কলকাতায় তৃতীয় দ্বিবার্ষিক মুদ্রণ অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। তবে এবার প্রথম কলকাতায় ললিত কলা অ্যাকাডেমির নতুন শাখার উদ্বোধন করবো, সেখানে প্রথমবার এই দ্বিবার্ষিক মুদ্রণ অনুষ্ঠান হবে। মূলত সমসাময়িক মুদ্রণ শিল্পীদের বিশ্বব্যাপী প্লাটফর্ম স্বাগত জানানো হয়েছে, নির্ধারিত মাপের সীমার মধ্যে থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক শিল্পীদের জন্য এন্ট্রি ফি ৫০ ডলার, সার্ক/এশিয়ান দেশের জন্য ১৫০০ টাকা এবং ভারতীয় অংশগ্রহণকারীদের জন্য ১০০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। শিল্পকর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ললিত কলা একাডেমি, নয়াদিল্লিতে।

নির্বাচিত শিল্পকর্মগুলি ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার ললিত কলা একাডেমির নতুন ভবনে প্রদর্শিত হবে এবং সেগুলি ভারতের অন্যান্য শহরেও ভ্রমণ করতে পারবে। ছবি : প্রীতম দাস

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

উত্তরের আঙিনায়

পুর নিগমের উদ্যোগে মিড –ডে মোবাইল কনজারভেন্সি সার্ভিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ২ মে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে এবং পুর নিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের সহায়তায় মিড –ডে মোবাইল কনজারভেন্সি সার্ভিস –এর শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেব উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ মেয়র পরিষদ সদস্য প্রমুখ। শহরে জঞ্জাল অপসারণে আরেকটি নতুন পালক সংযুক্ত হলো। পাশাপাশি এ সম্পর্কে বিশিষ্টজনের অভিমত যে শহরে নাগরিকদের আরো বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে যতদিন না সমস্ত নাগরিক এ সম্বন্ধে সচেতন না হচ্ছে ততদিন শিলিগুড়ি পুরো নিগম বহু সুন্দর প্রকল্প নিয়ে এসেছে কিন্তু বাস্তবে শিলিগুড়ির নাগরিক সেই ভাবে সচেতন নয়। নতুন উদ্যোগকে সফল করার জন্য প্রতিটি নাগরিককে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে। মিড ডে জঞ্জাল অপসারণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই।

প্রতিবাদ সভা

জয়ন্ত চক্রবর্তী : সম্প্রতি কাশ্মীরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং, মৌলবাদের ভয়ংকর নিন্দনীয় ঘটনার বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দার্জিলিং জেলা জুড়ে লাগাতার প্রচারে শামিল। ধর্মীয় মৌলবাদের মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের বিভাজন রেখা টানার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ও দেশের সংহতি এবং সম্প্রীতির প্রশ্নে বিশেষ করে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার প্রশ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি কাশ্মীরে ঘটে যাওয়া ঘটনার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা দপ্তরের ঘাটতির ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২ মে খড়িবাড়ি ব্লকের পি ডব্লু ডি মোড়ে সম্প্রীতির আবেদন জানিয়ে এবং এই নৃশংস ঘটনার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) পক্ষ থেকে পথসভা আয়োজন করা হয়। এই পথসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রশান্ত দাস, বক্তব্য রাখেন সুব্রত রক্ষিত পার্থ মিত্র প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে গণবিবাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ৫ মে দেশবন্ধু পাড়া মহামায়া কালীবাড়িতে সমাজসেবী বিজন কুমার দাস ও তার পরিবারের তরফ থেকে গণবিবাহের আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে ১৮ জন নব দম্পতি নবজীবনে পদার্পণ। এই উপলক্ষে গোটা মন্দির সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। প্রচুর মানুষ এসেছিলেন এই গণবিবাহ দেখতে। নব দম্পতিদের জন্য উপহার রয়েছে বিভিন্ন রকম। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ বিশিষ্টরা। বিজন কুমার দাস জানান, 'আগেও গণবিবাহের আয়োজন করেছি, আবারও এই আয়োজন করতে পেরে খুব ভালো লাগছে।' দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ এত সুন্দর একটা উদ্যোগ করবার জন্য বিজন কুমার দাস ও তার পরিবারকে সাধুবাদ জানান।

বেরুটে টোটো শাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি শহর জুড়ে টোটোর দৌরাত্ম্য কমাতে ও শহর যানজট মুক্ত করতে টোটোগুলিকে নির্দিষ্ট রুটে ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও কোনও নিয়মের তোয়াক্কা করছে না টোটো চালকেরা। এদিন ভেনাস মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে এই নিয়ে একটি সতর্ক করা হয়। বেরুটের টোটোগুলিকে সচেতন করা হয় তারা যেন রুট অনুযায়ি চলাচল করে।

শরীর নিয়ে নানা কথা

ডিম খান নিশ্চিন্তে

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

ডিম খাওয়া ভালো না খারাপ? এই প্রশ্ন প্রায়ই তাড়া করে বেড়ায় সবাইকে। আর এত ভাল স্বাদ হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই অপরাধী ভাব নিয়ে বিশেষত মুরগির ডিম খেয়ে থাকেন। এই ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে ডিম স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কারণ এতে কোলেস্টেরল বেড়ে যায় এবং তা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ করে হার্টের পক্ষে আদৌ সুবিধাজনক নয়। তবে বর্তমানে বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মাধ্যমে কোলেস্টেরল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় জানিয়েছেন যে ডিম আর কোলেস্টেরল সম্বন্ধে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা নিতান্তই বিভ্রান্তিমূলক। গড়ে প্রতিটি ডিমে প্রায় ২০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে আর আমাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা গড়ে ১৪০ থেকে ১৮০ মিলিগ্রাম ধরে নেওয়া যেতে পারে। এখন যদি একজন দিনে দুটো করেও ডিম খায় তাহলে তিনি শুধুমাত্র ডিম থেকেই প্রায় ৪০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল খাচ্ছেন তা সত্ত্বেও রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রার বিশেষ হেরফের হচ্ছে না। এর কারণ একটা বাড়ি তৈরি করতে যেমন ইঁটের প্রয়োজন হয় সেরকম কোলেস্টেরল হচ্ছে আমাদের শরীরের ইঁট বা স্ট্রাকচারাল ইউনিট। এছাড়া প্রতিটি হরমোন, এনজাইম, মস্তিষ্ক বা নার্ভের আস্তরণ ইত্যাদির গঠনে কোলেস্টেরলের ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের প্রয়োজনীয়তা দৈনিক প্রায় ৩০০০ মিলিগ্রাম তার মধ্যে মাত্র ২০ থেকে ২৫ শতাংশ আমাদের খাদ্য থেকে আসে আর বাকিটা লিভার নিজেই তৈরি করে থাকে। তাই একটি ডিমে যে পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকে প্রতিদিন গ্রহণ করলেও রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রার বিশেষ পরিবর্তনে সক্ষম হয় না। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কার্ডিওলজির মতে প্রতিদিন একটা করে ডিম গ্রহণেও কার্ডিয়াক রিস্ক আদৌ বাড়ে না।

ডিম একটি সহজলভ্য পুষ্টিকর খাবার একটি মাঝারি সাইজের মুরগির ডিম ৪৪ গ্রাম ওজনের হয় এবং তা থেকে প্রায় ৫.৭ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। যা কিনা ৫৫ ক্যালোরির সমান। ডিমে উচ্চমানের প্রোটিন ছাড়াও রয়েছে ফ্যাট, ভিটামিন এ, ডি, বি ইত্যাদি এছাড়া সেলেনিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, তামা, ক্যালসিয়াম আর ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এক কথায় পুষ্টির পাওয়ার হাউজ হল ডিম। ডিমকে যতটা স্বাভাবিক অবস্থায় খাওয়া যায় ততটাই ভালো যাতে কুসুমটা অবিকৃত থাকে। তবে কাঁচা না খাওয়াই উচিত। সে ক্ষেত্রে অমলেট বা স্ক্র্যাম্বেলড ডিমের বদলে পোচ, হাফ এবং ফুল বয়েলড ডিম খাওয়াই ভালো। অযথা ভয় না করে বিনা ভয়ে ডিম খাওয়া শুরু করুন।

প্রাচীন পদ্ধতিই অবলম্বন করেই চাষাবাদ জঙ্গলমহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া: শিল্পবিহীন কৃষি নির্ভর এলাকা হিসেবেই পরিচিত বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল। এখানকার অধিকাংশ মানুষ সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের যুক্ত। কিন্তু চাষাবাদে জল সেচের ক্ষেত্রে এখনও প্রাচীন পদ্ধতিই অবলম্বন করে থাকেন এলাকার মানুষ। যা স্থানীয়ভাবে ডুঙ্গি নামেই পরিচিত। রানীবাঁধের বারুডি গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, হস্তচালিত নৌকা আকৃতির ডুঙ্গির সাহায্য নিয়ে বোরো ধানের জমিতে জল সেচের কাজ করছেন চাষীরা।

প্রাচীন পদ্ধতি বংশ পরম্পরা ধরে তারা ব্যবহার করে আসছেন বলে জানিয়েছেন। ওই গ্রামের এক কৃষক বলেন, 'চাষাবাদে তেমন লাভ নেই, ফলে পাম্প কেনার সামর্থ্যও নেই। এই অবস্থায় পরিশ্রম বেশি হলেও পূর্বপুরুষের হাত ধরে চলে আসা ডুঙ্গির মাধ্যমেই জলসেচের কাজ করা হয়।'

পাখিদের জন্য অভিনব ব্যবস্থা আইসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি: এবার আইন রক্ষার পাশাপাশি পশু পাখিদের যত্নে এগিয়ে এলো কুলতলি থানার আই সি ফারুক রহমান ও পুলিশ কর্মীরা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বা শুধু মানুষের সুরক্ষা নয়, এবার প্রকৃতি ও প্রাণীদের প্রতিও তারা বাড়িয়েছেন সহানুভূতির হাত। সুন্দরবনের অদূরে অবস্থিত এই থানার চারপাশে রয়েছে অসংখ্য গাছ। এই গাছগুলির ডালে ডালে বাসা বেঁধেছে অসংখ্য পাখি।প্রচণ্ড গরমে যাতে পাখিরা কষ্ট কমাতে থানার চত্বরে থাকাগাছের ডালে বাঁধা হয় খাবার ও জলের পাত্র। প্রথমদিকে এটি ছিল একক উদ্যোগ হলেও ধীরে ধীরে থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরাও এতে সামিল হন। এখন নিয়মিতভাবে থানার চত্বরের গাছগুলিতে রাখা হচ্ছে খাবার ও জল। পাখিরাও যেন এই ভালোবাসার প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করছে না। থানার চারপাশ এখন মুখরিত পাখির কলকাকলিতে। কুলতলি থানা মোড়ে এলেই এখন শোনা যায় নানান প্রজাতির পাখির মিষ্টি ডাক। স্থানীয় বাসিন্দারাও বেশ খুশি এই উদ্যোগে। সাধারণত থানার পরিবেশ নিয়ে অনেকের মনে একরকম ভয় কাজ করে, কিন্তু কুলতলি থানায় ঢুকলেই এখন পাওয়া যায় এক অন্যরকম অনুভূতি একটি সবুজ ও প্রাণবন্ত পরিবেশ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, 'আমরা আগে ভাবতেও পারিনি যে থানার মতো জায়গায় এমন সুন্দর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এটি শুধু পাখিদের জন্য ভালো হয়নি, আমাদের মন ও ভালো হয়ে যায় এখানে এসে।' এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, শুধু মানুষের জন্য নয়, প্রকৃতির প্রতিও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। যদি সবাই এগিয়ে আসে, তবে পৃথিবী হয়ে উঠবে আরও সুন্দর আরও মানবিক। কুলতলি থানা দেখিয়ে দিল, খাকি পোশাকের মধ্যেও রয়েছে এক কোমল হৃদয়। তাদের দেখানো পথে এভাবেই এগিয়ে আসুক আরও পুলিশ কর্মীরা এটাই চায় পশুপ্রেমীরা।

জয়নগরে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর তিলিপাড়া ও বংশীধরপুর হালদারপাড়া অধিবাসিবৃন্দের উদ্যোগে ৪ মে তিলিপাড়া প্রগতি সংঘের মাঠে হয়ে গেল রক্তদান শিবির। এই শিবিরের উদ্যোক্তা গৌরচাঁদ নন্দী বলেন, 'এই রক্তদান শিবির থেকে ১৯ জন থ্যালাসেমিয়া শিশুর সারাবছর রক্তের যোগান সহ অ্যানিমিয়া ও দুঃস্থ রোগীর রক্ত সংকট মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উত্তর ২৪ পরগণার সোদপুর থেকেও রক্তদাতারা আসেন।' তিনি আরোও বলেন, 'ভালো কাজে মানুষ সবসময় পাশে থাকে। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আমরা যথেষ্ট সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। স্থানীয় ব্যবসায়ী, শুভানুধ্যায়ী, ডাক্তারবাবুরা সবসময় আমাদের পাশে থেকেছেন।' এদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক আশীষ মণ্ডল।

বৈধ অনুমতিপত্রের দাবিতে মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩ টি ব্লক ও উত্তর ২৪ পরগণার ৬ টি ব্লক নিয়ে গঠিত সুন্দরবন। সুন্দরবনের জনসংখ্যা প্রায় ৫৫ লক্ষ। সুন্দরবনের জমি মূলত এক ফসলি। ফলে সুন্দরবনের মানুষ জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া এবং জঙ্গলের মধুর উপর নির্ভরশীল। ফলে সুন্দরবনের বাসিন্দাদের একটা বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবি। কিন্তু দীর্ঘদিন বন দপ্তরের বৈধ অনুমতি না থাকায় মাছ ধরতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। পাশাপাশি বেশকিছু অসাধু ব্যক্তি ও বিএলসি পাস মালিকরা মৎস্যজীবীদের থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের সেই বৈধ পাসগুলো অতিরিক্ত টাকায় ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করছে। যার ফলে সাধারণ মৎস্যজীবীরা সেই টাকা যোগাতে দেনায় পড়তে হচ্ছে। কারণ প্রকৃত মৎস্যজীবি হওয়া স্বত্বেও বৈধ পাস না থাকায় পেটের টানে ভাড়া নিতেই হয়। প্রকৃত মৎস্যজীবিরা বন দপ্তর থেকে বৈধ অনুমতি এবং কালোবাজারী বন্ধের দাবিতে ৮ মে সুন্দরবনের সজনেখালি বন দপ্তরের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় শতাধিক মৎস্যজীবি।

মৎস্যজীবি কল্যানী বর্মন, বাসন্তী বর্মন, সুশান্ত প্রধান'রা জানিয়েছেন, 'যারা বন দপ্তর থেকে বৈধ অনুমতি পত্র(বিএলসি) নিয়েছেন, তারা আদৌ মৎস্যজীবি নয়। চাকরি, ব্যবসা করে। আমরা প্রকৃত মৎস্যজীবি হয়েও বন দপ্তর থেকে অনুমতি পাচ্ছি না। সেই সমস্ত বিএলসি এক লক্ষ কিংবা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় ভাড়ায় খাটায়। আমরা দরিদ্র। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বাঁচার তাগিদে নিজেদের বিএলসি না থাকায় ভাড়ায় নিই। কিন্তু পর্যাপ্ত মাছ কাঁকড়া না হলে সেই টাকা সুদ দিয়ে শোধ করতে হয়। তাছাড়া টাকা শোধ করার জন্য ভিনরাজ্যেও পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যেতে হয় বাধ্য হয়েই। এছাড়াও লোকের বিএলসি নিয়ে জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গেলে যদি কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটে, সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না। উল্টে আইনি জটিলতায় আমাদেরকে হেনস্থা করা হয়। আমরা চাই আমাদের মতো প্রকৃত মৎস্যজীবিদের বন দপ্তর বৈধ অনুমতি পত্র দিক।'

এমন বিক্ষোভ প্রসঙ্গে 'বন দফতরের এক আধিকারীক জানিয়েছেন, 'বেশকিছু মৎস্যজীবি বিক্ষোভ করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

আধুনিক পর্যটন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের পর্যটনে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। একারণেই ঢেলে সাজানো হচ্ছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের ডাবু খালের ধারে তৈরি হবে পিকনিক স্পট। সম্প্রতি ডাবু এলাকার জমি পরিদর্শন করে গেলেন সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের সচিব। ইতিমধ্যেই এই কাজের জন্য জমিও পরিদর্শন করেছেন সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অত্রি ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'জমি দেখা হয়েছে। অনেক কিছুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এই এলাকায় পিকনিক গার্ডেন করলে শীতকালে মানুষের ভিড় বাড়বে। তাতে আমাদের কর্মসংস্থানও হবে।

স্থল বন্দরের ব্যবসা তলানিতে

প্রথম পাতার পর

এদিকে এশিয়ার বৃহত্তম স্থলবন্দর হল পেট্রাপোল স্থলবন্দর। সাম্প্রতিক পহেলগাঁওয়ের জঙ্গী হামলায় প্রভাব পড়েছে সেখানেও। পেট্রাপোল ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অশোক দেবনাথ বলেন, 'এমনিতেই বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের পর স্থল বানিজ্যের অবস্থার ব্যাপক অবনতি হয়। তার উপর সাম্প্রতিক পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর তা একবারে তলানিতে ঠেকেছে। বিএসএফের নজরদারি তো বেড়েইছে, পাশাপাশি মোতায়েন হয়েছে সেনা টহলদারিও। এমনকী হেলিকপ্টার থেকেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। এছাড়া বিগত প্রায় ১০ দিন ধরে লিঙ্কের সমস্যা চলছে। আগে এখানে কটন সুতোর ব্যবসা ছিল রমরমা। যদি ৫০০ গাড়ি যেত, তার মধ্যে প্রায় ৪০০ গাড়ি ছিল কটন সুতোর। এখন একেবারে বন্ধ। এমনিতে এখন ট্রাকই প্রায় ঠেকেছে ১৫০–এর কাছাকাছি। তাও আবার খালি করার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে দিনের পর দিন। তবে বর্ডার স্বাভাবিক। আগের মাস অবধি প্রায় ২–৩টি মিটিং হত উভয়ের মধ্যে। সেসব এখন আর নেই। এখন ওদেশে কোনও অফিসারকেই আমরা চিনিনা। যাতায়াতও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আগে গাড়ির চ্যাসিসও যেভাবে যেত, তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে আমাদের এই স্থল বন্ধরের ব্যবসা এখন প্রায় নেই বললে চলে।'

৭ মে ২০২৫ উত্তর ২৪ পরগনা হৃদয়পুরের আরাধনা সোশাল এন্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন দ্বারা পরিচালিত পুষ্পাদেবী মেমোরিয়াল চেরিটেবল ট্রিটমেন্ট সেন্টার অ্যান্ড ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের জন্য আরাধনা সম্পাদিকা মাননীয়া ডাক্তার সর্বনি চক্রবর্তী ওনার মা পুষ্পাদেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে দুঃস্থ এবং অসহায় মানুষের জন্য সাধ্যমতো বস্ত্র ও খাদ্যের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং তাদের ফি হেল্থ চেকআপেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ১০০ জনের মতো বস্ত্র ও খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০০ জনের মতো বিনা পয়সায় হেল্থ চেক করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার সর্বনি চক্রবর্তী, শৈলেন মল্লিক, সুরানি ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য সহ–সভাপতি ঋতু মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ দেবাশিষ দত্ত, শ্রাবণী চক্রবর্তী, মীন উদ্যোক্তা, শুভাশিস সাহা সহযোগিতা এই সম্মানীয় ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: অরুণ লোধ

অমানবিক পাকিস্তানকে ছারখার

প্রথম পাতার পর

তা আন্দাজ করতে পারে এই মিসাইল। তারপর ৪০০ কিলোমিটার নাগালের মধ্যে এলেই তাকে ধ্বংস করে দেয়। সেই সঙ্গে লাহোরের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে পুরোপুরি ছারখার করে দিয়েছে ভারতের সামরিক শক্তি। সে কথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলন করেও জানিয়ে দিয়েছে। তারপরে ভারত শুরু করে পাল্টা অ্যাকশান। ৯ মে এই খবর করা পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানের ১৬টা শহরে পরপর আঘাত হানছে ভারতের জল, স্থল এবং নৌ বাহিনী। এমনকী ইসলামাবাদেও ভারতের সেনাবাহিনী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। করাচি বন্দর ছারখার হয়ে গেছে। রাওলপিন্ডি স্টেডিয়ামেও ভারত আঘাত হেনেছে। পাকিস্তানকে অথৈ জলে ফেলে দিয়ে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ এবং সেনাপ্রধান আসিফ মুনির যে কোথায় পালিয়ে গেলেন তারও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছে, সেনাপ্রধান নাকি পাক সেনাদের হাতেই বন্দি। অন্যদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, ২৪ ঘণ্টা এই পাকিস্তানের হামলার বিষয়গুলি 'মনিটরিং' করে চলেছে। এটাই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য। পাকিস্তান এখন পাগলের মত হয়ে গিয়ে নিরীহ এবং নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপরে গোলাগুলি চালাতে শুরু করেছে। ৯ মে সকাল থেকেই দিল্লিতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সেনাবাহিনীর ৩ প্রধান রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন। তারপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহয়ের বাড়িতে আর এক বৈঠক হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং সেনাবাহিনীর বিশিষ্ট আধিকারিকরা। অন্যদিকে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারামন এই যুদ্ধ আবহে পাকিস্তান যাতে কোনও সাইবার ক্রাইম করতে না পারে তার জন্য আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ সভা করেন। এছাড়াও এদিন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে স্যোশাল মিডিয়ায় জানানো হয় ভারতের কাছে পর্যাপ্ত তেল এবং গ্যাস মজুত আছে, এ নিয়ে অহেতুক আতঙ্কের কারণ নেই। পাশাপাশি খাদ্য, ওষুধ সামগ্রী স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোগুলি খতিয়ে দেখছে ভারত সরকার। আসলে ভারত চাইছে পাকিস্তানকে ছারখার করে দিলেও ভারতে যেন কোনও প্রভাব না পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। বিশেষজ্ঞমহল জানাচ্ছে, এইভাবে চলতে থাকলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান বরবাদ বা ছারখার হয়ে যাবে। অনেকে আবার জানাচ্ছেন পাকিস্তান নামে কোন দেশ আদৌও মানচিত্রে থাকবে তো? ১৪০ কোটি ভারতবাসী সেই উত্তর জানার অপেক্ষায়।

ভারতের টার্গেট শুধুই জঙ্গি

প্রথম পাতার পর

অথচ ভারত যে কৌশলে প্রত্যাঘাত করল সেখানে সাধারণ মানুষ, সরকারি আধিকারিক বা সেনাবাহিনীদের উপরে কোন আঘাত না করে আঘাত করা হল শুধুমাত্র জঙ্গি ঘাঁটিতে। এমন সুপরিকল্পিত এবং সুসজ্জিত এয়ার স্ট্রাইক এর আগে বিশ্ব বোধ হয় দেখেনি। ভারতবর্ষ অর্থনৈতিকভাবে এখন গোটা বিশ্বে চতুর্থ স্থানে আছে। ভারত খুব শীঘ্রই তৃতীয় স্থানে যেতে চলেছে। তাই যাতে যুদ্ধ হলে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে কোন ছাপ না পড়ে তাই সুকৌশলে অন্য এক রণনীতি তৈরি করেছে ভারত সরকার। সেই সঙ্গে এই যে ৯ টি জঙ্গি ঘাঁটিতে পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের বদলা নিল ভারত সেটাও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কারণ যে ৯ টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পূর্বে এই জঙ্গি ঘাঁটিগুলো থেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে একাধিক জঙ্গি ভারতের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে। মুরিদকে যে জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ভারত সেইখানেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল মুম্বাই হামলার অন্যতম জঙ্গি আজমল ক্যাসভ। বাহালপুরে যে জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে সেখানে ছিল মৌলানা মাসুদ আজাহারের একটি মাদ্রাসা। এই মাসুদ আজহারের ১০ জন পরিবারের সদস্য এই হানায় নিকেশ হয়েছে। এই মাসুদ আজহার ভারতের বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। পূর্বে ভারত যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল সে নিয়ে বিরোধীদের অনেক প্রশ্ন ছিল। এবার আর সেসব প্রশ্ন ওঠার কোন প্রশ্নই নেই, কারণ ভারতের সেনাবাহিনী যেমন প্রেস বিবৃতি দিয়ে ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সামনে এনেছে তেমনি অন্যদিকে পাকিস্তানও স্বীকার করে নিয়েছে এই এয়ার স্ট্রাইকের ঘটনা। পাকিস্তানে দেখা গিয়েছে এই যে এয়ার স্ট্রাইকে নিহত জঙ্গিদের জাতীয় পতাকায় কফিন জড়িয়ে শহীদের মর্যাদা দিতে। যে দৃশ্য প্রমাণ করে পাকিস্তান যে গত ৩০ বছর ধরে জঙ্গিদের মদত দিয়ে আসছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে ভারতের এই অপারেশন সিঁদুরের পর সারা বিশ্বজুড়ে একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছে। সারা বিশ্ব এখন বুঝতে পারছে ভারত কতটা শক্তিধর দেশ হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। যেটা বিশ্বের অনেক দেশই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মুখে যতই বলুক যে মোদি আমার বন্ধু। তার গলাতেও কিন্তু একটা হতাশার সুর। তিনি ভারতের প্রত্যাঘাত শোনার পর হোয়াইট হাউসে বলেন, এটা লজ্জার এইমাত্র খবর পেলাম মনে হয় অতীতে যা হয়েছে তার ভিত্তিতে কিছু একটা হতে চলেছে মানুষ তা জানতো। অনেকদিন ধরে ওরা লড়ছে আশা করছি দ্রুত এই সংঘাত থামবে। চীনের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, আজ ভারতের সামরিক অভিযানের ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করছে বেজিং। যদিও বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন জাপান, ফ্রান্স, কাতার, জার্মান, গ্রীস, ইসরাইল ভারতের পাশে থাকারই বার্তা দিয়েছে। ভারতের আরেক প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ভারতের এই ঘটনায় নাকি উদ্বিগ্ন। ভারত পাকিস্তান সামরিক সংঘাতে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ সে দেশের অন্তবর্তী সরকার থেকে রাজনৈতিক দলগুলিকে কার্যত একই সুরে বলেছে বিবদমান ২–প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আরও সংযত হতে হবে না হলে আঞ্চলিক শান্তি এবং শৃঙ্খলা ছিল তা নষ্ট হবে। যদিও ভারত পাকিস্তান বা বাংলাদেশের কাছ থেকে কোন উপদেশ শুনতে নারাজ। মূলত বিশ্বের শক্তিধর ২ দেশ চীন এবং আমেরিকা ভারতের এই উত্থানে যথেষ্ট বিব্রত এবং হতাশ এ কথা বলাই যেতে পারে। প্রসঙ্গত, আরো একটা বিষয়ে বলা দরকার ইতিমধ্যে সামরিক শক্তিতে ভারত ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং এই মুহূর্তে মিসাইল উৎপাদনে গোটা বিশ্বের মধ্যে ১ নম্বর স্থানে আছে ভারতবর্ষ। ২৬ ধরনের মিসাইল ভারত তৈরি করতে পারে এবং এর জন্য অবশ্যই যার ভূমিকা অনস্বীকার্য তিনি হলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম। তাঁর হাতে তার হাত ধরেই ভারত মিসাইল উৎপাদনে দক্ষতা দেখিয়েছে। সম্প্রতি ভারত নিজের প্রযুক্তিতে ৩টে যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়ে উদ্বোধন করায়, সেটা দেখে গোটা বিশ্ব চমকে গেছে। প্রসঙ্গত, ভারতের অপারেশন সিঁদুরের রণকৌশলে গোটা বিশ্ব এবার ভারতকে আরও সমীহ করে চলবে। ভারতকেও এখন আরও মেপে আগামীদিনে পা ফেলতে হবে। তবে আগামীদিনে 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' – এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

খনালগ্নে অপারেশন সিঁদুরে হতবাক আলেকজান্ডার

প্রথম পাতার পর

ভারতের রণংদেহী মনোভাব বুঝে ইলহাম হেইদার ওগলু আলিয়েভের দেশ আজারবাইজান, রেজেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের রাষ্ট্র তুরস্ক ও শি জিনপিংয়ের পূর্ব এশিয়ার মুরুব্বি চীন যে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতায় পাকিস্তানের পাশে থাকবে এটাও অপ্রত্যাশিত মোটেও নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে বক্তব্য, এটা লজ্জার। আশা করবো দুই দেশ তাদের সমস্যা মিটিয়ে নিতে সক্ষম হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব অ্যান্টনিয়ো গুতেরেস আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, বর্তমান বিশ্ব এখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সামরিক সংঘাত বহণ করতে অক্ষম। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ার এই নয়া অপারেশন সিঁদুর ইস্যুতে আমেরিকা ও রাষ্ট্রপুঞ্জ মধ্যপন্থার রাস্তায় ওয়েট এন্ড সি নীতি অবলম্বন করে জল মাপতে শুরু করেছে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে সাম্প্রতিক কালের ভারত বৈশ্বিক পরিসংখ্যানে অর্থনীতির বুলফাইটে পঞ্চম ও সামরিক তেজস্বীতায় চতুর্থ স্থানে বিরাজ করছে। সুতারাং আত্মমর্যাদা ও আত্মরক্ষার আঙ্গিকে ভারতকে পাকিস্তানের মতো বহির্বিশ্বের কারও অনুমোদন নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই, এই দেশের নিজস্ব পরশ্রীকাতরতার সমালোচনা যে এক বিশ্ব নিন্দিত কাঁকড়া কালচারের উপাখ্যানের মতোই চির প্রতিষ্ঠিত। অপারেশন সিঁদুরই বা এই কালচার থেকে বাদ যায় কেন? সুতারাং চালাও নেতিবাচক পূতগন্ধময় খুল্লাম খুল্লা মন্তব্য। সোশ্যাল সাইটের উলঙ্গ স্বাধীনতার প্ল্যাটফর্মে। কলকাতার এক বহুল প্রচারিত দৈনিকের সিনিয়র সাংবাদিক এমনই এক অদ্ভুত সমালোচনার তির তাক করেছেন অপারেশন সিঁদুর নামকরণের উদ্দেশ্য। সোশ্যাল সাইটে। দেশাত্মবোধের আত্মঘাতী সমালোচনার তালিকায় রয়েছেন এক প্রতিথযশা সঙ্গীতশিল্পীও। তিনি এক বাংলা ওয়েবনিউজে বিবৃতি দেন, যাঁরা দেশপ্রেম দেখাচ্ছেন, তাঁরা এই গাছেদের পুড়ে যাওয়া, গাছের সঙ্গে কত নিরীহ পাখি, পোকামাকড় মারা যাওয়া নিয়ে কিছু বলছেন না।...সিঁদুর দেখাচ্ছে? কীসের অপারেশন সিঁদুর! আর বেশি বলতে চাই না। আমার মুখ দিয়ে এবার আর বললে খারাপ খারাপ কথা বেরোবে!

সিন্ধুর তীরে দাঁড়িয়ে আলেকজান্ডার একটি ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন, সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ। ম্যাসেডোনিয়ার এই অধিপতি বোধ হয় প্রায় ২ হাজার বছর আগেই অনুমান করেছিলেন আজকের অপারেশন সিঁদুর বিতর্কটা!

নাম পরিবর্তন

আলিপুরের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেফিট বলে আমি ঘোষণা করছি যে আমার মৃত স্বামী সমীর নাহার নাম ভোটার কার্ডে নাহা সমীর বলে উল্লিখিত আছে। সমীর নাহা, পিতা মনোরঞ্জন নাহা ও নাহা সমীর, পিতা মনোরঞ্জন এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

ভারতী নাহা
সুকান্ত পল্লী, বিবিটি রোড, মহেশতলা, কলকাতা–৭০০১৩৯

২০ বছরের বেশি পুরনো বাড়ির ছাদে হোর্ডিং নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় ২০ অথবা তার অধিক বছরের পুরনো বাড়ির ছাদে লোহার হোর্ডিং কাঠামো লাগানো যাবে না। আবার নতুন বসতবাড়ি বা নতুন বাণিজ্যিক বাড়ির ছাদে লোহার চার কোণা হোর্ডিং কাঠামো বসাতে কলকাতা পৌরসংস্থার লাইসেন্স ও বিল্ডিং দপ্তরের যৌথ সম্মতির প্রয়োজন। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞাপন লাগানো হয়। সম্প্রতি পৌর মহাধ্যক্ষ বিল্ডিং দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনায় এই সমস্যার কথা উঠেছে। উত্তর থেকে মধ্য কলকাতার বহু বাড়ি বয়সের ভারে জীর্ণ, যেগুলি ভারী লোহার কাঠামো বহন করার ক্ষমতা হারিয়েছে। ছাদে অথবা চিলেকোঠার ছাদে ফাটল ধরেছে ও ওই ফাটল দিয়ে গাছ বেড়িয়েছে। সেই ছাদে লোহার হোর্ডিং কাঠামো লাগানো রয়েছে। কালবৈশাখী এসে গিয়েছে যে কোনও সময়ে ওই হোর্ডিং–এ প্রবল গতিবেগে আসা বাতাস বাঁধা পেয়ে বড়োসড়ো বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। মহানাগরিক দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়তে তদন্তের পর মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম নিজ বিল্ডিং দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল উজ্জ্বল সরকারকে নির্দেশ দেন, ২০ বছর বা তার বয়সের পুরনো বাড়ির অথবা বাণিজ্যিক বহুতলের ছাদে লোহার বিমের ভারী বিজ্ঞাপন কাঠামোতে বিজ্ঞাপন ফ্লেক্স টাঙানো যাবে না। যেসব ফাটল ধরা বাড়ির ছাদে ইতিমধ্যেই লাগানো আছে, সেগুলোর মেয়াদ শেষে নতুন করে হোর্ডিং লাগাতে গেলে লাইসেন্স ও বিল্ডিং দপ্তরের অনুমোদন নিতে হবে।

এবার পুলিশকে নিয়ে মারা হবে মশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও চিকনগুনিয়া সহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে সদা সতর্ক কলকাতা পৌরসংস্থা। পৌর স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা পৌর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় থাকা বাড়িগুলিতে পুলিশের সাহায্য নিয়ে তালা খুলে সেখানে থাকা মশার লার্ভা নিধন করা হবে। সেজন্য কলকাতা পৌর এলাকার সমস্ত থানার সাহায্য চেয়ে কলকাতা পুলিশের নগরপালকে চিঠি দিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষ ধবল জৈন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় থাকা বাড়িগুলিতে তালা ভেঙে ঢোকার আইন রয়েছে কলকাতা পৌর নিগম আইন, ১৯৮০ –তে। সেই আইনানুযায়ী, তালা দেওয়া বাড়ির তালা ভেঙে বাড়িতে ঢোকার সময় দুজন সাক্ষী থাকতে হবে। তাদের মধ্যে একজন হবেন স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ও দ্বিতীয় জন হবেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনও এক প্রতিনিধি। আইনানুযায়ী, পৌরসংস্থা বাড়ির ভেতরে মশা মারার সমস্ত কার্যকলাপ করে শেষে নতুন তালা লাগিয়ে দেবে। এ প্রসঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক তথা স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, 'কলকাতা শহরে অনেক তালাবন্ধ বাড়ি ও কারখানায় পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রবেশ করতে পারেন না। নাগরিক স্বার্থে পৌরসংস্থার স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করার সময়ে স্থানীয় থানার পুলিশের উচিত ওই স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে দাঁড়ানো।'

শহরে জায়গা নেই বড়ো গাছের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য, কলকাতা পৌর এলাকায় বড়ো গাছ লাগানোর জায়গা নেই। কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউতে বড়ো লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আয়লার তাণ্ডবে বেশিরভাগ বড়ো গাছ উপড়ে যায়। আসলে কলকাতার বেশির এলাকার মাটি প্রায় খোঁড়াখুঁড়িতে আলগা হয়ে রয়েছে। তাই খাস কলকাতায় নতুন করে বড়ো গাছ রোপণ করা ঠিক হবে না। তাই মূল কলকাতায় কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া মতো গাছের সংখ্যা দ্রুত কমছে। অনেক যত্নআত্তির পরও রক্ষা করা যাচ্ছে না। ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই কলকাতা শহরে বায়ুদূষণ কমাতে রাস্তার মাঝে চার থেকে সাড়ে ৪ ফুটের ছোটও গাছ রোপণ করা হচ্ছে। অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ছে। কার্বন–ডাই–অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্যাসের দূষণ কমবে।

বিক্রমগড় ঝিল সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার বিক্রমগড় ঝিল সংস্কারের কাজ শুরু হল। ঝিলে মেশিন নামিয়ে কচুরিপানা পরিষ্কারের মাধ্যমে কাজের সূচনা হয়। সম্প্রতি ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত এই ঝিল সংস্কারের বিষয়ে পৌরসংস্থার মাসিক অধিবেশনে প্রশ্ন তোলেন। জবাবে পরিবেশ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'নতুন করে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ওই ঝিল সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকায় ঝিল সংস্কারের কাজ শুরু হবে। এর পাশাপাশি ঝিলের চারপাশে হাঁটার রাস্তা তৈরি করা হবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় ৩০ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে থাকা এই বিক্রমগড় ঝিল দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ফুসফুস বলে বিবেচনা করা হয়।

কলকাতায় আজও ৪০ মিলিয়ন গ্যালন ভূগর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে!

বরুণ মণ্ডল : ভূ–গর্ভস্থ জলের উপর ভরসা কমাচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা, কমানো হচ্ছে ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবহার। কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে কী এই তথ্য আছে যে, কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে কোন এলাকা থেকে এখনও কত পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে? ভূগর্ভস্থ জল এখনও কী প্রয়োজনে উঠছে? তা বন্ধের কোনও ভাবনাচিন্তা আছে কী? বর্তমানে কত পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে জানা গেলে পরিস্রুত জল উৎপাদন ও বাড়াবার প্রয়োজন দেখা যাবে? উত্তর কলকাতা ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন উপরিউক্ত বিষয়ে পলিশি পরিকল্পনা নিয়ে কিভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়?

উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দপ্তর মেয়র পারিষদ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বর্তমানে সমগ্র কলকাতায় গড়পড়তা ৪০ মিলিয়ন গ্যালন ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন ও সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে ৩৫ মিলিয়ন গ্যালন জল উত্তোলিত হয় দক্ষিণ

কলকাতার সংযোজিত এলাকার যাদবপুর–টালিগঞ্জ, কসবা, বেহালার সরসুনা, ঠাকুরপুকুরে। এলাকাটা মূলত ১০–১২ নম্বর বরোর কয়েকটি ওয়ার্ডে। এইসব এলাকার আজও ভূপৃষ্ঠের পরিস্রুত পানীয় জল পাঠানো যায়নি। এর পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ করা হয়। এই পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল যাতে তুলতে না হয়। সেজন্য ধাপার জলহিন্দ জল প্রকল্পে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা ব্যয় করে নতুন একটি ২০ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত জল উৎপাদনের কাজ অতি দ্রুত গতিতে নির্মাণ কাজ চলছে। আর গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজের নিকটেই ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদন প্রকল্পের কাজ চলছে। পাঁচ মিলিয়ন গ্যালন জল একটি মার্কেটে উৎপাদন প্রকল্পে কাজ হচ্ছে।

সঙ্গে করে আনুমানিক ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২ বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। এবং প্রয়োজনীয় পাইপলাইনের কাজও চলছে। এছাড়াও ৩৩০ টাকার প্রকল্প জমা দেওয়া হয়েছে। এইসব প্রকল্পের কাজ শেষ হলে পরে ভূগর্ভের জলের নির্ভরশীলতা আর এতোটা থাকবে বা। কলকাতা পৌর এলাকায় দৈনিক জলের চাহিদা ৫১৫ মিলিয়ন গ্যালন। কিন্তু চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য বজায় থাকে না। এই ৪০ মিলিয়ন গ্যালন ভূগর্ভস্থ উত্তোলিত জলের মধ্যে প্রায় পুরোটাই মেগা হাউজিং প্রজেক্ট গুলোর মধ্যে আছে।

হিসেব–নিকেশে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক দিনের চাহিদার ৭.৭ শতাংশ জল ভূগর্ভ থেকে তোলা হচ্ছে। তবে কলকাতা পৌরসংস্থার এই সমস্ত প্রজেক্টগুলি হয়ে গেলে আর এতোরা ভূগর্ভস্থ জল তোলা হবে না। দৈনিক চাহিদার কমবেশি ২ শতাংশ জল ভূগর্ভ থেকে তোলা হবে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন।

অ্যাডমিট কার্ড, জন্ম তারিখের শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড হল, জন্ম সাল–তারিখের একটা শংসাপত্র সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারও একটা শংসাপত্র। এবার ২০২৫–এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৬,৪৫২ জন হাতে করে মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও অ্যাডমিট কার্ড নিয়েও পরীক্ষা দিতে এল না। এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ২,৩৩৪ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ ৪,১১৮ জন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এই ধরনের ছাত্রছাত্রী প্রতিবছরই কমবেশি থেকে থাকে। এটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। জানুয়ারি মাসে অ্যাডমিট কার্ড হাতে করে নেওয়া সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসেনি। ২০২৪ সালে নিয়মিতদের মধ্যে এরকম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪,৮৩৯ জন। এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১,৭৭১ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩,০৬৮ জন। ২০২৩ সালে এরকম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল একটু বেশি ৭,৪৫০ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৫,০৬৯ জন।'

কলকাতায় উচ্চ মাধ্যমিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ফলাফল ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৮ সালে বার্ষিক পদ্ধতির যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচনা হয়, ২০২৫ সালে তার শেষের ফলাফল হল গত এক দশকের সেরা ফলাফল। ৭ মে'র অপরাহ্নে চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে গিয়ে সংসদ সভাপতি অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য আরও বলেন, '২০২৪ থেকে শুরু হওয়া সেমিস্টার পদ্ধতির উচ্চ মাধ্যমিকে বছরে দুবার সংসদ থেকে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হবে। একটা তৃতীয় এবং আরেকটা চতুর্থ সেমিস্টারের ফলাফল। তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল ঘোষিত হবে ২২ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর অতি দ্রুততার সঙ্গে। চতুর্থ সেমিস্টারের প্রথম ১০ স্থানের ফলাফলও ঘোষিত হবে।'

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলাভিত্তিক পাসের হারে রাজ্যে তৃতীয় স্থানে থাকা কলকাতা জেলায় পাসের হার ৯৩.৪৩ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কলকাতা জেলার ২৭,২৮৩ জন ছাত্রছাত্রীকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অ্যাডমিট কার্ড বিতরণ করে। আর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন ২৭,১১৯ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১২,৭০৩ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১৪,৪১৬ জন। ছাত্রদের মধ্যে পাস করেছে ১১,৮৭৮ জন(পাসের হার ৪৬.৬৮ শতাংশ) আর ছাত্রীদের মধ্যে পাস করেছে ১৩,৫০৮ জন (পাসের হার ৫৩.৩২ শতাংশ)।

কলকাতা জেলা থেকে ৬০ শতাংশ এবং ৬০ শতাংশের ১২,৮০৪ জন(এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৫,৩৯৭ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৭,৪০৭ জন)। 'এএ' গ্রেড(৯০–১০০) পেয়েছে ৫৩৩ জন(ছাত্রের সংখ্যা ১৮৮ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৩৪৫ জন)। 'এ+' গ্রেড(৮০–৮৯) পেয়েছে ২,৩৭৫ জন(ছাত্রের সংখ্যা ৯৫০ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১,৪২৫ জন)। 'এ' গ্রেড(৭০–৭৯) পেয়েছে ৪,৩৭০ জন(ছাত্রের সংখ্যা ১,৮২২ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২,৫৪৮ জন)। 'বি+' গ্রেড(৬০–৬৯) পেয়েছে ৫,৫২৬ জন(ছাত্রের সংখ্যা ২,৪৩৭ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৩,০৮৯)। অন্যান্য প্রতি গ্রেডেই ছাত্রীদের পাসের হার ছাত্রদের ছাপিয়ে যায়। এ থেকেই প্রমাণিত হয় কলকাতা জেলায় ছাত্রী পড়ুয়াদের পড়াশুনা আগ্রহ নিত্যদিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে।

এরই সঙ্গে প্রথম ১০টি স্থানের মেধা তালিকায় মোট ৭২ জনের মধ্যে কলকাতা জেলার ছাত্রছাত্রী রয়েছে মোট ৪ জন। অষ্টম স্থানে(৯৮.০ শতাংশ নম্বর) রয়েছে ২ জন দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটের পাঠ ভবনের ছাত্র তথাগত রায় ও পর্ণশ্রীর বেহালা হাই স্কুলের(উ.মা.) ছাত্র অঙ্কিত চক্রবর্তী আর নবম স্থানেও(৯৭.৮ শতাংশ নম্বর) রয়েছে ২ জন নারকেলডাঙার টাকি হাউস গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড মাল্টিপারপাস স্কুল ফর বয়েজের ছাত্র সৌনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তর কলকাতার বিধান সরণির বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের(উ.মা.) ছাত্রী সৃজিতা দত্ত।

এদিকে সেই পর্ণশ্রীর শাও পাবলিক গার্লস স্কুল থেকে সর্বভারতীয় 'ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট (আইএসসি) বা দ্বাদশ শ্রেণিতে কলা বিভাগে সম্ভাব্য তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে পর্ণশ্রীর শকুন্তলা পার্কের শ্যাম সুন্দর পল্লির বাসিন্দা শুচিস্মিতা চক্রবর্তী। আইএসসিতে মোট ৪০০ নম্বরের মধ্যে শুচিস্মিতার প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৮। আইনজীবী সমিত চক্রবর্তী"র কন্যা শুচিস্মিতার ভবিষ্যতে দেশের প্রশাসনিক স্তরের উচ্চপদস্থ আইএএস অফিসার বা ডব্লুবিসিএস(এক্সিকিউটিভ) অফিসার হওয়ায় কামনা।

বার্তা

রাস্তাতেই : প্রতিদিন আঁকুপুর চটি বাসস্ট্যান্ডে রাস্তার পাশে ঘণ্টা তিনেক ধরে চলে ছানা বিক্রি। দাবি উঠেছে স্থায়ী বাজারের। **ছবি : অভীক মিত্র**

বিপাকে : রবীন্দ্র সদন সংলগ্ন রাস্তায় সরকারি কবি প্রণামের মঞ্চ বিপাকে ফেলেছে নিত্যযাত্রীদের। প্রশাসনের এহেন কাজ উদ্বুদ্ধ করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে অন্যান্য সংগঠকদের। ভুগতে হচ্ছে আমজনতাকে। **ছবি : প্রীতম দাস**

দোকানে আগুন : বুধবার দুপুরে পোদ্দার কোর্ট বিল্ডিং এর একটি ইলেকট্রিকের দোকানে আগুন লাগে, দোকানের কর্মী ও দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন,ভয়াবহ আকার নেয় নি। **ছবি : অভিজিৎ কর**

মহাযজ্ঞ : দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজের শ্যামপুরে ভারত সেবা সংঘের বালিগঞ্জ শাখার উদ্যোগে শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দজী মহারাজের পূজা এবং যজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল। এখানে মহারাজের আশ্রম ও হাসপাতাল সহ মন্দিরও তৈরি হবে। **ছবি : অরুণ লোধ**

সাদিবস

সুবীর পাল

রবিঠাকুরের ভাষায়, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে বলে। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাই তো ধরণীর অর্ধ অধীশ্বরী নিজস্ব কন্যা আজ অন্তরীক্ষে, সাগরিকায়, ধরিত্রীরে নব রূপে বারেবারে একমেবাদ্বিতীয়ম রাজ রাজেশ্বরী আধারে পল্লবিত। না না, এ কোনও কল্পকথার স্বপ্নালোকের শব্দ বিলাসী সুখ বর্ণনা নয়, এ যে অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী"র নানা সত্যমেব কতকথার এক অপার সৌন্দর্যময় জীবন বৃত্ত। হয়তো সেই জীবন উপমার বৃত্ত সরণীতে ভারতীয় ললনারা অফুরাণ নীল আকাশে পাখির পালক ডানার মতো মহোময় উড়াণে কখনও বিশ্বশ্রেষ্ঠা। আবার কখনওবা সে সরু বিপদ সংকুল জলজ চলনে দেশের একমাত্র বলনে নন্দিনী। তেমনই গভীর রাতে তিলোত্তমার কংক্রিট পিচ রাস্তায় মধ্যরাতে লোলুপ পুরুষ মত্ততার মাই ফুটে কখনও মহিষীর অতন্দ্র ইতিউতি ড্রাইভারী।

তাইতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এমন যুগেও হে নারী তুমি শুধু নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্বশী নও। তুমি আজ আমাদেরই এই সমাজে বীরাঙ্গনা, স্বপ্নদর্ষিণী ও পূজিতাও। আর সেই নারী বন্দনার যজ্ঞ উপাচারে সিটি অফ জয়ের এক বণিকসভায় সম্প্রতি মন্দ্রিত হলো এক সুচারু অঙ্গনা স্তব। সেই রমণীয় সভা ঔজ্জ্বল্যেই প্রজ্জ্বলিত হল ভারতীয় নারী উড়াণে এক অপরূপ বিশ্ব বিজয়গাঁথা। সেটা আবার কেমনতর? এখানে হাজির ছিলেন এ ৩২০ এয়ারবাসের ক্যাপ্টেন নন্দিতা হালদার। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে যত পাইলট আছেন তাঁদের মধ্যে মহিলা পাইলটের সংখ্যা মাত্র ৫ শতাংশ। কিন্তু মজার বিষয় হল ভারতের মহিলাদের জন্য এই সংখ্যাটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। আমাদের দেশে যতজন বিমানচালক রয়েছেন তাঁদের মধ্যে পনেরো শতাংশ হলো নারী। যদিও এই নারী শতাংশের হার দ্রুত আরও

নগর নন্দিনীর স্বপ্নগাঁথায়

উপমার উপাখ্যান

বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদী। তাঁর বক্তব্য, সারা বিশ্বের নিরিখে বিমানচালিকা হিসেবে ভারতীয় নারীদের স্থান আজকের দিনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রকৃতই সর্বাধিক। যা সত্যি গর্বের। বিমানচালিকার তথ্য দিতে গিয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ হালহকিকৎ সভায় উদ্ঘাটন করলেন। তিনি বলেন, নানা ইস্যুতে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বৈরীতা রয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় ওদের কাছে আমাদের শেখার আছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান আমাদের থেকে সিংহভাগ ক্ষেত্রে ধারে ও ভারে বহু যোজন পিছিয়ে রয়েছে। তার উপর সেটি একটা কট্টর মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র। তবু পৃথিবীর মধ্যে পাকিস্তান হল এমন একটিমাত্র দেশ যেখানে বায়ুসেনার মধ্যে মহিলা পাইলট নিহিত রয়েছে। যে দৃষ্টান্ত এই বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই।

নীল অনন্ত আকাশের বুকে ভারতীয় মহিলা পাইলটদের উড়ন্ত অসীম গড়িমার আত্মকথা শুনতে শুনতে উপস্থিত শ্রোতারা অনেকটা বিভোর যখন হয়ে উঠেছেন, ঠিক তখনই হাস্যমুখে সভাস্থলে মধ্যমণি হয়ে উঠলেন রেশমা নিলোফার বিশালাক্ষ্মী। ভারতীয় মহিষীদের অন্তরীক্ষ বিজয়ের শৌর্য কাহিনী শোনার পর এবার যে তাই জলবক্ষের অবাধ অদ্বিতীয়া জলকন্যার এক স্বপ্নময় কাহিনী শোনার জন্য কর্ণদ্বয়ের উসখুশ যে ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। রেশমাদেবীর জন্ম ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সালে তামিলনাড়ুতে। রাঁচির বিড়লা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিই উত্তীর্ণ হোন। ২০১৮ সালে তিনি মেরিন পাইলট পদে আসীন হয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত তৈরি করেন। সেই কারণে ২০১৯ সালে দেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে নারী শক্তি পুরস্কার গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরে কর্মরত। ভারতের মেরিন ইতিহাসের তিনি এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ৩৬ বছরের এই মহিলা ভারতের প্রথম ও একমাত্র মহিলা মেরিন পাইলট হিসেবে এক অনন্য সম্মান অর্জন করেছেন।

এহেন বিরল গৌরবের অধিকারিণী রেশমাদেবী বলেন, আমি সেই ভাগ্যবান ভারতীয় মহিলা যিনি দেশের মধ্যে প্রথম ও এযাবৎকালের মধ্যে একক মহিলা মেরিন পাইলট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। এই প্রাপ্তি আমার কাছে মোটেই সহজ ছিল না। সারা দেশে মধ্যে যা কেউ করেননি সেটা আমাকে করতে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি প্রতিটি বাধা নিজের অদম্য জেদের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছি। তিনি আরও বলেন, আমার পেশায় যেখানে সবাই পুরুষ। আমি একা নারী। এই অসমতার জড়তা কাটাতেও মনে মনে আমাকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। তবে সহকর্মীদের কাছে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি। জাহাজ চালাতে গিয়েও কম সমস্যার মুখোমুখি হই না। যাত্রাপথ সরু ও নাব্যতাও কম। ফলে পন্যবাহী জাহাজ চালানোটা গঙ্গার বুকে ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। তবে কোনও ঝুঁকির কাছে আমি মাথা নত করি না। বরং মুখোমুখি মোকাবেলা করি সবসময়। রেশমা নিলোফার বিশালাক্ষ্মীর বক্তব্য মুহূর্তে নারী বন্দনার এই সভায় যেন এক পিন ড্রপ সাইলেন্স পরিস্থিতি। সেই ঘোর কাটতে না কাটতেই আরও এক বিদুষী মহিলা মাইক্রোফোনের সামনে উপস্থিত। দেখতে বেশ ঝকঝকে। চলতি বাংলাতেই কথা বললেন দীপ্তা ঘোষ। বছর ৩৫ বয়স। পড়াশোনা বলতে জলপাইগুড়ি থাকাকালীন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা। বাবা নেই। মাকে ছেড়ে অন্যত্র চাকরি করার কথা ভাবতেই পারেনি। তাঁর মা যে সব। মা যে তাঁর কাছে একটা গোটা পৃথিবী। তাই চাকরির বাঁধাধরা গদে জীবন না কাটিয়ে মায়ের উৎসাহেই কিনে ফেলা একটা সাদা রঙের গাড়ি। নম্বর ডাবলুবি ০৫ ৮১৯৮। একই সঙ্গে অ্যাপ ক্যাবে যোগ দেওয়া।

এ যেন তিলোত্তমা নগরীর এক অভিনব বহির্পুরবাসিনীর তিলোত্তমার রূপকথা। কলকাতা শহরের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার মহিলা ক্যাব ড্রাইভার। তিনি বলতে থাকেন, প্রথম প্রথম একটু আরষ্ঠতা ছিল। তাই তখন দিনে গাড়ি চালাতাম। রাতে গাড়ি চালাতাম না। যত সময় গেছে আত্মবিশ্বাস তত বেড়েছে। তাই এখন খুব প্রয়োজন পড়লে রাতেও গাড়ি চালাই মাঝেমধ্যে। বাঁশদ্রোনীর বাসিন্দা এই মহিলা ক্যাব চালক বলেন, সেই অর্থে আমি খুব একটা অসহ্যকর পরিস্থিতিতে এখনও পড়িনি পুরুষ যাত্রীদের থেকে। তবে বেশিরভাগ যাত্রী আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কারণ তাঁরা ভাবতেই পারেন না এই শহরে ক্যাবের চালক হিসেবে একজন মহিলা তাঁদের সামনে গাড়ি নিয়ে আচমকা এসে হাজির হবেন। এটা অবশ্য আমি খুব এনজয় করি। তিনি আরও বলেন, কলকাতা শহরকে আমি খুব ভালোবাসি। এই শহরের মানুষেরাও আমাকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছে। আমি নারী হয়ে কলকাতায় ক্যাব নিয়ন্ত্রিত গাড়ি চালাই। যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিই। সঙ্গে আমার জীবন লক্ষ্যেও ক্রমশঃ পৌঁছাতে থাকি এই মহানগরের স্বপ্নময় সরণি বেয়ে। এই সিটি অফ জয়ের ক্যানভাসে নারীর তুলিতে নন্দিনী যে প্রকৃতই বিশ্ববন্দিত আকাশচারিণীর আঁকিবুঁকি। গঙ্গাবক্ষের ক্রুজের চালক আসনেও এই নারীই আবার গোধূলি রঙ ছটায় একাকিনী মিটমিট দুরন্ত চকচকে শুকতারা। আবার সেই অভিষিক্তা শহুরের সর্পিল রাস্তার চেনা অচেনা বর্ণময় লাইনস্কেপে ক্যাব স্কেচিংয়ের চলন্ত আলপনায়।

দুগ্ধ উৎপাদন করে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেল সুন্দরবনের মহিলারা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

দুধ উৎপাদনে রাজ্য একটা জায়গা করে নিয়েছে দেশের মধ্যে। সুন্দরবনে মূলত কৃষি কাজের পাশাপাশি জঙ্গলে মধু সংগ্রহ, নদীতে মাছ কাকড়া ধরা এটাই প্রধান জীবিকা। গত জি২০ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের হাতে সুন্দরবনের মধু তুলে দেওয়া হয়েছিল, যা বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে প্রত্যেকের। এই বিপদ সংকুল সুন্দরবনে একাধিক হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণে অনেক সময় প্রাণও যায়। এই ধরনের বিপদ থেকে বাঁচাতে ও বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন 'বনফুল' নামে একটি সংস্থা।

কুলতলি, গুড়গুড়িয়া, ভুবনেশ্বরী, মৈপীঠ, বৈকণ্ঠপুর ও দেউলবাড়ি দেবীপুর এলাকার গৃহবধূ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে, যে সমস্ত বাড়িতে দুগ্ধবতী গাভী আছে সেখান থেকে দুধ সংগ্রহ করে তা প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে দেশি ঘি উৎপাদন করছে এই সংস্থা। সেই ঘি বিভিন্ন বাজারে বিক্রিও হচ্ছে। এভাবেই জঙ্গলে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে আগামীদিনে তাদের সংসারে স্বচ্ছতা আনতে পারবে।

রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চের সাহিত্যসভা ও সমাজবন্ধু সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ এপ্রিল রবিবার গাজীপুরে রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল মাসিক সাহিত্য সভা ও সমাজবন্ধু সংবর্ধনা। এলাকার ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষদের বিশেষ করে গৃহবধূদের উপস্থিতি ও গান আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মইদুল শেখের মাউথ অরগ্যান ও উত্তম প্রামাণিকের গিটারে সঙ্গীত, স্বরচিত গল্প পাঠ, কবিতা পাঠ আগত অতিথিদের মুগ্ধ করে। ‘ওঠো গো ভারতলক্ষ্মী’ পরিবেশন করেন মেহেরুন্নেসা এছাড়াও বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ি দেশের সামাজিক অবস্থানের উপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক অঞ্চল প্রতিনিধি আহমেদ আলী মোল্লা বিশিষ্ট কবি ও রাজনৈতিক কর্মী সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন। এলাকার পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মজীবি (মুচি, মেথর, নাপিত, জেলে, কুম্ভকার, কৃষক ইত্যাদি) মানুষদের তাদের পেশার জন্য সম্মান জানানো হয়। প্রায় ২০০ জনের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রিনা পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক সুশান্ত মণ্ডল, ডাক্তার হাবিব মোল্লা, বিশিষ্ট সমাজকর্মী বেনজির মানব, অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, তাপস পাত্র, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা দায়িত্ব পালন করেন কবি গালিব হিকমত।

একাডেমী মঞ্চে নাট্যার্ঘ্য দলের জন্ম দিবস

স্থান একাডেমি মঞ্চ
কৃষ্ণ চন্দ্র দে

নয় নয় করে নাট্যার্ঘ্য দল ৪৮ বছরে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে একাডেমী মঞ্চে উদযাপিত হল জন্মদিন পালন ও সেই সঙ্গে একটি মনোজ্ঞ নাট্য সন্ধ্যা। দলের নতুন প্রযোজনা নাটক ‘আলোয় ফেরা’। প্রতিবছর এই জন্মদিনটিকে স্মরণ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে নাট্যার্ঘ্য এবং ওই বিশেষ দিনটিতে তারা প্রত্যেক বছর একজন নাট্য বন্ধুকে সম্মাননা জ্ঞাপন করে থাকে। আজকের অনুষ্ঠানে এমনই প্রকৃত একজন নাট্য বন্ধুকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল প্রাপক বিখ্যাত নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা উৎসব দাস, জ্ঞাপক গড়িয়া একত্রে দলের কর্ণধার ও নাট্য পরিচালক ভাস্কর সান্যাল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতি শংকর দে, দলের সম্পাদক গোপাল হালদার দীপেন দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের স্মৃতি বিজড়িত এই নাট্যার্ঘ্য নাট্যদল। সঞ্চালনায় ছিলেন দলের সদস্যা স্বাগতা সেন। সঞ্চালক দলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও নানান কর্মসূচির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। দলের কর্ণধার দেবজিৎ ব্যানার্জি। প্রজ্বল ভাষায় দলের কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের কথা খোলাখুলি আলোচনা করলেন এবং দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের সম্বন্ধে বেশ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা দর্শকদের জন্য বিস্তৃত আকারে পরিবেশন করলেন এবং বললেন তাঁর হাত ধরেই তার এই নাট্য জগতে আসা।

এরপরে দলের পক্ষ থেকে সকল অতিথিবর্গকে বরণ করে নিলেন দলের সদস্যবৃন্দ। এবং ভাস্কর সান্যাল উৎসব দাসকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, স্মারক ও মিষ্টান্ন দিয়ে সম্মানিত করলেন। ছোট্ট ভাষণে উৎসব বললেন– দীপেন্দ্র সেনগুপ্তর হাত ধরে তারও নাটকে আসা। আজ তার নামাঙ্কিত স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ করেছি। তিনি আরো বললেন, থিয়েটারের সবাই আমার বন্ধু আমি কোন শত্রু দেখিনা। কথাটা ক্ষুদ্র হলেও এর বাঞ্জনা অপরিসীম। বিশেষ করে নাট্য দলগুলির কাছে কারণ আজ আর একা একা কোন লড়াই করা যায় না। একার কথা কেউ কানেও তোলে না তাই চাই সমবেত প্রয়াস। আমাদের সকলকে বেঁধে বেঁধে থাকতে হবে।

ভাস্কর সান্যাল হল দর্শকে ভরা দেখে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন, দর্শকদের উপস্থিতি দেখে খুব ভালো লাগছে। দর্শক ছাড়া আমাদের প্রকৃত কোন হিতৈষী নেই। তাই দর্শকবৃন্দকে নাটকের সাথে সাথে থাকার আবেদন করলেন।

পরবর্তী কার্যক্রম দলের নতুন প্রযোজনা নাটক ‘আলোয় ফেরা’। নাটক রচনা–সঙ্গীত–গানের কথা এবং নির্দেশনায় স্বয়ং দেবজিৎ ব্যানার্জি। আলোয় ফেরা নাটকে আমরা পাই মনীশ এক আদ্যপান্ত থিয়েটারের মানুষ। নাটকই তার ধ্যানজ্ঞান। তার সান্নিধ্যে আসে তিলোত্তমা। তাদের গুরু শিষ্য সম্পর্ক থেকে প্রেম ও বিবাহ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই অসম বয়সের প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের ভাবনা ও দর্শনে। এখন তিলোত্তমা হয়ে ওঠে তমা মুখার্জী। গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড এর একনামি চিত্র পরিচালিকা, তার নতুন ছবির কাজের জন্য খুঁজে চলে এক নতুন মুখ। এদিকে এই ছবির খবর বের হয় এক নিউজ পোর্টালে। ছবির নাম দেখে অডিশনে হাজির হয় মনীশ। ছদ্মবেশি মনীশকে দেখে চিনতে পারে তিলোত্তমা। কথায় কথায় উঠে আসে তাদের অনেক পুরনো সুখস্মৃতি। মনীশ বর্তমানে প্রায় ২৫টা আদিবাসী পরিবারের সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছে এক নাট্যগ্রাম। যার স্বপ্ন ওরা দুজনে দেখত কোন একসময়। তিলোত্তমা ফিরতে চায় সেখানে। এদিকে মনীশ তিলোত্তমার ছবিতে কাজ করতে রাজি হয়। শুটিং শেষে তিলোত্তমা যেতে যায় সেই নাট্য গ্রামে। কিন্তু মনীশ যা চায় না। বরং সে চায় নাটক ও চলচ্চিত্র একসাথে চলুক হাতে হাত ধরে। মনীশ থাক তার নাট্যগ্রাম নিয়ে আর তিলোত্তমা থাক তার ছবির সৃষ্টিতে মেতে। তিলোত্তমা মেনে নেয় সে কথা। তবুও সে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরতে চায়।

নাটকটি দেখতে দেখতে হারিয়ে গিয়েছিলাম সেই সাঁওতাল পল্লীতে, নাচগুলো ভালোভাবে কোরিওগ্রাফ করা সন্দেহ নেই। গান ও সুর বেশ খানিকটা আধুনিক ধাচের। ঠিক সাঁওতালি কথা ও সুর যেমন হয় তেমন নয়। সাঁওতালি গানের কথা ও সুর একটু অন্য মাত্রায় গাঁথা। তবুও নাচের ছন্দে শিল্পীরা মানিয়ে নিয়েছে ভালোভাবেই তার পরিচয় দিয়েছে। অভিনয়ে মনীশ চরিত্রে দেবজিৎ এবং তিলোত্তমা চরিত্রে রূপা মজুমদার সরকার অসামান্য মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। দেবজিৎ একেবারে অভিনয়কে অভিনয় না করে অভিনয়ে নিয়ে এলো। অবশ্যই এটা নো অ্যাক্টিং জোনের চরিত্র সেটা প্রথম থেকেই দেবজিৎ বুঝতে পেরেছে। এছাড়া যারা অভিনয় করলেন তারা– সুজিত বোস, রাজশ্রী মণ্ডল, গোপাল মুখার্জি, অনুসূয়া সান্যাল, মানস চ্যাটার্জী, সৃজা সরকার, আকাশ, ভাস্কর, সুব্রতা মৈত্র, স্বাগতা সেন, বাবলু দাস, সুজয় সেন, সোম, সুলতা হালদার।

আলো: বাবলু সরকার, মঞ্চ: অভিজিৎ নস্কর, আবহ: সন্দীপ মুখার্জী, নৃত্য নির্মাণে: অনুসূয়া সান্যাল, রূপসজ্জা: সৌরভ ভট্টাচার্য, ঋণ শিকার: সলিল চৌধুরী। নৃত্যে অনুসূয়া, সুলতা, অন্বেষা। নেপথ্যে গানে: সৃজা, শঙ্কর ও দেবজিৎ স্বয়ং।

সন্ধ্যাটা ভালই উপভোগ করলাম। ওদের সকলের আরো শ্রীবৃদ্ধি হোক।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্মারক বক্তৃতা

শ্রেয়সী ঘোষ : গত মঙ্গলবার ৬ মে দুপুর সাড়ে ১২ মিনিটে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সেমিনার কক্ষে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন কলেজের সেমিনার সাব কমিটি। সেই আলোচনার বিষয় ছিল Women and Media. বক্তব্য রাখতে এসেছিলেন বাংলা ছবির জনপ্রিয় পরিচালিকা, অভিনেত্রী, সাংবাদিক সুদেষ্ণা রায়। তিনি তাঁর ভাষণে মিডিয়ার নানান দিক তুলে ধরলেন সুচারুরূপে। স্বতঃস্ফূর্ত সেই বক্তব্যের পাশাপাশি তাঁর পরিচালিত কিছু ছবির ক্লিপিংস দেখানো হল। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন স্বনামধন্য অভিনেতা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং ওই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি ৩টি ধাপে তাঁর বক্তব্য রাখেন। প্রথম ধাপে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবন তুলে ধরেন, দ্বিতীয় ধাপে কলেজে এই স্মারক বক্তৃতা যবে থেকে শুরু হয়েছে সেই ইতিহাস তুলে ধরলেন ও তৃতীয় ধাপে তিনি বক্তার পরিচয় তুলে ধরলেন। অধিবেশনের শুরুতে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীরা মিলে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে, যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক ড. শান্তনু ভট্টাচার্য। কলেজের টিচার ইনচার্জ সুতপা দে স্বাগত ভাষণ দেন। দুই বক্তাকেই নানারকম উপহারে সম্মানিত করা হয়। অধ্যাপিকা ড. সোমঋতা গঙ্গোপাধ্যায় সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্মারক বক্তৃতা এবং ভক্তিগীতি সম্মেলন

হীরালাল চন্দ্র : গত ১ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত ‘বিবেকানন্দ সোসাইটির’ উদ্যোগে স্মারক বক্তৃতা ও ভক্তিগীতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনে সাবগর্ভ ভাষণ দেন ডক্টর তপন চক্রবর্তী, রাজেশ বসু, অচিন্ত্য মুখার্জি, আরাধনা পাল, পঙ্কজ ব্যানার্জি, মানস ভট্টাচার্য, সায়ন দাস, তিলক ভট্টাচার্য, প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা মাতাজী, স্বামী সেবাব্রতানন্দ, শশধর দাস, প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দেবারতি সেন, শম্পা রায়, সুমিতা রাও, করুণাময়ী ভট্টাচার্য, মিতা নাগ, হৈমন্তী চ্যাটার্জি, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, সুদীপ পাল, শ্যামলী ভট্টাচার্য, শ্রাবণী সিংহ, শংকর ঘোষ প্রমুখ। স্মারক প্রসঙ্গ স্বর্গীয় নির্মাল্য বসু, স্বর্গীয় জহরলাল নান, স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় তারক দাস চ্যাটার্জি ও স্বর্গীয় উমারানী চ্যাটার্জি। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সম্পাদক অরূপ বৈদ্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাস্কর রায় চৌধুরী, সহযোগিতায় রঞ্জন রায়, সঞ্চালনায় সুভাষ মিত্র। শেষে অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকুড়ায় বিশ্ব নৃত্য দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : আগামী ডান্স একাডেমীর উদ্যোগে উদযাপিত হল বিশ্ব নৃত্য দিবস। ২৯ এপ্রিল বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয় স্কুলে একাডেমীর টিনেজার, সিনিয়র ও সিনিয়র ওমেন্স গ্রুপের ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরাই আয়োজন করে এই বিশ্ব নৃত্য দিবস উদযাপিত করে। প্রথমেই নৃত্য দেবতা নটরাজের মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠান শুরু করেন একাডেমীর অধ্যক্ষ অনির্বাণ দাস এবং সকল ছাত্র ছাত্রীরাও পুষ্প নিবেদন করেন। এরপর সমস্ত ছাত্রছাত্রী মিলে বিশাল আকারের কেক কেটে শুরু হয় উদযাপন। ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে তার শিক্ষাগুরু অনির্বাণ স্যারের হাতে বিশেষ উপহার তুলে সম্মানিত করা হয়, বহু অভিভাবক যাদের পুত্র কন্যারা অনির্বাণ স্যারের হাত ধরে নাচ শিখে জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছেন তারাও মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাদের অভিজ্ঞতা জানান ও স্যারকে সম্মানিত করেন। এরপর আগামী ডান্স একাডেমীর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্য পরিবেশন করে। আগামীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তিন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ৩ বছর বয়স থেকে ৫৯ বছরের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে। পরিশেষে আগামী ডান্স একাডেমীর নৃত্যে কৃতি ছাত্রছাত্রী ও সবথেকে সিনিয়র গ্রুপ ছাত্রছাত্রীদের মেডেল ও পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন অধ্যক্ষ অনির্বাণ দাস। ঘরোয়া আয়োজনের মধ্যেও ছাত্রছাত্রীদের এই নিজস্ব আয়োজন স্বতঃস্ফূর্ততা অভিভাবকদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আগামী ডান্স একাডেমির বিশ্ব নৃত্য দিবস উদযাপন।

বাংলার ঔষধি নিয়ে লেখা বই স্থান পেল ত্রিপুরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্যের উচ্চ শিক্ষক দপ্তরের নির্দেশে সেই রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত লাইব্রেরীর জন্য ১৫১০ কপি বাংলার ঔষধি গাছের গুনাগুন বইটি সরবরাহ করার জন্য আনন্দ প্রকাশনের কাছে নির্দেশ আসে। যার মেমো নম্বর F1(57) BCSCL/ Panchay- at Lib /Book/2024/245 বইটি লিখেছেন বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড ফ্রী রিডিং রুমের গ্রন্থাগার সহযোগী অংশুমান রায়। এই বইটিতে প্রায় ১১৯ ধরনের বিরল দুষ্প্রাপ্য ঔষধি গাছের গুনাগুন বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ৩০টি রঙিন ছবিও যোগ করা হয়েছে। বাংলার এক লেখকের বই অন্য রাজ্যে অনেক বইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে স্থান পাওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। স্বাভাবিকভাবেই নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশক ও লেখকের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এই ধরনের বই মানুষকে ঔষধি গাছের গুনাগুন সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং উদ্ভিদগুলোকে চিনিয়ে বিপন্ন হওয়া থেকে রোধ করবে বলে আশা করছি।

বাংলার লেখক এর বই ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রন্থাগার দপ্তরের অনুমোদন পেল।

সোনারপুর প্রেস ক্লাবের শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: সাংবাদিকদের পাশে থেকে কাজ করার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু করল সোনারপুর প্রেস ক্লাব। গত রবিবার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার গড়িয়ার মহামায়াতলার জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামের কনফারেন্স হলে এই প্রেস ক্লাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিষ চক্রবর্তী, বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শচীরানী নস্কর, শক্তি মণ্ডল, দুই কাউন্সিলার নজরুল আলি মণ্ডল ও প্রণবেশ মণ্ডল, সাংবাদিক কৃষ্ণকুমার দাস, সাংবাদিক শাহজাহান সিরাজ, সোনারপুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মানস মণ্ডল, সভাপতি হিমাদ্রি শেখর মণ্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন প্রেস ক্লাবের লোগোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ও সাংবাদিকদের কাজে এই প্রেস ক্লাবের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

মুক্তি পেল প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্যবিত্ত বাবামায়ের স্বপ্ন মেয়ে তিতলি ডাক্তার হবে। মেয়ে মেধাবী। তাই বর্তমানে শহরের অন্যতম এক মেডিক্যাল কলেজে সিনিয়ার ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে এমডি করার তোড়জোড় করছে। তিতলি অন্যায় সহ্য করতে পারে না। তার সহপাঠি বন্ধুরা তাকে বারবার বারণ করে। বলে, যা চলছে চলুক। কিন্তু কলেজের অব্যবস্থা, দুর্নীতি, তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। শেষে জাল ওষুধের কথা জানতে পেরে সে আর থাকতে পারে না, প্রতিবাদ করে বসে স্বয়ং অধ্যক্ষের কাছে। এরপর এক বিভীষিকার রাতে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

তিতলি মারা যায়.....কিন্তু জন্ম দিয়ে যায় এক অদম্য প্রতিবাদের ভাষা যা জনরোষের সমুদ্রে তোলপাড় করে নাড়িয়ে দেয় জনমানসের বিশ্বাসকে। শুরু হয়ে যায় দুর্নীতির কাঠামোর রদবদল। কিন্তু, কয়েকটা কাঠ সরালেই কি পালটে যাবে এই পাপ চক্র নাকি এই ঘটনার স্মৃতি জন্ম দেবে এক শঙ্কাহীন নবজাতকের? এমনই এক ঘটনার সাদৃশ্য খুব সম্প্রতি উত্তাল করে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা বিশ্বকে। তেমনই এক ঘটনা এখন দেখা যাচ্ছে বড় পর্দায়। সম্প্রতি ‘প্রশ্ন’র প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন পায়েল সরকার, রাজ, খরাজ মুখার্জ্জী, তুলিকা বসু, বি ডি মুখার্জ্জী, সুদীপ মুখার্জ্জী, স্বাগতা মুখার্জ্জী, পাপিয়া অধিকারী, সুমন বানার্জ্জী, মৌবনী সরকার, নন্দিনী চ্যাটার্জ্জী, অনিশা সরকার, অভিরূপ ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জ্জী, অভীক, শবনম, সৈকত ঘটক, দীপ মহালনবিশ, প্রসেনজিৎ, সৌরদীপ, অগ্নিপর্ণা, তিতিক্ষা, ময়ুখ ভট্টাচার্য্য, রাজেশ শর্মা এবং আরো অনেকে।

সুরের সেতুতে ৪০ বছর সঙ্গীতমুখর সন্ধ্যায় মাতল কাটোয়াবাসী

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: ‘সুরের সেতুতে ৪০ বছর..’। গুটিগুটি পায়ে ৪ দশকে পৌঁছে যাওয়ার আনন্দ। সেই আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে সঙ্গীতপ্রেমীদের ঢল নেমেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে। পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও পণ্ডিত সমরজিৎ বিশ্বাস স্মৃতি সঙ্গীত একাডেমি এবং এনি টাইম মিউজিক্যাল গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ৪ মে রবিবার কাটোয়া সংহতি মঞ্চে এক গৌরবোজ্জ্বল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই আনন্দমুখর সন্ধ্যায় সঙ্গীতের মায়াজালে আবিষ্ট হতে শামিল হয়েছিল আট থেকে আশি সকলেই। ছিলেন এলাকার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরচেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা, বাচিক শিল্পী নন্দন সিংহ, জনপ্রিয় অভিনেত্রী চান্দ্রেয়ী ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টজন। নানারঙের আলোর মায়ায় পরতে পরতে সুরের গাঁথুনি, তাল–লয়ের অনুরণন আর সঙ্গীতের ঝরনাধারা অনুষ্ঠানের প্রতিটি মুহূর্তকে মোহময়ী করে তুলেছিল। কাটোয়ার সঙ্গীত জগতে সুর সাধনায় বর্তমানে কল্পকুমার গুহ এবং গৌতম গুহ এক অনন্য জুটি। যাঁদের নাম উচ্চারিত হয় কাটোয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে শহর কলকাতার বুকেও। তাঁদের হাত ধরেই সুর সাধনার জগতে ডানা মেলে উড়ছে অসংখ্য সঙ্গীতপ্রেমী। গিটার থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তির হরেকপ্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রশিক্ষণের প্রসঙ্গ উঠলেই সবার আগে কাটোয়ার এই জুটির কথা মনে পড়ে আমজনতার। সঙ্গীতপ্রেমীদের ভিড়ে ঠাসা এদিনের অনুষ্ঠানও সেই কথা প্রমাণ করে দিয়েছিল। কল্পকুমার গুহ এবং গৌতম গুহের পরিকল্পনায় দেশীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের হরেকপ্রকার ডালি সাজিয়ে এদিন যে অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন তাতে কাটোয়াবাসী আপ্লুত।

শেষ হল ১৫ দিনের ইর্ন্টান কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ হল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তার তত্ত্বাবধানে বিবেকানন্দ কলেজ ফর ওম্যান্সে ১৫ দিনের ইর্ন্টানশিপ অনুষ্ঠান। এবছরে বিষয় ছিল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হেরিটেজ ম্যানেজমেন্ট। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখেন। ইতিহাস বিভাগের ছাত্রীরা এবিষয়ে বেহালা সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি পরিদর্শনের মাধ্যমে হাতেকলমে সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। এছাড়াও তার বজবজ মহেশতলার ঐতিহ্যশালী ভবন ও জায়গা ঘুরে উক্ত বিষয়ের উপর একটি প্রজেক্ট তৈরি করে। সমগ্র বিষয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার বড়পণ্ডা। পরিশেষে ছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ, ইতিহাস বিভাগের মুখ্য অরবিন্দ পাত্র, ওই বিভাগের অধ্যাপিকা ড. রঞ্জনা মিত্র, অজন্তা সেনগুপ্ত ও ড. ছন্দা বসাক ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা।

অঙ্গনের আয়োজনে নাট্যসেতুবন্ধন নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৯ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি বাটানগর স্পোর্টস ক্লাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল বজবজ অঙ্গন নাট্য সংস্থা আয়োজিত নাট্যসেতুবন্ধন ২০২৫ শীর্ষক নাট্য উৎসব। সাড়া জাগানো এই ছোট নাটকের উৎসবটিতে এ রাজ্যের মোট ১৪টি প্রথম সারির নাট্যদল তাদের বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রযোজনা নিয়ে অংশগ্রহণ করল। এই কয়দিন বাটানগর স্পোর্টস ক্লাব চত্বর সরগরম রইল এলাকার নাট্যপিপাসু দর্শকদের উপস্থিতিতে।

উৎসবের প্রথমদিনে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এলাকার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অভিজিৎ গুপ্তকে(রাজা) বজবজ মহেশতলা ও সংলগ্ন অঞ্চলের নাট্যচর্চায় তাঁর সামগ্রিক অবদানের জন্য। উৎসবের উদ্বোধনী নাটক ছিল নটসেনার পরিচিত এবং মঞ্চসফল প্রযোজনা ‘অগা’ (নাটকঃ নটরাজ দাস। নির্দেশনাঃ সরোজ রায়) এবং দ্বিতীয় প্রযোজনা অন্বেষক নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনা ‘অন্তহীন’ নাটক ও নির্দেশনাঃ অমল চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিনের মঞ্চস্থ নাটকগুলো ছিল যথাক্রমে সালকিয়া আগন্তুক প্রযোজনা ‘চিঠি’ (নাটকঃ সুব্রত মুখোপাধ্যায়। নির্দেশনাঃ তরুণ কুমার দাস), নাট্যার্ঘ্য নাট্য সংস্থা প্রযোজনা ‘যদি এমন হয়’ (নাটকঃ অর্ঘ্য সেনগুপ্ত, নির্দেশনাঃ দেবজিৎ ব্যানার্জী) এবং খিদিরপুর রং বেরং প্রযোজনা ‘একাকী’ (নাটক ও নির্দেশনাঃ তন্ময় চন্দ্র)। তৃতীয় দিনে মঞ্চস্থ হল ‘ইউনিটি মালঞ্চ প্রযোজনা ‘হজমশক্তি’ (নাটকঃ কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনাঃ দেবাশিস সরকার), মুখার্জিপাড়া নবাঙ্কুর প্রযোজনা ‘‘ডিরেক্টর’স গাট’ (নাটক ও নির্দেশনাঃ শান্তনু চক্রবর্তী) এবং দিলীপ মুখার্জি স্মৃতি সংঘ প্রযোজনা ‘কোজাগরী’

(নাটকঃ অমল রায়, নির্দেশনাঃ কিরীটি কাঞ্জিলাল)। ভিন্ন স্বাদের মনোগ্রাহী নাটকগুলি যে দর্শকদের মনোরঞ্জনে যথেষ্ট সক্ষম তা বোঝা গেল শনি ও রবিবারে দর্শকের ঢল দেখে। শনিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি প্রথমে মঞ্চস্থ হয় নেতাজিনগর সরস্বতী নাট্যশালা প্রযোজনা ‘নষ্ট তারার গল্প’ (নাটকঃ পার্থ গোস্বামী, নির্দেশনাঃ জয়েশ ল), দ্বিতীয় নাটকটি ছিল রানীকুঠি আঙ্গিক প্রযোজনা ‘তথ্যযুগ’ (নাটকঃ সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনাঃ সুশান্ত মজুমদার) এবং ঢাকুরিয়া জিতেন্দ্র স্মৃতিচক্রের প্রযোজনা ‘নিরস্ত্র’ (নাটকঃ অমিত মৈত্র, নির্দেশনাঃ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়)। পঞ্চম তথা শেষ দিন মঞ্চস্থ হয় সংকেত প্রযোজনা ‘বৃত্ত’ (নাটকঃ জয়ন্তদীপ চক্রবর্তী, নির্দেশনাঃ নন্দিতা মুখার্জী), বালিগঞ্জ ব্রাত্যজন প্রযোজনা ‘দহনকাল’ (নাটকঃ অরিন্দম সেনগুপ্ত, নির্দেশনাঃ স্বপন বিশ্বাস) এবং সবশেষে টালিগঞ্জ রঙ্গ ব্যঙ্গ অদ্বিতীয়া প্রযোজনা ‘আমি তো আছি’ (নাটকঃ মনোজ মিত্র, নির্দেশনাঃ সুশান্তনীল ঘোষ)।

প্রতিদিন এই ভিন্ন স্বাদের নাটকগুলি উপভোগ করতে দর্শকসংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম একটি আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত তাঁর জীবন ও কর্মের উপর ভিত্তি করে একটি প্রদর্শনী। এই নাট্যোৎসবের অন্তর্গত একটি ‘শতবর্ষের আলোকে বাদল সরকার’ শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অঙ্গনের মহলকক্ষে গত ১০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে। বিষয়ের ওপর মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী লোপামুদ্রা গুহনিয়োগী, বিশিষ্ট নাট্যজন শুভাশিস খামারু ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গড়িয়া সুর্চচার পরিচালক ড. নন্দন ভট্টাচার্য।

এই উৎসবের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ এবং এই প্রাপ্তি তাদের এই উৎসব আয়োজনে সর্বাঙ্গীন সুবিধা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন অঙ্গনের সদস্যরা। ২০১৬ সাল থেকে নিয়মিত তারা এই উৎসবের আয়োজন করে আসছেন, নিষেধাজ্ঞার কারণে ব্যতিক্রম ছিল শুধু কোভিড প্রভাবিত বছরগুলি। ক্রমবর্ধমান দর্শকসংখ্যা এই অঞ্চলে নাট্যপ্রেমী মানুষদের উৎসাহের সাক্ষ্য বহন করছে বলে তারা মনে করছেন।

আতশ কাচে

সিপিআর প্রশিক্ষণ

ফুটবল মাঠে শারীরিক সংঘর্ষে আহত হওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। প্রাণহানির নজিরও বিরল নয়। এই ধরনের আপদকালীন অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে ফুটবলারদের প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্য সিপিআর দেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হল রেফারিদের। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএফএ ও মণিপাল হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক কর্মশালায় রেফারিদের হাতে কলমে সিপিআর প্রশিক্ষণ দেন মণিপাল হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

টেস্টে চতুর্থ

ভারত, একদিনের ও টি২০ ক্রিকেটে শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেও টেস্টে এক ধাপ নেমে গেছে। আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসি ৩ ফরমাটের ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে। টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া শীর্ষে রয়েছে। ইংল্যান্ড দ্বিতীয়, দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয়, ভারত চতুর্থ স্থানে আছে। একদিনের ক্রিকেটে ভারত প্রথম, নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় এবং অস্ট্রেলিয়া রয়েছে তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে টি২০তে প্রথম তিনটি স্থানে রয়েছে ভারত,অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড।

বিরাট রেকর্ড

বিরাট কোহলি প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলের আট মরশুমে ৫০০ বা তার বেশি রান করার রেকর্ড করেছেন। ব্যাঙ্গালুরুতে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৩৩ বলে ৬২ রানের গুরুত্বপুর্ণ ইনিংস খেলে এই রেকর্ড করেন কোহলি। চলতি আইপিএলে বিরাট ১১ ইনিংসে ৬৩.১৩ ব্যাটিং গড়ে, ১৪৩.৪৬ স্ট্রাইক রেটে ৫০৫ রান করেছেন। এই মরশুমে তিনি এখনো পর্যন্ত ৭ টি অর্ধশত রান করেছেন। বিরাট কোহলি এর আগে আইপিএলে ২০১১ সালে ৫৫৭ রান, ২০১৩ সালে ৬৩৪, ২০১৫ সালে ৫০৫, ২০১৬ সালে ৯৭৩, ২০১৮ সালে ৫৩০, ২০২৩ সালে ৬৩৯ ও গত আইপিএলে ৭৪১ রান করেছেন।

হকি টুর্নামেন্ট

এশিয়া কাপ হকি ভারতে অনুষ্ঠিত হবে। বিহারের রাজগিরে আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নবরূপে সজ্জিত রাজগীর হকি স্টেডিয়ামে হবে এই টুর্নামেন্ট। সম্প্রতি হকি ইন্ডিয়া এবং বিহার রাজ্য ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ পাটনার পাটলিপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই বিষয়ে একটি সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর করেছে।

শেষ হল ব্রীজ

হয়ে গেল চারদিনের সর্ব ভারতীয় ব্রীজ প্রতিযোগিতা। কলকাতায় এই প্রতিযোগিতায় পেয়ার্স এ বিজয়ী হয়েছেন পিনাকী প্রসাদ খান ও সত্যব্রত মুখার্জী। দলগত খেতাব জয় করেছেন রাজেশ্বর তেওয়ারী, সুমিত মুখার্জী, কৌস্তভ নন্দী, সাগ্নিক রায়, সায়ন্তন কুশারী।

গোয়া চ্যাম্পিয়ন

এফসি গোয়া, কলিঙ্গ সুপার কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ফাইনালে এফসি গোয়া ৩–০ গোলে জামশেদপুর এফসি কে হারিয়ে দেয়। বোর্জা হেরেরা ২টি এবং দেজান ড্রাজিক ১টি গোল করেছে। সুপার কাপ জয়ের সুবাদে এফসি গোয়া এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু, এর প্রাথমিক পর্যায়ে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

ভারতের খেলা

ভারত এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে আগামী ১০ জুন থাইল্যান্ডের বিরূদ্ধে খেলবে। এজন্য ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবির কলকাতায় ১৮ মে শুরু হওয়ার কথা। ২৯ মে ভারতীয় দল থাইল্যান্ড উড়ে যাবে। ফিফা রাঙ্কিং এ বর্তমানে ভারত ১২৭ এবং থাইল্যান্ড ৯৯ তম স্থানে আছে। উল্লেখ্য ভারত যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের সঙ্গে ড্র করেছিল।

সুপার কাপ জনপ্রিয় না হওয়ায় ফিরছে ফেডারেশন কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন মরশুম থেকে ফুটবল ক্যালেন্ডারে বদল আনছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আইএসএল সম্পূর্ণ হওয়ার পর সুপার কাপ দিয়ে সদ্য শেষ হয়েছে ২০২৪–২৫ মরশুম । ফলত নতুন মরশুমের দিনগোনা শুরু। গত কয়েকবছর ধরে ডুরান্ড কাপ দিয়ে ফুটবল মরশুম শুরু হচ্ছিল। সুপার কাপের যদিও সঠিক উইন্ডো ছিল না । ২০২৩–২৪ মরশুমে জানুয়ারিতে হওয়ার পর ২০২৪–২৫ মরশুমের শেষে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই টুর্নামেন্ট । এবার সেই ছবি বদলানোর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে নিয়েছে এআইএফএফ। সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে এদেশে ফুটবল মরশুম শুরু হয়। সিজন ওপেনারে ডুরান্ড কাপকে অংশগ্রহণকারী দলগুলো প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট হিসেবেই দেখে। কারণ, তখনও প্রাক–মরশুম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না। বিদেশি ফুটবলাররাও সকলে দলে যোগ দেন না।

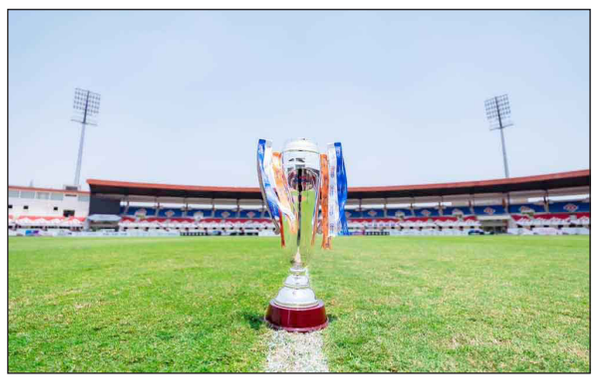

কার্যত দ্বিতীয় সারির দল নিয়েই মাঠে নামে দলগুলো। এবার সেই ছবিটা বদলাবে। কারণ, ফেডারেশন কাপকে মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্ট হিসেবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ২০১৮ সালে শেষবারের মত অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফেডারেশন কাপ। সেক্ষেত্রে সুপার কাপ আর আয়োজন না–করারই সিদ্ধান্ত ফেডারেশনের। সেক্ষেত্রে ফেডারেশন কাপ জয়ী দল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ–২ প্লে–অফ খেলার ছাড়পত্র পাবে। ফলে মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্টে এএফসি খেলার ছাড়পত্রের সুযোগ থাকায় অংশগ্রহণকারী দলগুলো দ্বিতীয় সারির দল নামানোর বিলাসিতা দেখাতে পারবে না বলেই মনে করা হচ্ছে । প্রসঙ্গত, সুপার কাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে দলগুলো অনিচ্ছুক থাকে। আইএসএল এবং আই লিগে অংশগ্রহণের ঝক্কি সামলানোর পর দলগুলোর সেভাবে সুপারকাপে খেলার তাগিদ থাকে না। সদ্য শেষ হওয়া সুপার কাপ থেকে চার্চিল ব্রাদার্স প্রতিবাদস্বরূপ নাম তুলে নিয়েছিল। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট পূর্ণশক্তির দল পাঠায়নি। মহামেডান স্পোর্টিং জোড়াতাপ্পি দিয়ে দল খেলিয়েছিল। ফলে ১৫ দলের সুপার কাপ নকআউট ফরম্যাটে করতে হয়েছে। যেখানে এফসি গোয়া ফাইনালে জামশেদপুর এফসিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সবমিলিয়ে সুপারকাপ চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা আর দেখতে পাচ্ছে না ফেডারেশন। নতুন ক্যালেন্ডারে ফেডারেশন কাপ তাই মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্ট, তারপর আইএসএল এবং আই লিগ, মরশুম শেষ হবে ডুরান্ড কাপ দিয়ে। যদিও তাতেও সমস্যা যে পুরোপুরি সমাধান হল, তা বলা যাবে না। কারণ, এর ফলে কলকাতা লিগ আয়োজন চাপে পড়ে যাবে। পাশাপাশি আইএফএ শিল্ডের আয়োজনে এবং তাতে সিনিয়র দলের অংশগ্রহণও প্রশ্নের সামনে পড়ে গেল।

আইপিএলে ‘চম্পক’কে নিয়ে বিতর্ক

বিসিসিআইকে যেতে হচ্ছে আদালতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঠে যতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠুক না কেন, আইপিএলে বিতর্কে জড়াল চম্পক। এই চম্পক যে কোনো মানুষ নয়,আইপিএলের নতুন সংযোজন রোবট কুকুর ক্যামেরার নাম। এই ক্যামেরাওয়ালা রোবট কুকুর বানিয়ে দিয়েছে বৈশ্বিক সম্প্রচার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডব্লুটিভিশন ও ওমনিক্যাম। ১৩ এপ্রিল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে এটি প্রথমবারের মতো দেখা যায়। এরপর থেকে প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার এমনকী ধারাভাষ্যকার, আম্পায়াররাও এটির সঙ্গে মজা করেছেন। দর্শকেরাও এই প্রযুক্তির সংযোজনকে সাধুবাদই জানিয়েছেন। সবার আগ্রহ দেখে অনলাইন পোলে আইপিএল কর্তৃপক্ষ জানতে চায় ক্যামেরাওয়ালা রোবট কুকুরের নাম কী হতে পারে। পোলে ‘চম্পক’ নামটি টিকে যায়। কিন্তু এই নামই বিসিসিআইকে বিপদে ফেলেছে, যেতে হচ্ছে আদালতে। মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছে দিল্লি প্রেস গ্রুপ! ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই প্রকাশনী থেকে ১৯৬৯ সাল থেকে চম্পক নামে একটি শিশুতোষ সাময়িকী (পাক্ষিক পত্রিকা) প্রকাশ করে আসছে, যা শিশুদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। দিল্লি প্রেস গ্রুপের আইনজীবী অমিত গুপ্তর দাবি, চম্পক সাময়িকীর নাম অনুযায়ী আইপিএল কর্তৃপক্ষ ক্যামেরাওয়ালা রোবট কুকুরের নাম রেখেছে এবং তাদের অনুমতি না নিয়ে এই নাম বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। এ কারণে তারা বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। অমিত গুপ্ত আদালতকে জানিয়েছেন, এটি তাদের নিবন্ধিত ট্রেডমার্ককে দুর্বল করছে এবং এর ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। তাই ক্যামেরাওয়ালা রোবট কুকুরকে যেন আর চম্পক নামে ডাকা না হয়। তবে মামলার বিস্তারিত জানার পর বিচারক সৌরভ ব্যানার্জী বুধবার দিল্লি প্রেস গ্রুপের দাবিকে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘এখানে কোথায় বাণিজ্যিক উপাদান আছে? বিসিসিআই এটা যেকোনো কারণে ব্যবহার করছে। এ

ব্যাপারে এখনই রায় দিলে খুব দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। এটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি কুকুর এবং নামটি সমর্থকদের ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এটা বিসিসিআইয়ের পছন্দে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নামকরণ।’ বিসিসিআইয়ের সিনিয়র আইনজীবী জে সাই দীপক বলেছেন, ‘এই নামের সঙ্গে ম্যাগাজিনের সম্পর্ক নেই। বরং কমেডি শো “তারক মেহতা কা উল্টা চশমার” একটি চরিত্রের সঙ্গে এর মিল আছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা সেখান থেকেই রোবট কুকুরের নাম প্রস্তাব করেছে। তারাই (দিল্লি প্রেস গ্রুপ) একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়, যারা চম্পক নাম ব্যবহার করছে। জনপ্রিয় টিভি সিরিজেও এই নাম ব্যবহৃত হয়েছে।’ দিল্লি প্রেস গ্রুপ বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করার আগে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমও জানিয়েছিল, ‘তারক মেহতা কা উল্টা চশমা’য় জ্ঞানী দাদার চরিত্র চম্পকলাল গাদার সঙ্গে রোবট কুকুরটির নামের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। অনলাইন পোলেও বেশির ভাগ ক্রিকেটপ্রেমীর ভোট চম্পক নামকরণের পক্ষে গেছে। তবে আদালত প্রাথমিকভাবে বিসিসিআইকে চম্পক নাম ব্যবহারের অনুমতি দিলেও দিল্লি প্রেস গ্রুপের দায়ের করা মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের মামলা আগামী ৯ জুলাই শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছেন। শুনানির মাস দেড়েক আগেই এবারের আইপিএল শেষ হয়ে যাবে।

ভারত–পাক সংঘর্ষের জের

আপাতত স্থগিত আইপিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত–পাক সংঘর্ষের জেরে আপাতত স্থগিত হয়ে গেল আইপিএল ২০২৫। কবে শুরু হবে তা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের ড্রোন আক্রমণের জেরে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় পাঞ্জাব কিংস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ। তখন থেকেই জল্পনা চলছিল হয়ত সাময়িক স্থগিত হতে পারে আইপিএল। শুক্রবার তাতেই সিলমোহর দিল আইপিএল গভর্নিং বডি। বিসিসিআইয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘দেশের যখন এই পরিস্থিতি। একটা যুদ্ধের আবহ রয়েছে। তখন ক্রিকেট খেলা ভাল লাগে না।’ এটা ঘটনা গত বুধবার গভীর রাতে ‘অপারেশন সিঁদুর’এর পর ইডেন ম্যাচে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। বৃহস্পতিবার বোমাতঙ্ক ছড়ায় জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে। তারপর বৃহস্পতিবার রাতের ম্যাচ পাকিস্তানের ড্রোন হামলার জেরে মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হয়। তাই আর ঝুঁকি নিতে চায়নি বিসিসিআই। জানিয়ে দেওয়া হল আপাতত স্থগিত আইপিএল।

প্রতিভার খোঁজে

কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হল জিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে সাংসদ মহুয়া মৈত্রর হাত ধরে উদ্বোধন হয়ে গেল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন জিমের। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই জিমে অনুশীলন করতে পারবে এই স্টেডিয়ামের ক্রীড়াবিদরা। ক্রীড়া আঙ্গিনায় এখানকার ক্রীড়াবিদদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ক্রিকেট, ফুটবল সহ অন্যান্য ক্রীড়াতেও তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের প্রয়োজনে সাংসদ মহুয়া মৈত্রর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই জিম সেন্টারটির উদ্বোধন হয়। এদিন এই কর্মসূচি উপলক্ষে বসেছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট এর গভর্নিং বডির সদস্য তথা সিএবির কমিটি সদস্য অর্ধেন্দু ঘোষ। এদিন তিনি জানান এখানকার ক্রীড়াবিদদের জন্য এই জিম অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে মাঠ দেখতে সিউড়িতে হাজির স্নেহাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় নয়, সিএবি পরিচালিত মেয়েদের বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ এবার হবে জেলাতে। জেলার ক্রিকেটে মেয়েদের জনপ্রিয়তা বাড়াতেই এই উদ্যোগ। তারই প্রস্তুতি দেখতে বোলপুরের সিউড়ি গেলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে গিয়েছিলেন সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিকও। সিউড়িতে এমজিআর মাঠ দেখার পাশাপাশি সেখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, এমনকি যে হোটেলে থাকবেন ক্রিকেটাররা, তাও দেখে আসেন তারা।সিএবির হয়ে বোলপুরে যান সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে, অম্বরীশ মিত্র, অয়ন নন্দী, কেয়া রায়, লোপামুদ্রা ব্যানার্জী সহ সিএবির কমিটির সদস্যরা।এদিন সিউড়িতে মাঠ দেখার পাশাপাশি বিশ্বভারতীর আশ্রম মাঠে ইউনিভার্সিটির সেমিফাইনালে রবীন্দ্র ভারতীর সঙ্গে আইআইটি খড়গপুরের খেলার সূচনাতেও ছিলেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমন্ত কুমার মল্লিকরা। যার সূচনা করতে গিয়ে নিজের জীবনের লড়াইয়ের কথা বলে তরুণদের উৎসাহিত করে আসেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

২০২৫–এর সাফ ফুটবল প্রতিযোগিতা বাতিল

আরিফুল ইসলাম : ২০২৫–এর সাফ ফুটবল প্রতিযোগিতা একরকম বাতিলই করে দেওয়া হল। চলতি বছরের আগামী জুন–জুলাই মাসে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়েভিত্তিক যে ফুটবল প্রতিযোগিতা শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তা বাতিল বলে ঘোষণা করে দিল ‘সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন(সাফ)।

অতি সম্প্রতি তারা এক ওয়েবসাইটে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আগামী বছর নতুন ফর্ম্যাটে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা–২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। কানাডা–মেক্সিকো ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই তিন দেশ মিলিয়ে আগামী ২০২৬–এর বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করবে এবং এই টুর্নামেন্টে প্রথমবার ৪৮টি দেশ অংশগ্রহণ করবে।

১৯৯৮ সাল থেকে গতবার পর্যন্ত বিশ্বকাপ ফুটবলের মূল পর্বে ৩২ টা করে দল অংশ গ্রহণ করতো। ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের এই বিশ্বকাপ ফুটবল আবার তিন দেশে খেলা হবে। ফলে এই ব্যস্ততা ও সময় স্বল্পতার জন্য সাফ ফুটবল অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজন করা সম্ভব হবে না। ‘দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা এ–ও জানিয়েছে, ২০২৫ এর এই সাফ ফুটবল প্রতিযোগিতা আগামী বছর বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হলে আয়োজন করা হবে। সাফ আরও জানায়, তাদের অন্তর্ভুক্ত দেশের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা বা সদস্য দেশগুলো এবং স্পোর্টস ফাইভ(কমার্শিয়াল রাইটস্ হোল্ডার) মনে করে আরও ভালোভাবে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। তাই এইবারের অনুষ্ঠান পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উল্লেখ, গত ১৪ তম আসরে সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, এবং ভারতই সবচেয়ে বেশি ৯ বার এই টুর্নামেন্টে জিতেছে।

বাঁকুড়ায় এমপি কাপ জয়ী ছাতনা ক্যাপিটালস

নিজস্ব প্রতিনিধি : এমপি কাপ টি২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ছাতনা ক্যাপিটালস বনাম বাঁকুড়া নাইট রাইডার্স। খেলার আসরে উপস্থিত ছিলেন, বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার সাংসদ তথা ১৯৮৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। ছিলেন সাংসদ ডঃ শর্মিলা সরকার, সাংসদ মিতালী বাগ। সেই হিসেবে মতো ফাইনাল খেলার উদ্বোধনী, অনুষ্ঠান খেলোয়াড় পরিচিতি, ব্যাট হাতে কীর্তি আজাদের স্বমহিমায় বল কে শাসন, সবই হয় নির্বিঘ্নে, তবে টস হতেই, মাঠে জোরালো বাতাস বাধ সাধে। শুরু হয় বৃষ্টি। তবে উদ্যোক্তারা পরেরদিন ফের ফাইনালের আয়োজন করেন। টসে জয়ী হয়ে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ছাতনা ক্যাপিটালস। বৃষ্টি ভেজা মাঠ শুকিয়ে খেলার উপযুক্ত হওয়ার পর, খেলা শুরু হওয়ায়, পরিচলন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে, আলো কম হওয়ার আশঙ্কায় ২০ ওভারের বদলে, ১৫ ওভার করে খেলার। সেহিসেবে খেলতে নেমে ছাতনা ক্যাপিটালস নির্ধারিত ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩২ রান তোলে। ব্যাট হাতে সৌরভ গাঙ্গুলী ২১ বলে ৪টি ছয়ের সাহায্যে ৩৫ রান তোলে। অন্যদিকে, সৌরভ গোস্বামী করে ১৩ বলে ১টি ছয় ও ৩টি চারের সাহায্যে ২০ রান। জবাবে খেলতে নেমে বাঁকুড়া নাইট রাইডার্স ১৩ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে মাত্র ৮৮ রান তোলে। বল হাতে ছাতনার সৌরভ গোস্বামী, বাঁকুড়া নাইট রাইডার্সের অর্ধেক ব্যাটারকে সাজঘরে ফেরৎ পাঠায়। সৌরভ গোস্বামী মাত্র ৩ ওভার বল করে ১৪ রান দিয়ে বাঁকুড়া নাইট রাইডার্সের পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। ফলে ছাতনা ক্যাপিটালস এমপি কাপ টি–২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ৪৪ রানে জিতে নেয়। সৌরভ গোস্বামী শুধুমাত্র ফাইনাল ম্যাচের সেরাই নয়, টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। বিজয়ী দল ছাতনা ক্যাপিটালের হাতে ১লক্ষ টাকা পুরস্কার ও ট্রফি এমপি কাপ ক্রিকেট কমিটির পক্ষ থেকে তুলে দেন বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com